শ্রীরামকৃষ্ণ ও অন্তরঙ্গ প্রসঙ্গ

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ভ্রাতুষ্পুত্র
শ্রীযুত রামলাল (দাদা) চট্টোপাধ্যায়ের
শ্রীমুখ নিঃসৃত ঠাকুরের কথা ও গান।

2

শ্রীকমলকৃষ্ণ মিত্র প্রণীত ও প্রকাশিত

প্রথম সংস্করণ

৺দক্ষিণেশ্বর, পোঃ আলমবাজার
২৪ পরগণা।

শ্রীশ্রী৺সরস্বতী পূজা
শ্রীপঞ্চমী, সোমবার
১৩৩৯ সাল।

All rights reserved.

মূল্য বার আনা,
কাপড়ে বাঁধাই এক টাকা।

১০৮ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট,
কোহিনুর প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীগোপালচন্দ্র বসু দ্বারা মুদ্রিত।

ভূমিকা

বাঙ্গলা ১৩২৪, ইংরাজি ১৯১৭ সাল হইতে শ্রীকমলকৃষ্ণ মিত্র, পরম পূজ্যপাদ (দাদা) শ্রীযুত রামলাল চট্টোপাধ্যায় (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস-দেবের ভ্রাতুষ্পুত্র), শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত (শ্রীম, শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতকার), শ্রীমহাপুরুষজী (স্বামী শিবনন্দ মহারাজ), শ্রীরাখাল মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ), এবং বেলুড় মঠে ও উদ্বোধনে যাইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্তরঙ্গ গণের নিকট যাতায়াত করিত।

তারপর উহাদের নিকট যে সমস্ত শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা ও গান বা লেখকের সহিত যে সমস্ত কথাবার্ত্তা হইত সেইগুলি নোট বইতে দিন ও তারিখ দিয়া লিখিয়া রাখিত।

পরে লেখক দেখিল, যে সমস্ত শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা ও গান শ্রীরামলাল দাদার নিকট হইতে শুনিয়া লিখিয়া রাখিয়াছে, সেইগুলি শ্রীশ্রীঠাকুরের তিরোধানের সুদীর্ঘ প্রায় ৫০ বৎসর যাবৎ অপ্রকাশিত হইয়া রহিয়াছে। যদ্যপি ইহা প্রকাশ করা যায় ত বহু ভক্তগণ পাঠে আনন্দলাভ করিতে পারেন; এই মানসে লেখক শ্রীরামলাল দাদা ও শ্রীমহাপুরুষজীর নিকট পুস্তকাকারে বাহির করিবার পূর্ব্বে তাঁহাদের নিকট আদেশ ও অনুমতি চাহিয়াছিল। তাঁহাদের আদেশ পাইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল।

শ্রীযুত রামলালদাদা, শ্রীমহাপুরুষজী, শ্রীম, ও শ্রীরাখাল মহারাজ ইহাদের সহিত কমলের যে সমস্ত কথা হইয়াছিল তাহাও ইহাতে সন্নিবেশিত হওয়ায় পুস্তকের নাম হইল **"শ্রীরামকৃষ্ণ ও অন্তরঙ্গ প্রসঙ্গ"**।

শ্রীশ্রীঠাকুর গানগুলি যেরূপ স্বরে ও ভাবের সহিত গাহিতেন সেইরূপ স্বর শ্রীদাদার নিকট হইতে বহুবার শুনিয়া গানগুলির স্বরলিপি করিয়া দেওয়া হইল এবং "শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয় সঙ্গীত ও সঙ্গীতে সমাধি" নামক দ্বিতীয় সংস্করণে শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতের গান গুলির স্বরলিপি করিয়া প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

পুস্তকের আয় হইতে কতক শ্রীশ্রীঠাকুরের ও দরিদ্র নারায়ণের সেবায় ব্যয় হইবে।

যদ্যপি এই পুস্তক কাহারও আনন্দ উৎপাদন করিতে পারে, তাহা হইলে প্রকাশক নিজকে ধন্য ও তাহার পরিশ্রম সফল মনে করিবেন।

শ্রীরামলাল দাদার আদেশ পত্র

ভাই কমল,

তুমি আমার নিকট হইতে যে সমস্ত শ্রীশ্রীপ্রভুদেবের ও স্বামীজির কথা এবং গান ইত্যাদি শুনিয়া সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছ তৎসকল, স্বীয় ও সর্ব্বসাধারণের কল্যাণার্থে বাহিরে অবাধে প্রকাশ করিতে পার। ইহাতে আমি অত্যন্তই প্রীতি ও প্রফুল্লিত হইব। তুমি আমার অনন্ত শুভাশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিবে।

শ্রীরামলাল চট্টোপাধ্যায়।

১৬ই কার্ত্তিক বুধবার, ১৩৩৯ সাল।

৺দক্ষিণেশ্বর।

শ্রীমহাপুরুষজীর আদেশ পত্র

শ্রীমান্ কমল,

আমি তোমায় অনুমতি আদেশ ও আশীর্ব্বাদ করিতেছি তুমি শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা ও গানগুলি বইতে ছাপাও। উহাতে ভক্তের অনেক কল্যাণ ও উপকার নিশ্চয়ই হইবে। একসঙ্গে সব গানগুলির স্বরলিপি করিয়া দিবে। তুমি আমার আন্তরিক আশীর্ব্বাদ ও শুভেচ্ছা জানিবে।

সতত শুভানুধ্যায়ী—

শিবানন্দ।

বেলুড় মঠ—২১-১০-১৯৩২।

সূচীপত্র

পরিশিষ্ট

শ্রীমর নিকট ঠাকুরের কথা শোনা

গানের সূচী



গুরু-বন্দনা গীত।

বন্দি তোমারে গুরু!

(ও গো) তুমি যে আমার সুধার সিন্ধু, আমি যে তৃষিত মরু॥

হে মোর জীবনের ধ্রুব তারা, আমি আঁধারে আঁধারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া হয়েছিনু দিসে হারা; তুমি যে জ্ঞানের প্রদীপ লইয়া, ভয় নাই বলে পথ দেখাইয়া, আগে আগে যাও ফিরে ফিরে চাও, বুঝিয়া আমারে ভীরু॥

তুমি আমার পরম বন্ধু, আমার শত অনাদর লও সমাদরে অপার করুণা সিন্ধু; দেখিতে আমার পাওনাক দোষ, নাহি অভিমান নাহি তব রোষ, সদা হাসি মুখ প্রশান্ত সুমুখ, হে আমার আশ্রয় তরু॥

অন্তরেতে তুমিই প্রাণ (আবার) বাহিরেতে তুমি বিশ্বরূপ ধরি রহিয়াছ দৃশ্যমান; তুমি আবার দেহধারী হয়ে, কর অভিনয় দেহী মোরে লয়ে, নমি বিশ্বপ্রাণ কর পরিত্রাণ, হে আমার কল্পতরু॥



নমঃ শ্রীভগবতে রামকৃষ্ণায়

শ্রীরামকৃষ্ণ ও অন্তরঙ্গ প্রসঙ্গ

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ভ্রাতুষ্পুত্র
শ্রীযুত রামলাল (দাদা) চট্টোপাধ্যায়ের
শ্রীমুখ নিঃসৃত ঠাকুরের কথা ও গান।

ঠাকুরের সাধনা

শ্রীদাদা।—ঠাকুর যখন দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীতে সাধনা করতেন, তখন তাঁর খুব উন্মাদ অবস্থা ছিল। তিনি মা মা বলে, চীৎকার করে ছট্‌ফট্ ক'রতেন, আর ছুটে ছুটে এদিক ওদিক যেতেন। বহু প্রকার কঠিন সাধনা করতেন—রাত্রি হলে পঞ্চবটী বনের কাছে যে শান্তিকুঠীর আছে (তখন ছিটেবেড়ার ছাউনি ছিল) তার বারাণ্ডার চাতালে শুয়ে থাকতেন। কত ঝড়, বৃষ্টি, রৌদ্র তাঁর গায়ের উপর দিয়ে চলে গেছে। কতদিন অনাহারে কাল কাটিয়েছেন। ঠাকুর বেশীর ভাগ ঘরের বাইরে চাতালের উপর পড়ে থাকতেন। মধ্যে মধ্যে ঘরে গিয়ে শুতেন। পরে ৺ত্রৈলোক্যনাথ বিশ্বাস (৺ মথুরামোহন বিশ্বাসের পুত্র) শান্তি-কুঠীরটা পাকা করে, একটী ঘর করে দিলেন।

কমল।—(দাদাকে)। পঞ্চবটীর কোন স্থানে ঠাকুর বসে সাধনা করতেন? দাদা—শান্তি কুঠীরের কাছে অশ্বত্থ গাছের নিকট পশ্চিম দিক অথবা গঙ্গা মুখ পূর্ব্ব ও উত্তরাস্য হয়ে বসতেন। যখন যেমন আবশ্যক বুঝতেন তেমন ভাবে বসতেন। দেবী সাধনার সময় উত্তর দিক হয়ে আর দেবতার সাধনার সময় পূর্ব্ব দিক হয়ে বসতেন।

৭-৬-১৯৩১—২৪শে জ্যৈষ্ঠ, রবিবার সপ্তমী ১৩৩৮ সাল। সকাল ৭টার সময় কমল ও শ্রীপ্রবোধচাঁদ দত্ত, দক্ষিণেশ্বর রওনা হইল। মন্দিরে পূজার টাকা দিয়া তাহারা দাদার বাড়ী গেলেন।

প্রবোধ বলিল—আচ্ছা দাদা, কোন ব্রাহ্মণী ঠাকুরকে সব সাধনাগুলি শিখিয়ে দিয়েছিলেন? দাদা।—ঠাকুর যখন সাধনার জন্য ছটফট্ করে বেড়াচ্ছিলেন, এমন সময়ে তিনি আপনা আপনি বলে বেড়াচ্ছিলেন, যে "শক্তি সাধনা করবি আচ্ছা, আচ্ছা।" তারপর দেখেন, এক ভৈরবী গেরুয়া পরা, হাতে ত্রিশূল, কাঁধে ঝুলি, সম্মুখে এসে ঠাকুরকে নিয়ে বেলপাতায় পঞ্চমুণ্ডীর আসন করে তাতে ঠাকুরকে বসিয়ে, সাধনার ক্রিয়াগুলি একে একে সব দেখিয়ে দিলেন। ভৈরবী যখন দেখলেন, ঠাকুর বসে বেশ সাধনা করছেন ও দর্শনাদি পাচ্ছেন, তখন তিনি সেখান হতে চলে যেতেন। এইরূপে ভৈরবী এসে বহুবার ঠাকুরকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। এই সব কথা ঠাকুর আমাকে বলেছিলেন।

একবার ঠাকুরের মুসলমানের মস্‌জিদে গিয়ে সাধনা করতে ইচ্ছা হল। একটা মস্‌জিদ আছে। (দাদার বাড়ী হইতে মন্দির যাইবার পথে অথবা সদর ফটক হইতে রাস্তার নিকট যাইবার পথে) একদিন ঠাকুর ভোরে (তখন কেউ উঠেনি) ঐ মস্‌জিদে এসে দাঁড়িয়ে আছেন। পরণে এক গজ কাপড়—কাচা নেই, তারপর মুসলমানরা এসে দরজা খুলে দেখে—একজন দাঁড়িয়ে রয়েছে। তারা জিজ্ঞাসা করলে, তুমি কে, কোথায় থাক? তার মধ্যে একজন বলে উঠলো—'ইনি মন্দিরে থাকেন ও পূজা করেন।' তারপর ঠাকুর তাদের সঙ্গে নেমাজ পড়তে গেলেন, এইরূপে তিনি তিন দিন সাধনা করেছিলেন।

একদিন ঠাকুর দেখেন মস্‌জিদে একটি বৃদ্ধ ফকির, গোঁফ, দাড়ি, মাথায় চুল সব সাদা, আলখাল্লা পরা, গলায় কাঁচের (অর্থাৎ ফকিরদের

গলায় যেরূপ মালা দেখা যায়) মালা, হাতে লাঠি—ঠাকুরের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে বলছেন, 'তুমি এসেছ, বেশ বেশ. বলে হাসিলেন ও হাত নেড়ে আশীর্ব্বাদ করলেন'। এই সব ঘটনা ঠাকুরের মুখে শোনা।

ঠাকুরের সাধনার পর

দাদা।—(কমলকে)। কামারপুকুর (ঠাকুরের দেশ) হ'তে গ্রামবাসীরা কলকাতায় এসে কাপড় ও নানা প্রকার জিনিষ বিক্রী করতে আসত। তারা মন্দিরে এসে মা কালী ও ঠাকুরকেও দেখে যেত। গ্রামবাসীরা দেশে গিয়ে ঠাকুরের মাকে বলতো, 'তোমার গদাইকে (শ্রীরামকৃষ্ণ) দেখে এলুম খুব উন্মাদ অবস্থা, কেবল মা মা বলে চীৎকার করছে। আবার ছুটে এদিকে ওদিকে যাচ্ছে। তুমি শীঘ্র তার কাছে যাও নচেৎ সে কোথাও চলে যাবে'।

ঠাকুরের মা এই সব শুনে ঠাকুরের কাছে এসে বললেন,—"গদাই, তুমি কেন এরূপ আচরণ করছো, তোমার এই সব কষ্ট দেখে আমি সহ্য করতে পাচ্ছি না। শুন্‌ছি তুমি মধ্যে মধ্যে আবার কোথায় চলে যাও ইত্যাদি। তুমি যদি চলে যাও বা এইরূপ কর ত আমি গঙ্গায় ডুবে মরবো"। ঠাকুর শুনে বলেছিলেন, "না মা. আমি এ স্থান ছেড়ে এখন কোথাও যাব না। আপনি আর কিছু ভাববেন না, আমি ভাল হয়েছি"।

ঠাকুরের যখন উন্মাদ অবস্থা কেটে গেল তখন তিনি মথুরবাবুর কুঠী-বাড়ীর উপরে থাকতেন। একদিন মথুরবাবু ঠাকুরকে বললেন, 'বাবা, এ বাগান বাড়ীটী হেষ্টিং সাহেবের নিকট হতে কেনা হয়। তা কিনে অবধি ঘর গুলিতে কলি দেওয়া হয়নি; মনে করছি সব ঘরগুলি একবার ভাল করে কলি দোয়াব। আপনি আমার সঙ্গে নীচে আসুন, যেখানে যে ঘরে থাকতে ইচ্ছা করবেন, আমি সেই ঘর আপনার থাকবার জন্য ব্যবস্থা করে দোবো। তারপর কলি দেওয়া হয়ে গেলে, পুনরায় এসে থাকবেন'।

ঠাকুর ও মথুরবাবু উপর থেকে নীচে এলেন, ঠাকুর বহু ঘর দেখে শেষে বললেন, "এই ঘরটা (অর্থাৎ যে ঘরে ঠাকুরের খাট বিছানা উপস্থিত রয়েছে, সেই ঘরটী পূর্ব্বে ৺ শ্যামসুন্দরের ভাঁড়ার ঘর ছিল) হলে বেশ হয়। পাশেই গঙ্গা দর্শন (পশ্চিম দিকের গোল বারাণ্ডা হতে) এদিকে মার মন্দির দর্শন, আবার উত্তর দিকের দরজা খুললে নহবৎ পঞ্চবটী দর্শন হয়।" মথুরবাবু বললেন, 'বেশ বাবা, আমি তাই বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি'। তারপর ঐ ঘর হতে ৺শ্যামসুন্দরের ভাঁড়ারের জিনিষগুলি অন্য ঘরে রাখা হল। ঠাকুরের জন্য খাট, তক্তাপোষ ইত্যাদি এল। তখন ঐ ঘরের মেজেটা ইটের গাথুনি ছিল, এখন যেমন মা কালীর ভাঁড়ার ঘরে ইটের গাঁথুনি দেখা যায় তেমি ছিল।

একদিন মথুরবাবু এসে ঠাকুরকে বললেন, 'বাবা, কুঠীর উপরে ঘরগুলি কলি দেওয়া হয়ে গেছে, এইবার আপনি উপরে চলুন'। ঠাকুর বললেন, "আবার এ ঘর ছেড়ে কোথায় যাব? এই ত বেশ হয়েছে। তোমরা বাবু মানুষ, তোমাদের ও সব ঘরে থাকা পোষায়। তা ছাড়া উপর নিচে করা বাপু এ সব আর পারি না।" এই কথা শুনে মথুরবাবু আর কোন আপত্তি করলেন না। সেই অবধি ঠাকুর সেই ঘরে থাকতেন।

কমল।—(দাদাকে)। আপনি কি সে সময় সেখানে ছিলেন, এই সব ব্যাপার যখন ঘটে?

দাদা।—না, আমি যখন ঠাকুরের কাছে দেশ থেকে এলুম, ঠাকুর ও ঠাকুরের মা, একে একে সমস্ত ঘটনাগুলি আমায় বলেছিলেন।

৪-১২-১৯৩১—১৮ই অগ্রহায়ণ, শুক্রবার দশমী ১৩৩৮ সাল। সকালে কমল দাদার বাড়ী যাইল।

শ্রীরাম ও জপের বর্ণনা

দাদা।—ঠাকুর বলতেন,—'রা' শব্দে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বোঝায় আর 'ম' শব্দে ভগবান অর্থাৎ রাজা—যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রাজা—তিনি **রাম** হচ্ছেন। আর করজপের বিষয় বলতেন, "অঙ্গুলের পর্ব্বতে ঠেকবে না এবং নখে স্পর্শ হবে না। আঙ্গুল ফাঁক থাকলে জপের ফল বেরিয়ে যায়। কর্ম্ম সেরে বসি, আর শত্রু মেরে হাসি।" আবার বলতেন. "অষ্টমী, চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও সংক্রান্তি এই পঞ্চ পর্ব্ব কৃষ্ণপক্ষ ও শুক্লপক্ষ উভয় যদি শনি ও মঙ্গলবার পড়ে ত বিশেষ প্রশস্ত হয়।"

৩-১-১৯৩২—১৮ই পৌষ, রবিবার দশমী ১৩৩৮ সাল। সকালে কমল দাদার বাড়ী গিয়ে দেখে তিনি দেব-দেবীর ফটোতে ধূপ দিতেছেন ও হাততালি দিয়ে নাম করিতেছেন।

ঠাকুরের নাম করে নৃত্য

দাদা।—"জয় গোবিন্দ জয় গোপাল, কেশব মাধব দীন দয়াল। হরে মুরারে গোবিন্দ, বসু-দৈবকী নন্দন গোবিন্দ। হরে নারায়ণ গোবিন্দ হে। হরে কৃষ্ণ বাসুদেব ॥" ঠাকুর সকাল ও সন্ধ্যায় এইটী বলে কখনও কখনও নৃত্য করতেন। "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।"—(১৬ নাম ৩২ অক্ষর)। "রাম রাঘব রাম রাঘব, রাম রাঘব পাহিমাং। কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব, কৃষ্ণ কেশব রক্ষমাং ॥" (এটা চৈতন্যদেবের জপ মন্ত্র ছিল)।

কমল।—(দাদাকে)। আপনি আর একটী যে বলেন—"হরে কৃষ্ণ হরে রাম, গৌরী শঙ্কর সীতারাম।" দাদা।—আমি একদিন এক জায়গায় হতে শুনে এসে ঠাকুরকে শোনাই; তিনি শুনে বললেন—"বাঃ বেশ ত

ঐ নামের মধ্যে সকলেই রয়েছেন।" বুনি।—(স্বগত)। বল 'রামকৃষ্ণ অবিরাম নিতাই গৌর রাধেশ্যাম'—এটা ওর সঙ্গে বললে কেমন হয়?

১-১০-১৯৩১—১৪ই আশ্বিন, বৃহস্পতিবার ১৩৩৮ সাল। কমল বৈকালে দাদার বাড়ী যাইল।

ঠাকুরকে দেখা, দাদাও দেখেন

কমল।—(দাদাকে)। শুনেছিলুম ঠাকুর নাকি খড়ম পরে খট্ খট্ করে ঘরে এসেছিলেন?

দাদা।—(কমলকে)। পঞ্চবটীতে হিরালাল ব্রহ্মচারী নামে একজন মাড়োয়ারি থাকত। তিনি রাত্রি ১৷৷০টার সময় প্রস্রাব করতে উঠে দেখেন যে, বকুলতলা হতে কে যেন গঙ্গার ঘাটে গিয়ে মুখ হাত ধুয়ে, বরাবর ঠাকুরের ঘরের দিকে যাচ্ছেন। তিনিও পেছু পেছু গেলেন, গিয়ে আর দেখতে পেলেন না। তিনি সেই রাত্রে সমস্ত দোর ঠেলেছিলেন কিন্তু দরজা খোলা পাননি। তার পরদিন সে সকালে এসে আমায় বললে যে, কাল রাত্রে একজন খড়ম পরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তারপর বকুলতলার ঘাট হতে এই ঠাকুর ঘরে এলেন, আমি তাকে আর দেখতে পেলুম না, তিনি কোথায় জানেন? দাদা।—আমি তাকে বললুম, ঠাকুরের আজ জন্মতিথি দ্বিতীয়া, তিনিই ঠাকুর ঘরে এসেছিলেন।

দাদা দুইটী গান গাহিলেন—'আমার জাতি গিয়েছে'। 'ভেবে মরি কি সম্বন্ধ'। দাদা।—(কমলকে)। তুমি একটা গাও শুনি। কমল গাহিল—'তোমার প্রেম পাথারে যে সাঁতারে'। কমল।—(দাদাকে)। আবার শুনেছিলুম ঠাকুর আপনাকে বলেছিলেন, আমি সর্ব্বদা এখানে আছি, তুই কেন ভাবিস্?

দাদা।—ঠাকুর যখন ৺বলরাম ভবনে কি কাশীপুরে গিয়ে থাকতেন তখন বলেছিলুম, আপনি চলে যাচ্ছেন, আপনার জন্য বড় মন কেমন

করবে। তিনি শুনে বলেছিলেন, "তুই মনে করবি যে আমি যেন কলকাতায় গেছি, কি ঝাউতলায় শৌচে গেছি, আবার্ আসব এই ভাববি, তাহলে মন কেমন করবে না"।

দাদা।—তাই সেই অবধি মনে আর তেমন হয় না যে, ঠাকুর এখান থেকে চলে গেছেন ।সর্ব্বদাই মনে হয় তিনি রয়েছেন, তাঁকে দেখতে পাই।

আশ মিটিয়ে দেখা

দাদা।—মার মন্দিরে যদি কেউ চোখ বন্ধ করে ধ্যান করতো, কি জপ করতো, তা দেখে ঠাকুর তাকে বলতেন, "এখানে আবার ওসব করা কেন গো। সাক্ষাৎ মা চিন্ময়ী বিরাজ করছেন, আশ মিটিয়ে দেখে. নাও। ওসব বাইরে চলে, যেখানে অনুভূতি হবে না, এখানে ওসব কোরো না। মনে কর, তুমি তোমার আপন মার কাছে গেছ মাকে দেখতে, তুমি কি চোখ বন্ধ করে মার কাছে বসবে, না মালা জপতে বসবে?

সৃষ্টির মধ্যে বড়

দাদা একটু পরে বললেন. ঠাকুর বলতেন, "ভগবানের সৃষ্টির মধ্যে পাহাড় ও সমুদ্র বড়। পাহাড় দেখেছি কিন্তু সমুদ্র দেখা হলনা। তবে একবার ষ্টীমারে আসবার সময় রূপনারায়ণ গাঙ্গ দেখে, (যেখানে দামোদর গঙ্গা ও রূপনারায়ণ মিশ্রিত হইয়াছে) আমার সমুদ্র দেখবার সাধ মিটে গেছে। ব্রহ্ম কি রকম জানিস ; যেমন জলে জল, কুল কিনারা নেই।

১-১১-১৯৩১·১৫ই কার্ত্তিক, রবিবার ১৩৩৮ সাল। সন্ধ্যার সময় দাদা, কমল ও একটি ভক্ত, ঠাকুর ঘরের সামনে লম্বা বারণ্ডার সিড়ীর চাতালে বসিলেন।

আগে ভোজন কর

দাদা।—ঠাকুর উপবাসের সম্বন্ধে বলতেন যে, "মার পায়ের বিল্বপত্র ভক্ষণ করে কিংবা মায়ের প্রসাদী দ্রব্য খেয়ে কিছু খেলে দোষ থাকে না।

যদি ঠিক ঠিক বোধ হয় তবে ত ফল হবে। আবার পেট চুই চুই করছে, তাতে কি আর ধর্ম্ম কর্ম্ম চলে। একে কলিকাল অন্নগত প্রাণ অল্প আয়ু। উপবাস করে ওসব করা চলে না, তাতে ঠিক ঠিক মন বসে না। তাই আগে কিছু খেয়ে নিতে হয়”।

বুনি—(স্বগত)। তস্মিন তুষ্টে জগৎ তুষ্ট।

বিরেনবাবু।—(কমলকে)। তুমি এখানে রয়েছ, বেশ গান করছ। ইত্যাদি

দাদা।— হ্যাঁ, কমল গত ২রা আশ্বিন হতে এখানে রয়েছে। প্রত্যেক শনি ও রবিবার বিকেলে নাটমন্দিরে বসে মাকে গান শোনায়। আর প্রত্যেক বুধবার দিন ঠাকুর ঘরে ঠাকুরকে গান শোনায়। একাদশী-তে রাম নাম করে শোনায়। দশ জনকে আনন্দ দিচ্ছে, একি কম কথা।

৩১-১০-১৯২৯—১৪ই কার্ত্তিক, কালীপূজা বৃহস্পতিবার সন ১৩৩৬ সাল। কমল সকালে দাদার বাড়ী যাইল।

দক্ষিণেশ্বরের ধুমধাম বর্ণনা

দাদা—আগে কালী পূজোতে দক্ষিণেশ্বর কালী বাড়ীতে কত আলো দেওয়া হত, যাত্রা হত। নানাবিধ খাবার কত কি হয়েছে, আজ কাল ত সে রকম কিছুই হয় না। নহবৎ বাজতো. গঙ্গায় ঘাটে এমন আলো সাজনো হতো. যে একটুও ফাঁক থাকত না। একেবারে দীনের মত দেখাতো। নাটমন্দিরে ভাল ভাল যাত্রার দল এসে সমস্ত দিন ধরে যাত্রা করত। বড় বড় লুচি হত, কচুরি, নানারকম ভাজা, তরকারি, দই, মিষ্টি, পায়েস ইত্যাদি। যে আসৃত সে পেট ভরে খেত আর নিয়ে যেত। তারপর আমি চাঙ্গারি করে বয়ে কত খাবার লোকেদের দিয়ে আসতুম। ঠাকুরের সময় যে রকম আনন্দ হয়ে গেছে, সে রকম আর হবে না বলে মনে হয়।

দাদা।—(কমলকে)। তুমি কি আজ থাকিবে ? কমল—মনে করছি আজ থেকে সারারাত মায়ের নাম গাইব। দাদা।—সারারাত জেগে হিম লাগান, মোশার কামড়, এসব আমি পছন্দ করি না। ঠাকুর বলতেন—"কাত্তিক মাসের হিম বড় খারাপ, শালার হিম পাষাণ ভেদ করে দেয়।"

৯-১১-১৯৩০—২৩শে কাত্তিক, রবিবার তৃতীয়া ১৩৩৭ সাল।

সকালে কমল ও নন্দ (শ্রীহরেন্দ্রনাথ ঘোষ, দাদার শিষ্য তাহার পুত্র) দাদার বাড়ী যাইল। দাদা ৺দাশরথি রায়ের পাঁচালী পড়িতেছিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়—

পাঁচালী

দাদা।—(কমলকে)। এই বইতে কি সুন্দর সুন্দর গান ও কথা আছে, তুমি পড়েছ ? কমল—আজ্ঞে না।—"হরিতকি চার অক্ষরে, শেষদ্বয় ত্যাগ করে ব্যবহার করিবে দিবানিশি"। ঠাকুর দাশরথি রায়ের গান খুব পছন্দ করতেন—'একি বিকার শঙ্করী'। 'দোষ কারু নয় গো মা'। তা ছাড়া অনেকেই এসব গান ও কথা পছন্দ করেন। ঠাকুর শুনে বলতেন—"আহা! কি গান ও ভাব, ভাবই আসল জিনিষ। কুলোর যেমন স্বভাব খারাপটী ফেলে ভালগুলি কোলের দিকে টানে"। কি জান বুঝদার হওয়া চাই, ভাব চাই—'ভাবিলে ভাবের উদয় হয় যেমন ভাব তেমনি লাভ মূল সে প্রত্যয়'। (কমল দাদার পদ সেবা করিতে লাগিল)।

নন্দ।—(দাদাকে)। ঠাকুর ঘরে ধ্রুব প্রহ্লাদের যে ছবি আছে এমন আর বাজারে দেখতে পাই না, বেশ সুন্দর ভাব।

পাঁচটী ছবি

দাদা।—(নন্দকে)। ঠাকুর একদিন সীতির বেণীমাধবকে বলেছিলেন —"আমায় কিছু ভাল ভাল ছবি এনে দিতে পার"? দাদা—তা বেণী-মাধব আমায় বলেছিলেন, আমি ছবি দোব তুমি এনে দিও। আমি পাঁচটী ছবি আনি—ধ্রুব, প্রহ্লাদ, গৌরাঙ্গের, জগন্নাথের ও কমলে-কামিনী। কমলেকামিনী ও জগন্নাথের ছবি দুটো দেশে (কামারপুকুরে) আছে। (দাদা আমাদের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। আমরা মন্দিরে আসিয়া প্রসাদ পেয়ে বেলা ৩ টার সময় কলিকাতায় যাত্রা করিলাম)।

২১-১০-১৯৩০—৪ঠা কাত্তিক, কালীপূজা মঙ্গলবার ১৩৩৭ সাল।

কমল মন্দির হইয়া বৈকাল ৪॥ টার সময় দাদার বাড়ী গেল। দাদা কমলকে সিঁন্দুরের টিপ পরাইয়া দিলেন ও অর্দ্ধেক সন্দেশ দিলেন। দাদা কয়েকটী ভক্তের সঙ্গে কথা কহিতেছেন।

মানুষের ইচ্ছা না ভগবানের ?

দাদা।—(ভক্তগণের প্রতি)। ঠাকুরকে একজন জিজ্ঞাসা করেছিলেন, মানুষের ইচ্ছা ও ভগবানের ইচ্ছা, কিরূপে জানা যায়? দাদা।—ঠাকুর শুনে বলেছিলেন—"মনে কর একজন কাশি যাবে বলে সমস্ত ঠিক করে বসে আছে। এমন সময় টেলিগ্রাম এল যে, তোমার ভাইয়ের অসুখ যায় যায় অবস্থা, তুমি যদি শীঘ্র আস ত দেখা হতে পারে। সে তখন ছুটফট করে তাড়াতাড়ি বাঁকুড়ায় চলে গেল, কাশি যাওয়া আর হল না। এখন ভেবে দেখ কার ইচ্ছা"। কমল।—(স্বগত)। মানুষ ভাবে এক ঈশ্বর করেন আর এক।

দাদা।—(ভক্তগনের প্রতি)। একটী বিড়ি সেবন হোক না। ভক্তরা।—আজ্ঞে আমরা কেউ খাই না।

দাদা।—যদি কেউ না খায় ত একলা খেতে কি রকম লাগে, ঠিক আনন্দ হয় না। গাঁজাখোরের আনন্দ হয় সকলকে দিয়ে খেলে, সকলে খাবে তবে ত তার দেখে আনন্দ হবে। একটা খাই কমল এনেছে নইলে কি মনে করবে। (কমল—ভারি ত জিনিষ এক পয়সায় আটটী বিড়ি)।

দাদা।—ঠাকুর বলতেন—"শনিবার কিংবা মঙ্গলবার যদি কালীপূজো অমাবস্যায় হয় ত খুব ভাল, সাধকের ঐ দিন বেশ সাধনার দিন।" —আমি যখন পূজো করতে যেতুম, তখন ঠাকুরের পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে যেতুম। তিনি বলতেন—"থাক্ থাক্ হয়েছেরে হয়েছে, বেশ ভাল করে সাবধানে পূজো করিস, যেন কিছু না হয়।" আমি বলতুম—আপনি ত আছেন। তিনি হেসে বলতেন—"হ্যাঁ তাত আছি, তবে ভয় নেই, মা আছেন মা দেখবেন।"

তারপর দাদা ভক্তগণকে প্রসাদ দিলেন। পুনরায় কমলকে প্রসাদী সন্দেশ অর্দ্ধেকটী দিয়ে দাদা বললেন—এইবার পূর্ণ হল। তারপর সকলে মিলে আমাদের মন্দিরে আসা হল। দাদা দর্শনাদি করিয়া বাড়ী ফিরিলেন, কমল তিনটী গান গাহিয়া রাত্রি ৮টার সময় বাড়ী যাত্রা করিল।

৩১-৫-১৯৩১—১৭ই জ্যৈষ্ঠ, রবিবার শ্রীজগন্নাথের স্নানযাত্রা পূর্ণিমা ১৩৩৮ সাল। কমল বেলা ৫টার সময় দাদার বাড়ী গেল।

দাদা।—তোমার পত্র পেয়েছি, কি আর বলব, তুমি সুখদুঃখের কথা বল, তবে শোন—

ঈশ্বরের লীলা বোঝা ভার

"মাতা মহেশী পিতা মহেশ" (কে না শঙ্কর; শং—মানে মঙ্গল, কর মানে—যিনি করেন=যিনি মঙ্গল করেন তিনি হচ্ছেন শঙ্কর)।

এ হেন গণেশ খলু বিঘ্ন নাশ, তথাপি শিরে করি মুণ্ড ধারণ, কপাল, মূলং।" অর্থাৎ—এমন যার বাপ মা তার ছেলের কি না হাতীর মাথা হল। তা কি জান, 'কপালে লিখিতং ধাতা' কে খণ্ডাবে বল। বিধাতা যে নিয়মগুলি করেছেন সে গুলি ত আর বদলাতে পারেন না, তা হলে মিথ্যাবাদী হয়ে যান। কমল।—যিনি এই নিয়ম আইন করে সৃষ্টি করেছেন, তিনি আবার ভাঙ্গতেও ত পারেন? দাদা।—হ্যাঁ, এমনত দেখি যার আয়ু ছিল ৩০ বৎসর, তার হয়ে গেল ৫০ বৎসর। ঠাকুর বলতেন—"বিধাতার আইন কানুন বোঝা যায় না।" দেখ ভীষ্মের ইচ্ছা মৃত্যু ছিল অর্থাৎ অমর, কিন্তু শর-শয্যায় শুয়ে কাঁদছেন যে ভগবানের লীলা খেলা কিছুই বুঝতে পারলুম না; এই দুঃখ। আবার দেখ পঞ্চ পাণ্ডবের সখা যিনি শ্রীকৃষ্ণ, সর্ব্বদাই যাদের কাছে কাছে রয়েছেন তার মধ্যে দেখ, কেউ গেলেন বনে, কেউ যুদ্ধে, তবুও তাঁদের কত কষ্ট হয়েছে"। কমল—তবে গানে আছে, 'কপালে যা আছে কালী তাই যদি হবে, জয়দুর্গা শ্রীদুর্গা বলে কেন ডাকা তবে গো মা'। দাদা।—হ্যাঁ ঠাকুর বলতেন—"ভগবানের লীলা খেলা, মায়া এ সব বোঝবার যো নেই। যেটা সম্ভব, সেটা তাঁর ইচ্ছায় অসম্ভব হয়ে যাচ্ছে; আবার যেটা অসম্ভব, সেটা তাঁর ইচ্ছায় সম্ভব হয়ে যাচ্ছে।" দাদা।—ঈশান মুখোজ্যেকে ঠাকুর কি বলেছিলেন শোন:—

নাম মাহাত্ম্য

"আচ্ছা ঈশান, রেলে রেলে ঠোকা ঠুকি হয়ে কত লোক বেঁচে গেল, আবার কত লোক মরে গেল। তা এ থেকে বোঝা গেল, যারা দুর্গা বলে যাত্রা করেছিল তারাই বেঁচে গেল। আর যারা দুর্গা বলে যাত্রা করেন নি তারাই মরে গেল। একজনের কপালে লেখা ছিল

পায়ে ফাল ফুটে ঢুকে যাবে। সে দুর্গা বলে পথে যাচ্ছে, এমন সময়ে তার পায়ে কুশ ফুটে গেল। এ থেকে বোঝা গেল যে ঐ দুর্গানামের গুণে অল্পর মধ্যে কেটে গেল কি বল" ? ঈশান।—আজ্ঞে হ্যাঁ।

২১-৪-১৯৩১—৮ই বৈশাখ, মঙ্গলবার অক্ষয় তৃতীয়া ১৩৩৮ সাল। কমল ভোরে দক্ষিণেশ্বর গিয়া গঙ্গাস্নান করে ৭টার সময় দাদার বাড়ী গেল। দাদা তিন তোলা ছাতের উপর ছিলেন, কমল গিয়া দেখিল, দাদা একটী ছোট লাল পেড়ে কাপড় পরে, গায়ে লংক্লথের পাঞ্জাবি, ও গলায় রুদ্রাক্ষের মালা রয়েছে। দাদা ভাবস্থ হয়ে গঙ্গা মুখ করে দাড়িয়ে স্তব করছেন—'অসীতগিরি সমন্যাৎ' ইত্যাদি। তারপর বোববম্ ৩ করে গাল বাজাচ্ছেন, একটু পরে কমলের হাত ধরে মা কালীর মন্দির ও গঙ্গা দেখাইলেন। দাদা।—কেমন আছ ? কখন এলে ? কমল।—ভাল আছি ; এই গঙ্গাস্নান করে মন্দির হতে আসছি। দাদা।—একটু বসি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি পাটা ব্যথা করছে। আচ্ছা তুমি নিচে গিয়ে বস, আমি একটু পরে যাচ্ছি। দাদা আসিয়া কমলকে সিন্দুর ও দ্বারকাতীর্থের প্রসাদ দিলেন। কমল দাদার পা টিপিতে আরম্ভ করিল।

ঠাকুরের পথে সমাধি

দাদা।—একদিন ঠাকুর ও আমি কলকাতা থেকে গাড়ি করে আসছি। এমন সময়ে যেই বরাহনগরের চৌমাথায় গাড়ী এল, অমনি তিনি বলে উঠলেন—"হ্যারে এটা কি বরাহনগর ?"—আমি বললুম, আজ্ঞে হ্যাঁ। তিনি বললেন—দেখ "পেটটা যেন খিদেয় জ্বালা করছে, তোর কাছে (আঙ্গুল নেড়ে দেখাইয়া) আছে ত ?" দাদা।—

আমি বুঝতে পেরেছি যে পয়সা,আমি বললুম,আজ্ঞে হ্যাঁ আছে বই কি। আমার কাছে টাকা পয়সা রেখে দিতুম, কি জানি কখন কি দরকার হয়। হয়ত বলে উঠতেন—"দেতোরে একে দু'আনা পয়সা, আহা ওর বড় কষ্ট খেতে পায় না" ইত্যাদি। ঠাকুর বললেন—"কিছু কচুরি ফাগুর দোকান থেকে আনদিকিনি।"—আমি বললুম—আজ্ঞে হ্যাঁ যাই, আপনি বসুন, আমি শিগগীর আন্‌ছি। এই বলে আমি চলে গেলুম। ফাগু বেশ যত্ন করে এক গ্লাস জল ও পান দিত।

তারপর খাবার এনে দেখি ঠাকুর গাড়ীতে নেই, কোচমানকে জিজ্ঞাসা করলুম, বাবু কাহা গিয়া হ্যায়? সে বললে—বাবু ত অনেকক্ষণ হল নেবে সোজা চলে গেছেন। আমি খাবার রেখে দৌড়ে ছুটে গেলুম, দেখি ঠাকুর আপন মনে হন্ হন্ করে চলে যাচ্ছেন। আমি তাঁকে বললুম—কোথায় যাচ্ছেন চলুন, গাড়িতে খাবার এনেছি। আমি যতই তাঁকে বলছি তিনি শুনতে পাচ্ছেন না। শেষে তাঁর হাত ধরে বললুম—কোথায় যাচ্ছেন একা? ফিরে চলুন। ঠাকুর বললেন—"এঁ্যা এঁ্যা, তুই কে"। তারপর দুটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে, আর মাথার ব্রহ্মতলায় চাপড়ে প্রকৃতিস্থ হলেন। পরে হেসে বলছেন—"দেখ তোকে একটা কথা বলে রাখি মনে রাখিস, তুই যখন আমায় ফেলে কোথাও যাবি তখন আমায় জিজ্ঞাসা করবি, যে আমি যাচ্ছি, আপনি বসে থাকবেন কোথাও যাবেন না, যতক্ষণ না আমি আসি। আমি যদি কিছু মত দি তবে জানবি,—তা না হলে এই রকম হবে জেনে রাখ।"

কমল।—(দাদাকে)। ঠাকুরের সমাধির বিষয় একটু বলুননা।

দাদা।—(কমলকে)। ঠাকুরের চক্ষের চাউনি ছিল অর্দ্ধশিব নেত্র সোজা দৃষ্টি, যেমন ফটোতে দেখা যায়। চক্ষের কোন দিয়ে আনন্দ অশ্রু খুব গড়িয়ে পড়ত। প্রথমে গড়িয়ে গোঁফে তারপর দাড়িতে তারপর বুকে পড়ে ভেসে যেত। ঠাকুরের সমাধি ভঙ্গের পর বহু সময় দেখা

যেত তিনি মুখ ভঙ্গী ক'রে (দেখাইয়া) কত রকম কথার ভাষা বলতেন—"ক, কা, কি, কু", ইত্যাদি। ওসব বিষয় কেউ কিছু বুঝতে পারত না।

ঠাকুরের বায়ু বৃদ্ধি

৩০—৮-১৯৩১—১৩ই ভাদ্র, রবিবার দ্বিতীয়া ১৩৩৮ সাল।

দাদা।—(কমলকে)। ঠাকুরের মধ্যে মধ্যে বায়ুবৃদ্ধি হত। আগড়-পাড়ার বিশ্বনাথ কবিরাজ (বাঙাল), ঠাকুরের চিকিৎসা করতেন। ঠাকুর কবিরাজকে বলেছিলেন—"হ্যাগা, তামুক খেলে কি হয়? করিরাজ বললেন—ওটাতে বায়ু কম হয়, আপনি যখন তামাক খাবেন, তখন চিলিমির উপর কিছু ধনের চাল ও মৌরী দিয়ে খাবেন, তাতে উপকার পাবেন। দাদা।—তা ঠাকুরকে দেখেছি তিনি ওরকম করে তামুক খেতেন।

৪-১-১৯৩১—১৯শে পৌষ, রবিবার পূর্ণিমা ১৩৩৭ সাল। কমল বেলা ৩টার সময় দাদার বাড়ী গেল।

দাদা।—মন্দির হতে আসছ? কমল।—আজ্ঞে না, বাড়ী থেকে। দাদা।—এই খেয়ে উঠছি আজ খেতে বেলা হয়ে গিছিল। আজ মন্দিরে বেশ কীর্ত্তন হচ্ছে, তুমি শোনগে, আমি একটু গড়িয়ে যাচ্ছি। কমল মন্দিরে এসে সমস্ত দর্শনাদি করে ঠাকুর ঘরে বসিল। কিছুক্ষণ পরে দাদা আসিলেন দাদার সহিত কমল পুনরায় দর্শনাদি করিতে গেল। পরে লম্বা বারাণ্ডায় দাদা, কমল ও কয়েকটী ভক্ত বসিলেন।

দাদা।—(কমলকে)। তামুক সাজনারে! কমল।—আপনি ত তামাক খান না, এই নিন বিড়ি। দাদা।—আর একটী দাও ত। দাদা নিয়ে ব্রাহ্মণকে দিলেন। দাদা।—বেশ ব্রাহ্মণ সেবা হল।

তামুক সাজনারে

দাদা।—হ্যাঁ তামুক সাজনারে ঠাকুরের কথা বলছিলুম। একদিন ঠাকুর ঐ ছোট খাটটিতে বসে, আর আমি তাকিয়ার পিছনে দেয়ালে ঠেশ দিয়ে দাড়িয়ে আছি। একঘর লোক বসে আছেন। ঠাকুর তাদের সঙ্গে কথা কইছেন, আর মধ্যে মধ্যে বলছেন—"তামুক সাজনারে, কই সাজলি না?"—আমি বলছি আজ্ঞে হ্যাঁ এই যাই। ঠাকুর বললেন—"যা শিগগীর যা কি শুনছিস্? আমি বললুম—আজ্ঞে দেখে শুনে সব অবাক হচ্ছি। তিনি বললেন—"হ্যা অবাক হবি বৈকি, আরও যদি কিছুদিন বেঁচে থাকিস ত কত দেখবি শুনবি। মা যদি তোকে বাঁচিয়ে রাখেন, 'ত' অনেক দেখে শুনে অবাক হবি"। তা দেখনা আজ কালীবাড়ীতে কি ধুম, চারিদিকে গান কীর্ত্তন হচ্ছে, কত লোক এসেছে; বাগানে বহুলোক রান্না করে খাচ্ছে। এদিকে ভোজনানন্দ ওদিকে ভজনানন্দ। তা এই রকম মস্ত বড় জায়গায় এমন না হলে মানায় না, কি বল?

কমল।—আজ্ঞে হ্যাঁ। ঠাকুর যদি না আসতেন বোধ করি এ জায়গার এতটা মাহাত্ম্য কি হোত?

দাদা।—হ্যাঁ, তারপর আমি তামুক সাজতে যাচ্ছি, দরজার বার না হতে হতে তিনি বললেন—"দেখ বেশ (ইশারা করে হাতটা মুখের কাছে এনে নাড়িয়ে) তারমানে হচ্ছে সেজে খেয়ে টেনে দেখবি, যখন ধোয়া বেরুচ্ছে, তখন নিয়ে আসবি।" আমি তাই করে নিয়ে গেলুম। তিনি দুএক টান দিচ্ছেন আর কথা কচ্ছেন। কখন কখন হাতের হুঁকো হাতেই রয়েছে টানছেন না। আমি দেখে বলছি কই টানুন, নিবে যাবে যে। তিনি শুনে বলে উঠলেন—"হুঁ্যা হ্যা, ঠিক বলেছিস ভাই"। এই বলে আবার টান দিলেন, এমনি করে মধ্যে মধ্যে, টান দিতে ভুলে যান, তারপর

আমায় রেখে দিতে বললেন। অনেকক্ষণ ঠাকুর কথা কইছেন দেখে মনে হল একটা গান হলে ওনার বিশ্রাম হয়। ঠাকুর আমায় মধ্যে মধ্যে গানের ফরমাস করে বলতেন,—"গাতোরে ওমুক গানটা 'তার তারিণী' 'কি ভুবান ভুলাইলি মা,' 'কি কবে সমাধি হব'। আমি যদি লজ্জা করতুম ত খুব বকৃতেন—"শালা লোক দেখে তোর লজ্জা হয় কেন? লোক না পোক"! তিনি আরও বলতেন শোন—

কলকাতার ভক্তি

"কলকাতার লোকেরা ভক্তি করতেও যেমন, অভক্তি করতেও তেমন। আমায় কেউ কেউ বলে বাবুর লাল পেড়ে কাপড় পরা, পায়ে কাল বারনিস চটি জুতো, তাকিয়া ঠেসান দিয়ে বসা, এসব না হলে চলে না। গঙ্গার জল সকালে দেখলুম বেশ ভরপুর রয়েছে, আবার দেখি না কমে গেছে। এসব লোকেদেরও কি রকম জানিস, ঠিক জোয়ার ভাটার মতন। কত শালা কত কি বলে, ওশালাদের ভাল কথায় মুতেদি, আর মন্দ কথায় মুতেদি। তবে হ্যাঁ, কেউ কেউ আছে ভক্তিমান বিশ্বাসী, তাদের আর ওসব হবেনি। তারা যাকে ভক্তি করবে বা বিশ্বাস করবে, তাদের আর ভুল হবেনি। কি রকম জানিস, যেমন বিন্ধ্যগিরিকে বলেছিল, আমি না আসা পর্য্যন্ত তুমি এই রকম থেকো, সে আর মাথা তুললে না।"

ভক্ত।—(দাদাকে)। অনুমতি হোগ, এইবার আমায় ওপারে যেতে হবে। দাদা গান ধরিলেন—'মন ক'রোনা কাজে হেলা'। পুনরায় গাহিলেন—'প্রেমিক লোকের স্বভাব স্বতন্ত্রর'। দাদা—এই দুটো গান ঠাকুর গাইতেন। দাদা।—(কমলকে)। এইবার তুমি একটী শোনাও। কমল।—এ গানের কাছে কি আর আমার গান, পায়েসের পর কি অম্বল হবে, তা ছাড়া আমার গলাটা সর্দ্দিতে বসে আছে।

—তা হোক ও বেশ হবে গাও, লজ্জা কোরোনি, এই যে বললুম লোক না পোক। কমল গাহিল—'কখন কি রঙ্গে থাক মা'।
দাদা।—বেশ বেশ, এইত বেশ হল।

তারপর দাদা বাড়ী গেলেন, বুনি প্রসাদ পেয়ে রাত্রি ৮টার সময় মানুষের লক্ষণ সম্বন্ধে চিন্তা করিতে করিতে বাড়ী রওনা হইল।
বুনি।—(স্বগত)। ঠাকুর যে কলকাতার ভক্তি সম্বন্ধে বলেছেন তা ঠিকই দেখা যায়, বহুজনের ভিতর ঐরূপ স্বভাব, লক্ষণও দেখতে পাওয়া যায়। আরও শুনেছি ঠাকুরের কাছে যিনি প্রথমে যেতেন ঠাকুর আগে তার লক্ষণ পরখ করতেন—মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর, শ্রীম, বাবুরাম মহারাজ, স্বামীজি, শরৎমহারাজ ইহাদের লক্ষণ আগে দেখিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ-দিব্যভাব* পৃষ্ঠা ১৭১—১৮১ পড়লে লক্ষণ বিষয় কিছু জানা যায়। আর শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে* আরও লক্ষণ সম্বন্ধে ঠাকুর বলেছেন।

লক্ষণ সম্বন্ধে বর্ণনা

পুরুষের চক্ষু "পদ্ম চক্ষু হইলে অন্তরে সদ্ভাব ও সাধুভাব থাকে। পুরুষের চক্ষু বৃষের ন্যায় হইলে কাম প্রবল হয়। যোগীর চক্ষু ঊর্দ্ধদৃষ্টি সম্পন্ন রক্তিমাভাব হয়"। দেব চক্ষু—"অধিক বড় হয় না কিন্তু টানা বা আকর্ণ বিশ্রান্ত হয়; কাহারও সহিত কথা কহিতে কহিতে আড় চোখে চাওয়া, তারা সাধারণ মানব অপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমান হয়"।

শরীর—"ভক্তিমান ব্যক্তির শরীর স্বভাবত কোমল ও তাহার হস্ত পদাদির গ্রন্থি সকল শিথিল হয় (অর্থাৎ সহজে ফিরান ঘুরান যায়)। কৃশ হইলেও তাহার শরীরে অস্থি পেশী প্রভৃতি এমন ভাবে বিণ্যস্ত থাকে যাহাতে অধিক কোণ দেখা যায় না"।

*শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ ও শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত হইতে লক্ষণাদি বর্ণনাগুলি উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল।

হস্ত—"অল্প ভার হইলে স্ববুদ্ধি" বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতেন।

নিশ্বাস—"ভোগীর নিশ্বাস একভাবে ও যোগীর নিশ্বাস অন্যভাবে পড়িয়া থাকে"।

মূত্র—"ভোগীর মূত্রের ধারা বামে হেলিয়া পড়ে ও ত্যাগীর মূত্র দক্ষিণে হেলিয়া পড়িয়া থাকে"।

মল—"যোগীর মল শূকরে স্পর্শ করে না"।

স্ত্রী শরীরের গঠন অবয়ব

বিদ্যাশক্তিদিগের—"ভোজন নিদ্রা ও ইন্দ্রিয়াশক্তি স্বভাবতঃ অল্প হইয়া থাকে। স্বামীর সহিত ঈশ্বরীয় কথা শ্রবণ ও আলাপ করিতে ইচ্ছা। পতিকে নীচ কার্য্য হইতে সর্ব্ব বিষয়ে রক্ষা, এবং পরিণামে ঈশ্বর লাভ করিয়া যাহাতে নিজ জীবন ধন্য করিতে পারেন, তাহাতে সহায়তা করা"।

অবিদ্যাশক্তিদিগের—এই সব হইতে বিপরীত দেখা যায়। ইন্দ্রিয় বিশেষের সহায়ে রমণীগণ মাতৃত্বপদগৌরব লাভ করিয়া থাকেন, আবার আকার নানা রকম হইয়া থাকে। যাহাদিগের পশ্চাদ্ভাগ পিপীলিকার ন্যায় উচ্চ তাহাদিগের অন্তরে উক্ত প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া থাকে।

আরও শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত পড়িলে এই কয়েকটী লক্ষণ বিষয় জানা যায়। কথামৃত ৪র্থ ভাগ ২৩৯ পৃষ্ঠা দেহের লক্ষণ।

"ঠাকুর—শরীরের লক্ষণ দেখে অনেকটা বুঝা যায় তার হবে কি না"।

১। "খল হলে হাত ভারী হয়"। ২। "নাক টেপা হওয়া ভাল নয়। শম্ভুর নাকটী টেপা ছিল তাই অতো জ্ঞানী থেকেও তত

সরল ছিল না।” ৩। “উন পাঁজুরে লক্ষণ ভাল নয়। আর হাড় পেকে কনুয়ের গাঁট মোটা, হাত ছিনে”। ৪। আর বিড়াল চক্ষু— বিড়ালের মত কটা চোখ। ৫। ঠোঁট—“ডোমের মত হলে নীচ বুদ্ধি হয়। বিষ্ণু ঘরের পুরুত কয়মাস একটিং কর্ম্মে এসেছিল। তার হাতে খেতুম না—হঠাৎ মুখ দিয়ে বলে ফেলেছিলুম ও ডোম। তারপর সে বল্লে হা, আমার ঘর ডোম পাড়ায়, আমি ডোমের বাসন চাঙারী বুন্‌তে জানি!”

আরও খারাপ লক্ষণ— ৬। “এক চক্ষু, আর ট্যারা। বরং একচক্ষু কাণা ভাল ত ট্যারা ভাল নয়, ভারি দুষ্ট ও খল হয়। একজন হৃদেকে বলেছিল আমি নাস্তিক তুমি আস্তিক হয়ে আমার সঙ্গে বিচার কর। তাকে দেখি বিড়ল চক্ষু। আবার চলনেতে লক্ষণ ভালমন্দ টের পাওয়া যায়”।

৭। “পুরুষাঙ্গের উপর চামড়াটী মুসলমানদের মত যদি কাটা হয় ত সে একটী খারাপ লক্ষণ।”

কথামৃত ২য় ভাগ ১৪৭ পৃষ্ঠা—এই কটী হতে সাবধান হতে হয়।

“ঠাকুর—১। প্রথম বড় মানুষ—টাকা, লোকজন অনেক আছে মনে কল্লে তোমার অনিষ্ট কর্ত্তে পারে। তাদের কাছে সাবধানে কথা কইতে হয়, হয় ত যা বলবে সায় দিয়ে যেতে হয়।”

২। “তারপর কুকুর—যখন তেড়ে আসে কি ঘেউ ঘেউ করে তখন দাড়িয়ে মুখের আয়াজ করে তাকে ঠাণ্ডা করতে হয়।”

৩। “তারপর ষাঁড়—গুতুতে এলে তাকেও ঐরূপ করে ঠাণ্ডা করতে হয়। তারপর মাতাল—যদি রাগিয়ে দাও ত বলবে তোর চৌদ্দপুরুষ তোর হেন তেন। তাকে বলতে হয় কি খুড়ো কেমন আছ। তা হলে সে খুসী হবে, তোমার কাছে বসে তামাক খাবে। অসৎ লোক দেখলে আমি সাবধান হয়ে যাই।”

৪। "কেউ কেউ সাপের স্বভাব। তুমি জাননা, তোমায় ছোবল দেবে। ছোবল সামলাতে অনেক বিচার আনতে হয়; তা না হলে হয় তো তোমার প্রথম রাগ হয়ে গেল। যে তার আবার উলটে অনিষ্ট কর্ত্তে ইচ্ছা হয়, সৎসঙ্গ কল্লে তবে সদাসৎ বিচার আসে।"

৫। "মুখ হলসা, ভেতর বুদবুদে, কাণ তুলসে, দীঘল ঘোম্‌টা নারী, পানা পুকুরের ঠাণ্ডা জল বড় মন্দ কারি। এইরূপ স্বভাব যাদের আছে, তাদের নিকট হতে চোদ্দহাত দূরে থাকিতে হয়।"

বোধ করি ভগবান প্রত্যেক মানুষের লক্ষণাদি, প্রকৃতি ও সংস্কার দিয়ে এ ধরায় পাঠিয়ে দিয়েছেন। কে কিরূপ মানুষ তার আচার ব্যবহার কিরূপ, তার কি হবে না হবে, সবই লক্ষণে টের পাওয়া যায়। কিন্তু আমরা সেগুলি আগে না দেখে শুনে, মানুষের কাছে নানা বিষয় ঠকে থাকি। মানুষকে চিনতে হলে আগে তার লক্ষণাদি পরখ করে লওয়া আমাদের উচিত। সে যেমন প্রকৃতি ও স্বভাব নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছে সে ত তাই করবে। গীতায় দেখা যায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বললেন—'তুমি যুদ্ধ কর'। তিনি বললেন—'কি করে করি কত আত্মীয় স্বজন মরবে ইত্যাদি ওজর আপত্তি দেখাইলেন'। শ্রীকৃষ্ণ বললেন—'তোমায় করতেই হবে—তোমার প্রকৃতিতে করাবে'—"প্রকৃতি স্ত্বাং নিযোক্ষ্যতি" (গীতা—১৮শঃ অঃ ৫৯ শ্লোক) "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ"। (গীতা ৩য় অঃ ২৬ শ্লোক) "সকল প্রকার কর্ম্ম প্রকৃতির গুণস্বরূপ ইন্দ্রিয়গণ কর্ত্তৃক নিষ্পন্ন হইতেছে।" ইহা হইতে বোঝা যায় যে অর্জ্জুনের হয় ত এমন একটা লক্ষণ কি সংস্কার ছিল যাহাতে, শ্রীকৃষ্ণ বুঝেছিলেন যে ও যুদ্ধ করবেই—তাই শেষে করতেও হল।

"মনে করি হেন কর্ম্ম করিব না আর, কিন্তু স্বভাবে করায় কর্ম্ম কি দোষ আমার"। কুসংস্কার ও প্রবৃত্তির হাত হতে ভাল হওয়া যেতে পারে, যদি সাধুসঙ্গ ধ্যান জপ করা যায়। বোধ হয় তাই ঠাকুর

যাদের ঐরূপ লক্ষণ দেখতেন তাদের বলতেন—"কেবল সাধুসঙ্গ কর, মনে মনে সদাসৎ বিচার কর, ধ্যান জপ ও নির্জ্জনে গিয়ে ব্যাকুল হয়ে ভগবানকে ডাকা দরকার।" এইসব করলে ভগবানের দয়াতে খারাপ সংস্কার, কুবৃত্তির মন, সব বদলে ভাল হয়ে যায়। যারা ভাল লক্ষণ ও সংস্কার নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন, তাদের বেশী কিছু করতে হয় না। একটু করলেই চৈতন্য হয়ে যায়, আর ক্রমে ক্রমে সে ভালর দিকে অগ্রসর হয়।

আর যারা খারাপ লক্ষণ ও সংস্কার নিয়ে জন্মেছে, তারা হাজার বলুক আর যাই করুক, তারা সাধুসঙ্গ, ধ্যান জপ ছাড়া, কোন মতেই ভাল হতে পারে না। তারা ওসব যা করে, কেবল ভাবের ঘরে চুরি করে, আর লোক দেখিয়ে করে, এই বেশীর ভাগ দেখা যায়।

মোট কথা যে সব বিষয়েই ভাল হয় তার আগে এই কটা দেখা যায়। প্রথমতঃ—সে খুব সরল হয়,ধীর,স্থির,নম্র ও বাক্য গুলি কি গীত—অতি মধুর হয়। দ্বিতীয়তঃ—সে বেশী কথা বা মিথ্যা বলে না। যখন কার যে কাজ তাকে করতে হবে, শক্ত কি সোজা হউক, সে ঠিক তাতে ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, ত্যাগ করে কৃতকার্য্য হবে।

কথামৃত ২য় ভাগ ৩৩ পৃষ্ঠা প্রেমের লক্ষণ :—

"ঠাকুর—প্রথম জগৎ ভুল হয়ে যাবে, এত ঈশ্বরের ভালবাসা যে বাহ্যশূন্য ইত্যাদি। নিজের দেহ যে এত প্রিয় জিনিষ, এর উপরও মমতা থাকবে না"।

ঈশ্বর লাভের লক্ষণ—"যার ভিতর অনুরাগের ঐশ্বর্য্য প্রকাশ হচ্ছে তার ঈশ্বর লাভের দেরি নাই। অনুরাগের ঐশ্বর্য্য—বিবেক, বৈরাগ্য, জীবে দয়া, সাধু সেবা, ঈশ্বরের নাম গুণকীর্ত্তন, সত্যকথা এই সব।"

৩৬ পৃষ্ঠা—চৈতন্য হয়েছে তার লক্ষণ—"ঈশ্বরীয় কথা বই আর কিছু শুনতে বলতে ভাল লাগবে না। চাতক পাখীর দৃষ্টান্ত ইত্যাদি।

৪১ পৃষ্ঠা—ঈশ্বর দর্শনের লক্ষণ—"ঈশ্বর দর্শন হলে বিচার বন্ধ হয়ে যায়। ঈশ্বর লাভ করেছে অথবা বিচার করেছে তাও আছে। কি কেউ ভক্তি নিয়ে তাঁর নাম গুণগান করেছে। ছেলে কাঁদে কতক্ষণ যতক্ষণ না স্তন পায়। তারপর আনন্দ। খেতে খেতে খেলা করে, আবার হাসে"।

৭৪ পৃষ্ঠা—জ্ঞানীর লক্ষণ—"ঠাকুর—সোহং সোহং কল্লেই হয় না, জ্ঞানীর লক্ষণ আছে। নরেন্দ্রের চোখ স্মুমুখ ঠেলা। এরও কপাল ও চোখের লক্ষণ ভাল।"

১১২ পৃষ্ঠা—জ্ঞানীর লক্ষণ—"জ্ঞানী কারুর অনিষ্ট করতে পারে না; বালকের মত হয়ে যায়। বাহিরে হয়ত দেখায় রাগ, অহঙ্কার আছে কিন্তু বস্তুত জ্ঞানীর ওসব কিছু থাকে না। বাড়ীতে খুব ঐশ্বর্য্য রয়েছে সব ফেলে কাশী চলে গেল। বালকের যেমন আট থাকে না।"

২২২-২২৩ পৃষ্ঠা—তীব্র বৈরাগ্য ও ঈশ্বরকে আপনার ভাবা:—

ঠাকুর।—"এমন হওয়া চাই যে বলবে কি জগৎ পিতা, আমি কি জগৎ ছাড়া? আমায় তুমি দয়া করবে না?" শালা!

"যে যাকে চিন্তা করে সে তার সত্ত্বা পায়! শিবপূজা করলে শিবের সত্ত্বা পায়। একজন রামের ভক্ত দৃষ্টান্ত ইত্যাদি।

"শিব অংশে জ্ঞানী হয়। বিষ্ণু অংশে ভক্তি হয়।"

কথামৃত ১ম ভাগ ৬৬ পৃষ্ঠা—সত্ত্ব, রজ, তমোগুণের লক্ষণ:—

"ঠাকুর—সত্ত্বগুণের লোকদের—বাড়ী ভাঙ্গা, কোনরকম ফিটফাট নেই। রজোগুণের লোক—"ঘড়িঘড়ির চেন, হাতে আংটী"। তমোগুণে—"নিদ্রা, কাম, ক্রোধ, অহঙ্কার" ইত্যাদি।

গান ও নাচ সম্বন্ধে বর্ণনা

৮-৫-১৯২৯—২৫শে বৈশাখ, বুধবার চতুর্দ্দশী ১৩৩৬ সাল।

রামলাল দাদা বলিলেন, শ্রীঠাকুর এমনি ভাবে "ক্ষেপার হাট বাজার" গাইতেন, বলিয়াই দাদা গানটী গাহিতে গাহিতে নৃত্য করিয়া কমলকে দেখাইলেন।

"বাঁ হাতটী অর্দ্ধেক উচু করিয়া ডান হাতটী বাঁ হাতের কাঁধ হইতে একটু তফাৎ রাখিয়া এবং ডান পায়ের হাটু মুচ্‌কাইয়া মুচ্‌কাইয়া, ডান পাটী থপ্‌ থপ্‌ করিয়া ফেলিয়া কোমর ব্যাঁকাইয়া ব্যাঁকাইয়া নাচিতে লাগিলেন। ঘুরে ফিরে নাচিয়া বলিতেছেন, ঠাকুরের যখন খুব ভাল লাগত, তিনি ঘুরে ফিরে নাচতেন।"

রামলালদাদা। ঠাকুর আমায় গাইতে বলেন, "তার তরিণী" কিন্তু আমি ভাই এক ঘর লোক দেখে লজ্জা করছি। এই না দেখে, ঠাকুর আমায় বললেন "শালা লজ্জা করচিস্! ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, তিন থাকতে নয়। লোককে দেখে তোর লজ্জা! লোক না পোঁক! তিনি আরও বলেছিলেন, "যখন যে কোন দেব দেবীর গান গাইবি, আগে চখের সামনে তাঁকে দাঁড় করাবি, তাঁকে শুনাচ্ছিস্ মনে করে তন্ময় হয়ে গাইবি। লোককে শুনাচ্ছিস্ কখনও ভাব্‌বিনা, তা'হলে লজ্জা আসবেনি।"

২০-৫-১৯২৯—৬ই জ্যৈষ্ঠ, সোমবার দ্বাদশী ১৩৩৬ সাল। কমল কয়েকটী গানের সুর জানিতে রামলালদাদার বাড়ীতে যায়। দাদা বলিয়া দিলেন; ইহার পূর্ব্বেও দাদা অনেক গানের সুর বলিয়া দিয়াছেন।

কমল।—দাদা, ঠাকুর কি রকম ভাবে গাইতেন এবং রাগ-রাগিণী ও তাঁর তাল সম্বন্ধে কি রকম বোধ হইত? ভাবে বিভোর হয়ে গাইলে দেখি তাল রাখতে পারি না।

রামলালদাদা।—যদি কেউ তালের দিকে নজর রেখে গাইত, হয় ত হঠাৎ তালটা কেটে গেল, অমনি ঠাকুর শুনে উহুঁ উহুঁ করে উঠতেন। আর যদি কেউ ভাবের সহিত তন্ময় হয়ে গাইত, ঠাকুর তাদের আর ততটা ধরতেন না। ঠাকুর অত রাগ-রাগিণীর ধার ধারতেন না। তিনি অতি ভাবের সহিত করুণস্বরে একেবারে তন্ময় হয়ে সুরে বেশ টান টুন দিয়ে আবার মধ্যে মধ্যে গানে আঁখর দিয়ে গাইতেন।

রামলালদাদা—অনেকবার দেখেছি ঠাকুরকে গাইতে গাইতে সমাধিস্থ হয়ে যেতেন, হয় ত আমাকে কিংবা স্বামীজিকে গানের ফরমাস প্রায় করতেন, তারপর শুন্‌তে শুন্‌তে সমাধিস্থ হয়ে পড়তেন।

রামলালদাদা—তাল সম্বধ্যে কি জান ভাই, মনে কর আমি যদি তবলার দিকে নজর রেখে আইনসঙ্গত গাই, তা হ'লে আমার মনটা সর্ব্বদাই তবলার দিকে পড়ে থাকবে। পাছে ভুল হয়ে যায়, সর্ব্বদাই একটা ভয় থাকবে, নয় কি? তা হ'লে আমি কি করে ভাবে তন্ময় হয়ে গাই বা আঁখর দি বল? ভাবের সহিত একাগ্রচিত্তে গাইতে হলে ও সব দিকে নজর রাখলে চলে না। ঠাকুর বলতেন—'নিতাই আমার মাতা হাতী, নিতাই আমার মাতা হাতী', করে বেশ তালে তালে কীর্ত্তন কর্‌ছে। পরে ভাব গাড় হলে 'হাতী হাতী', তারপর 'হা' বলতে সমধি হয়ে যায়।"

রামলালদাদা—কমল ভাই, তোমার দুই খানা গান হবেনি? গাও শুনি। কমল গাহিল—"হে নাথ তুমি সর্ব্বস্ব আমার"। "তোমায় আসিতে হবে এ আসনে, যদি দেখা নাহি দিবে, কথা না কহিবে, কেন আনিলে এখানে"। দ্বিতীয় গানটি দাদা শুনিয়া মোহিত হইলেন ও

২

বলিলেন, বেশ বেশ অতি সুন্দর। বাড়ীর ভিতর হইতে মেয়েরা গানটী লিখিয়া দিতে বলিলেন, কমল লিখিয়া দিল।

রামলালদাদা।—(কমলকে)। মধ্যে মধ্যে এসে যা জানবার জেনে নিও। কমল দাদাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল, দাদা মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। আর বলিলেন ভাই, যখন তাঁর গানের স্বরলিপিগুলি বার করেছ, তিনিই তোমায় কৃপা করবেন বৈকি, বেশ বেশ এস।

২৬-৫-১৯৩১—১১ই জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার নবমী দশহারা মনসা পূজা ১৩৩৮ সাল। কমল ও রামকৃষ্ণ নন্দী, বিকালে ৪॥ টার সময় দাদার বাড়ী যাইল।

দাদা।—(কমলকে)। এই যে কমল, আজ যে এ সময়? কমল।—এই রাম বললে যে চল দক্ষিণেশ্বরে যাই, তোমার অনেক দিন গান শুনিনি তাই আমায় নিয়ে এল। ইনি বেশ লোক, বাড়ীতে গৌর নিতাই মূর্ত্তি পুজো করেন। দাদা।—তোমরা মন্দিরে গিছিলে? কমল।—আজ্ঞে না, সোজা সুজি আপনার কাছেই এলুম। দাদা।—তা আগে এইখানেই একখানা বৌনি হয়ে যাক না। কমল।—কি গাইব বরং আপনি একটী গান। দাদা।—তুমি আগে ধর না। দাদা খাট হইতে নাবিয়া আসিয়া কমলের কাছে বসিলেন। ঘরে হরিবাবু (পর্ব্বত), মাখমবাবু ও চারুবাবু ছিলেন। কমল গাহিল—'চিন্তায় মম মানস হরি'। দাদা আঁখর দিয়া কমলের সহিত গাহিতে আরম্ভ করিলেন। দাদা।—(কমলকে)। হারমোনিয়ামটা বাজাও দেখি।

কমল বাজাইতে লাগিল—

গান ও নাচ দেখান

দাদা গান গাহিলেন—'কখন কি রঙ্গে থাক মা'। কমল সঙ্গে সঙ্গে গাহিল। দাদা গান ও নাচ করিয়া বলিলেন—ঠাকুর এমনি করে গাহিতেন ও হাত তালি দিয়ে কোমর বেকিয়ে বেকিয়ে নাচতেন আর পা ফেলে ফেলে তাল দিয়ে নাচতেন। আমি দেখলুম ঠাকুর যেন সেই রকম করে এখানে নাচছেন। দাদা পুনরায় গাহিলেন—'যতনে হৃদয়ে রেখ'। দাদা গাহিয়া বলিলেন—ঠাকুর এমনি করে গাহিতেন। দাদা।—আজকাল অনেকে ঠাকুরের গাওয়া গানগুলো অন্য সুরে গায় শুনে যেন খটমট আলুনি লাগে। দাদা আর একটী গাহিলেন—'ব্রজের মাখম চোর পরেছ কৌপিন ডোর'।

বুনি—(স্বগত)। এই গানটী বুঝি রামকে শুনাইতেছেন, কারণ আগে দাদার কাছে পরিচয় দেওয়া হয়েছে। রাম গৌর নিতাই ভক্ত।

দাদা।—(ভক্তদের)। কমল বেশ গাইছিল, আমি ধরে ভাব নষ্ট করে দিলুম। কমল।—না দাদা, আপনার গান বেশ লাগছিল, আপনার গানের কাছে কি আমার গান লাগে। হরিবাবু।—(দাদাকে) দাদা,আমি এইবার আসি আপনার অনুমতি হোক। মাখমবাবু।—(হরিবাবুকে)। একটু বসুন, কমলবাবুর গান শুনে যাব। দাদা।—হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমরা একটু বস না। দাদা।—(কমলকে)। তুমি এইবার গেয়ে "মধুরেন সমাপয়েৎ" কর। কমল গাহিল—'ত্বরিত বারিণী ওমা হররাণী ডাকিছে কাতরে এ দীন সন্তান'। (গীতি গুচ্ছ বইয়ে আছে)। দাদা স্থিরভাবে মাথা হেট করে শুনলেন। দাদা।—(কমলকে)। আজ বেশ আনন্দ হল, আজ বেশ ভাল দিন, মায়ের ইচ্ছা না থাকলে কি আর হয়। তুমি আগে ঠাকুর ঘরে ঠাকুরকে গান শুনিয়ে তারপর মন্দিরে শুনাইও। কমল।—যে আজ্ঞে। তারপর কমল মন্দিরে এসে তাই করিল ও রাত্রি ৮টার সময় বাড়ী যাত্রা করিল। পথে গানের বিষয় ভাবিতে ভাবিতে যাইল।

কমল—(স্বগত)—

"ন বিদ্যা সঙ্গীতা পরা" "গানাৎ পরতরো নহি"।

—অর্থাৎ গানের তুল্য বিদ্যা আর কিছুই নাই।

"World without music is nothing bud wilderness"

(*Shakespear*)

"Music is solace to the Heart! Are you down hearted? Are you in Grief! Do you want Recreation? Remember, music is the Panacea."

সঙ্গীত কি ?

আসল হচ্ছে গানে প্রাণ দিয়া ভাবটী ফোটাইতে হইবে। এক মন-প্রাণ হয়ে অতি ভাবের সহিত গাহিতে হইবে। মুদ্রাদোষগুলি একেবারে বর্জ্জন করিতে হইবে। যে সময়কার যে রাগ-রাগিণী সেই-মত গাওয়া উচিত। তা'হলে সঙ্গীতের ভাবের বেশ পুষ্টি হয়। কথিত আছে, তানসেন দীপক গাহিয়া অগ্নি আনেন ও তাঁহার কন্যা মেঘমল্লার গাহিয়া বৃষ্টি আনয়ন করেন। তাই ভাবি আজকালই বা কেন ঐরূপ হয় না, ইহার একমাত্র কারণ বোধ হয় সঙ্গীতে প্রাণ ও ভাব নাই।

স্বর শব্দই ব্রহ্ম। গানের অপূর্ব্ব শক্তি আছে। গানে ভগবান দর্শন হয়—রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত ও বহু সাধক ব্যক্তি অতি ভাবের সহিত গাহিয়া ভগবান দর্শন করিয়াছেন, অতি সত্য কথা।

যে গেয়েছে আকুল মনে, সেই মজেছে প্রাণে প্রাণে। যিনি পবিত্র সঙ্গীতে শুদ্ধ প্রেম, ভালবাসা ও আনন্দ লাভ করেন, তিনিই শয়নে স্বপনে, জীবনে মরণে, শান্তি পাইয়া ও প্রেমিক হইয়া, প্রেমানন্দ রসে সর্ব্বদাই মগ্ন হইয়া থাকেন। যে দিন গান করিবার সময় গানের ভাবটি প্রাণে অনুভব করা যায়, এবং ভাবের সহিত গাহিতে গাহিতে

যদি সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে, তবেই জানা যায় ঠিক সঙ্গীত গাওয়া হইয়াছে, নচেৎ নয়। যে সঙ্গীতে প্রাণ ও ভাব নাই, সে সঙ্গীত নয়, মৃতবৎ। নাম, যশ ও মুদ্রাদোষগুলির দিকে একেবারে নজর রাখা উচিৎ নয়। এই গুলিই যত নষ্টের গোড়া, সব দিকেই হানি করে। সঙ্গীতের রস-মাধুর্য্য আস্বাদন লাভে কণ্টক স্বরূপ।

আজকাল দেখা যায়, ছেলেমেয়েরা সর্ব্বদাই নানা প্রকার সঙ্গীতে মাতিয়া আছেন। শুদ্ধ সঙ্গীত হউক, আর যে রকম সঙ্গীতই হউক, তার মধ্যে ভাব ও প্রাণ আনিয়া সেই চির সুন্দরকে তারা লাভ করুন। ইহাই আমার ঐকান্তিক প্রার্থনা।

২১-১০-১৯৩১—৪ঠা কার্ত্তিক, বুধবার ৺বিজয়া দশমী ১৩৩৮ সাল। সন্ধ্যার সময় দাদা ও কমল দক্ষিণেশ্বরের লম্বা বারাণ্ডার নিচে চাতালে বসিলেন। দাদার সহিত কোলাকুলি হল, তিনি সিদ্ধি ও মিষ্টি হাতে দিলেন। দাদা বলিলেন—৺বিজয়ার দিনে ঠাকুর খুব খেউড় ঝুমুর গান করতেন।

ঠাকুর স্বামীজির জন্য উতলা

দাদা।—(কমলকে)। ঠাকুর স্বামীজির জন্য খুব উতলা হতেন দেখে আমি বলতুম—কেন আপনি তারজন্য এত উতলা হচ্ছেন? ঠাকুর শুনে বলতেন—"তোর ফ্যাবেণডো যেমন রসকে, (রসিকলাল সরকার ইনি মা কালীর ঘরে সমস্ত কাজের যোগাড় করে দিতেন—তার কামার-পুকুরে বাড়ী ছিল) নরেনের ফ্যারেণডো যেমন হাজরা,আমার ফ্যারেণডো তেমন নরেন হচ্ছে। নরেন বলে গেল বুধবার আসবে,কিন্তু ফিরে বুধবার এল সে এখনও এল না। তুই একবার গিয়ে খবর নিয়ে আয়, কেন সে

এল না, সে কেমন আছে। দাদা—ঠাকুর যখন দুপুরে খেয়ে শুতেন, আমি তাঁর পায়ে হাত বুলিয়ে দিতুম। তিনি বলতেন—"থাক ২ তুই এইবার একটু গড়িয়ে নিগে যা"। আমি মাদুর বালিশ নিয়ে একটু শুয়ে তারপর রসিকের কাছে দপ্তর খানার দিকে যে ছাতের উপর চিলের ছাত আছে সেখানে রসিক থাকত, গিয়ে গল্প করতুম। ঠাকুর ঘুম থেকে উঠে ডাকতেন—"ওরে রামলাল" ২। তিনি যদি সাড়া না পেতেন ত বলতেন—"ওরে রামলেলো শালা, শিগগীর আয় আমি বাহ্যে যাব"। আমি শুনে ছুটে আসতুম। ঠাকুর বললেন—"শালার এমন ভালবাসা যে রসকের কাছে যাবে, তা মাদুর বালিশটা তুলতে আর সময় পায়নি, ওমনি ছুট মেরেছে"। তারপর বললেন—"ওরে রামলাল দেখ, মাড়েয়ারি ভক্ত এসে আমায় বাদাম কিচমিচ সন্দেশ এসব খেতে দিয়ে গেছে। আমি এসব খাবনা, তোকে দিচ্ছি তুই নিয়ে নরেনকে দিয়ে আয়, আর তার খবরটা নিয়ে আয়।

দাদা—ঐসব জিনিষ ঠাকুর একটা পুটলি করে আমার হাতে দিলেন, আমি নিয়ে যাত্রা করলুম। বরাহনগরে তখন শেয়ারের গাড়ী ভাড়া পাওয়া যেত, কিন্তু আমি যখন গেলুম তখন কেউ যাত্রী নেই। এই দেখে আমি হেটেই স্বামীজির বাড়ী গিয়ে উপস্থিত হলুম। স্বামীজি আমায় দেখে বকুনি দিলেন—"কেন দাদা পয়সা কি ছিল না"? ইত্যাদি। আমি বললুম—এই দেখ পয়সা ত রয়েছে, কিন্তু গাড়ী ছাড়তে দেরী দেখে হেটে এলুম। স্বামীজি আমার পা ধুয়ে দিলেন ও হাওয়া করলেন। আমি স্বামীজিকে বললুম—তুমি যে ঠাকুরকে বলে এলে বুধবার যাবে, কত বুধবার চলে গেল তবুও তোমার দেখা নেই। তাই তিনি ভাবছেন আর আমার হাতে এগুলো দিয়ে তোমার খবর নিতে পাঠিয়ে দিলেন। স্বামীজি বললেন—'হাঁ দাদা, যাব বলে ঠিক করি কিন্তু সংসারের কাজে যাওয়া হয়ে উঠে না। চল তোমার

সঙ্গে আজিই যাব'। স্বামীজি বেশ বাবু সেজে টেরি কেঠে ফিট-ফাট হয়ে, আমার সঙ্গে মন্দিরে এলেন। স্বামীজি ঠাকুরকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলেন. ঠাকুর স্বামীজির কপালের ধুলোগুলো পুছে দিলেন। আর মাথার টেরি দেখে উস্কমুস্ক করে বললেন—"তোর আবার এসব কেন। তুই আজ থাকবি ত"। স্বামীজি বললেন—'আজ্ঞে হাঁ থাকবো'। ঠাকুর বললেন—"ওরে রামলাল আজ ভাল করে খাওয়ার বন্দোবস্ত করিস"।

বুনি—(স্বগত)। ঠাকুর স্বামীজির জন্যে এত করতেন কেন? তিনি কি বুঝিয়া ছিলেন যে স্বামীজির যত লক্ষণ সব ভাল ২ আছে তা কারুর সঙ্গে মিল হইবে না বা স্বামীজির ঘর আলাদা; "স্বামীজির জীবনের ঘটনাবলী" প্রথম ভাগ—শ্রীমহেন্দ্র নাথ দত্ত. (স্বামীজির মধ্যম ভ্রাতা) লিখিত পৃষ্ঠা—২৭৯-২৮২ পড়লে লক্ষণ বিষয় কিছু জানা যায়।

লক্ষণ বিষয় বর্ণনা

স্বামীজির পায়ে—যব ধান ইত্যাদি চারিটী চিহ্ন ছিল। স্বামীজির পা ছিল—নাতিহ্রস্ব নাতিদীর্ঘ এবং জোড়া পা খড়ম পা কিঞ্চিৎ পূন্য ভাব ছিল। মোট কথা অল্প পরিমানে হাতী পা, অল্প পরিমানে জোড়া পা মিশ্রিত ছিল।

পায়ের তলা অনেক প্রকার হয়—রাখাল মহারাজের হাতী পা চেপটা অর্থাৎ পায়ের তলার অধিকাংশ মাটির সহিত সংলগ্ন থাকিত। কাহার ২ পা ঘোড়া পা বা খড়ম পা হয়, অর্থাৎ মাটিতে পায়ের মধ্যস্থান সংলগ্ন হয় না, শুধু একদিকের ধারটা উপর নীচু মাটি পর্শ করে।

স্বামীজির আঙ্গুল ছিল—চাঁপার কলির মত, মেয়েদের মত নহে—অর্থাৎ আঙ্গুলি গোড়া থেকে আসিয়া ডগার দিকে একটু ক্ষীণ হইয়াছে। নখ থ্যাবড়া বা ফ্যাটকা নহে—Tapering finger কহে। এই রকম

আঙ্গুলি হইলে সে দ্বিবা শূন্য নিশ্চয়াত্মিকা হয়—অর্থাৎ মনের ভাব চোস্ত কাঠা গোড়া হয়।

স্বামীজির নখ ছিল—ঈষৎ রক্তাবর্ণাভা বা জৌলুসযুক্ত এবং নখের মাথাটী অর্দ্ধ চন্দ্রাকার ছিল। সংস্কৃতের এইরূপ নখকে নখমনি বলিয়াছে।

স্বামীজির পদবিক্ষেপ অতি দ্রুতও ছিলনা অতি শ্লথও ছিলনা যেন গম্ভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া বিজয়াকাঙ্খায় অতি দৃঢ় সুনিশ্চিত ভাবে ভূপৃষ্ঠে পদবিক্ষেপ করিয়া চলিতেন। (বুদ্ধদেবে পদ বিক্ষেপের বহু প্রকার বর্ণনা আছে)—শশবৎ, ভেকবৎ, করিবৎ, সিংহবৎ ইত্যাদি। স্বামীজির সব সময়ে বিজয়লাভের সূচনা স্বরূপ ছিল।

স্বামীজির কোন সময়ে হর্ষিত হইলে বা বক্তৃতা দিবার কালে, তিনি ডান হাতের আঙ্গুলি প্রথমে সংযত করিয়া হঠাৎ ছড়াইযা ফেলিতেন। এবং তাঁর মনে যেমন যেমন ভাব উঠিত। আঙ্গুলি সঞ্চালন ও সেইরূপ হইত। ডান হাতের পর বাম হাত ঠিক এইরূপ ভাবেই দেখাইতেন। তিনি একটু বিশেষ উত্তেজিত হইলে, উভয় হস্ত ও আঙ্গুলিতে ভাব প্রকাশ করিতেন।

স্বামীজির মনে যেরূপ ভাব উঠিত, তাহা অর্দ্ধেক মুখদিয়া ও অপর অর্দ্ধাংশ হস্ত অঙ্গুলি ও মুখ ভঙ্গি দিয়া প্রকাশ করিতেন। এইজন্যে আমেরিকানরা বলিত—He is on orator by divosion sight অর্থাৎ ঈশ্বরদত্ত বাগ্মীশক্তি তাহার আছে। তাঁহার হস্ত পদ সঞ্চালন অতি গম্ভীর ভাব প্রকাশ করিত এবং প্রত্যেক জিনিষটীই দৃঢ়তা ও গাম্ভীর্য্য ভাবে প্রস্ফুটিত হইত।

স্বামীজির সত্য রক্ষা

দাদা।—(ভক্তদের)। স্বামীজি ঠাকুরকে বলে গেলেন, বুধবার আসব। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—"কখন আসবি"? স্বামীজি বললেন—'বেলা

৩টার সময়'। দাদা—তারপর স্বামীজি বুধবার দিন বেলা ২টার সময় এসে সদর ফটকের বাহিরে দাঁড়িয়ে আছেন। কারণ তিনি ঠাকুরকে বলে গিয়েছিলেন ৩ টায় আসব, কিন্তু ২ টার সময় এসেছেন, এখনও ৩ টে বাজেনি। যদি ২টার সময় ঠাকুরের কাছে যান তা মিথ্যা কথা হয়ে যায়।

ঠাকুর ঘরে ভক্তদের সহিত কথা কইছিলেন, এমন সময় তাদের বসতে বলে,চটিজুতো পায়ে দিয়ে হন হন করে, সদর ফটকের দিকে গেলেন। তিনি গিয়ে দেখেন, স্বামীজি দাঁড়িয়ে রয়েছেন। ঠাকুর স্বামীজি কে বললেন—"কিরে নরেন যে কখন এলি, আর এমন করে বাহিরে দাঁড়িয়ে কেনরে? কি হয়েছে? স্বামীজি বললেন—'আমি বলেছিলুম আপনার কাছে ৩টার সময় আসব, কিন্তু বাড়ী হতে সকাল সকাল বেরিয়ে পড়েছি এসে দেখি এখন দুটো বেজেছে। তাই আমি আপনার কাছে না গিয়ে সত্য রক্ষার জন্য দাঁড়িয়ে আছি ৩টে বাজলে যাব। ঠাকুর শুনে বললেন—"ও সে জন্যে দাঁড়িয়ে,তা বেশ"। দাদা—ঠাকুর ও স্বামীজি পরস্পর কথাবার্ত্তা কইতে লাগলেন, যখন ঠিক ৩ টে বাজল, তখন ঠাকুর স্বামীজিকে নিয়ে ঘরে এলেন।

১-১০-১৯৩০—১৪ই আশ্বিন, বুধবার ৺দুর্গানবমী ১৩৩৭ সাল। কমল সকালে মন্দির হইয়া দাদার বাড়ী গেল। দাদা ৺পুরীর গল্প বলিতে বলিতে পা দুটী ছড়াইয়াদিলেন, কমল টিপিতে আরম্ভ করিল। কমল দাদাকে মহাপুরুষের পদছাপের বৃত্তান্ত সব জানাইল।

১৬-৯-১৯৩০—মঙ্গলবার অষ্টমী ১৩৩৭ সাল। আমি বেলুড় মঠে গিয়ে শিবানন্দমহারাজের (মহাপুরুষজী) পায়ের ছাপ নিতে গিয়েছিলুম। আমি যেই ছাপ নিতে যাচ্ছিলুম তিনি বললেন—'বেরো

শালা পায়ের ছাপ নেবে, আমি কি মরতে যাচ্ছি, তাই ছাপ নিবি? ওসব মরবার সময় নেয়, আভি নিকালো শালা, দূরহ শালা। মাষ্টার মহাশয়ের কাছে গিয়ে নিগে যানা, তাঁর নিয়েছিস'? আমি বললুম—আজ্ঞে না। তিনি বললেন—'তবে ত শালা আরও নাস্তিক'। (রাঁচির জিতেনমহারাজকে দেখে) দেখ দিকিনি এ শালা বলেকি, একে চেন'? জিতেনমহারজ।—হ্যাঁ, অনেকবার দেখেছি। মহাপুরুষজী।—'কোথায়'? জিতেনমহারাজ—এখানে মঠে। মহাপুরুষজী—'এ মাষ্টারমহাশয়ের খুব প্রিয়,শুধু তাই নয় সকলের প্রিয়,বেশ গান করতে পারে,ওর গান শুনেছ'? জিতেনমহারাজ।—হ্যাঁ, মঠে অনেকবার শুনেছি। তারপর আমি তাঁকে বললুম, গত রবিবার দিন সকালে রেডিওতে "সুন্দর তোমার নাম" গানটী গেয়েছিলুম। তিনি শুনে বললেন—'বটে, আর ওটা গাসনি—"আর জাগামনে মা জয়া"? আমি বললুম—আজ্ঞে না।

দাদা শুনিয়া বলিলেন—

খড়ম পুজায় নিষেধ

দাদা।—ঠাকুর যখন কাশিপুরের বাগান বাড়ীতে ছিলেন, একদিন আমি তাঁর খড়মে ফুল চন্দন দিয়ে পুজো করেছিলুম। ঠাকুর শুনে আমায় বলেছিলেন—"সেকিরে ওসব এখন কোরিস্‌নি, শরীর যখন চলে যাবে তখন করিস"। দাদা—আমি বললুম—আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার বড়ই অন্যায় হয়েছে আপনাকে না জিজ্ঞাসা করে এমন কাজ করেছি, কাজটী ছেলে মানুষটী হয়েছে। তারপর দাদা কমলকে জগন্নাথের প্রসঙ্গ দিলেন কমল পেয়ে চলে আসে।

১-১-১৯৩০ – ১৭ই পৌষ, বুধবার দ্বিতীয়া ১৩৩৬ সাল। কমল ও হিমাংশু (সুনে) সন্ধ্যার পূর্ব্বে বেহুড় মঠ হইতে কুটিঘাট আসিয়া তথা

হইতে হাটিয়া দাদার বাড়ী গেল। দাদা উপরের ঘরে ছিলেন, তিনি কমলকে তাঁর পায়ে মোজা পরাইয়া দিতে বলিলেন। কমল পরাইয়া পা টিপিয়া দিল। কমল।—(দাদাকে)। ঠাকুরের কল্পতরুর বিষয়টা একটু দয়া করে বলুন না। দাদা।—আজ সকালে একজনকে বলেছিলুম তা ফের শুনবে? আচ্ছা শোন—

ঠাকুরের কল্পতরু হওয়া

একদিন 1st Januaryতে কাশিপুর বাগানবাড়ীতে ঠাকুর সন্ধ্যার পূর্ব্বে আমায় বললেন—"দেখ রামলাল,আজ ভাল আছি বলে মনে হচ্ছে, তা চল একটু নিচে বেড়িয়ে আসি"। দাদা—আমি বললুম—আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনি ত ভালই আছেন চলুন যাই। ঠাকুর একটা কান টোপা টুপি পরলেন, হাতে একটা ছড়ি নিলেন। আমি তাড়াতাড়ি গায়ে একটা চাদর দিয়ে হাতে গামছা গাড়ু আছে, ঠাকুরকে উপর থেকে ধরে নিচে নিয়ে এলুম। ঠাকুর কয়েক বার বেড়াতে বেড়াতে পাইচালি করে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন। তারপর ভক্তেরা যে যেখানে ছিল সকলে এসে, কেউ পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগল, কেউ স্তব—কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর কাকেও ডেকে আশির্ব্বাদ করলেন, কাকেও বুকে হাত দিলেন। আবার কাকেও বললেন—"তোমার দেরি আছে"। তারপর বললেন, "তোমাদের আর কি বলব তোমাদের চৈতন্য হউক"। আমি ভাই ঠাকুরের পিছনে দাঁড়িয়ে ভাবছি, যে সকলের ত এক রকম হল, আমার কি গাড়ু গামছা বয়া সার হল। এইকথা যেমন মনে হওয়া তিনি অমনি পিছন ফিরে বললেন, "কিরে রামলাল এত ভাবছিস কেন? আয় আয়"। এই বলে আমায় সামনে দাঁড়করালেন গায়ের চাদর খুলে দিলেন। বুকে হাত বুলিয়ে দিলেন আর বললেন—"দেখ দিকিনি এইবার"। দাদা—আহা, সে যে কিরূপ, কি আলো জ্যোতিঃ সে আর

কি বলব। দাদা এইকথা বলতে বলতে দুই চক্ষের জলে বদন ভাসিয়ে দিলেন। এই দেখ আমরা বললুম থাক দাদা, আর বলতে হবে না।

দাদা পুনরায় আর একটী ঘটনা বলিলেন।

হাত পা জ্বলে গেলরে

দাদা।—ঠাকুরের অসুখের সময় কাশিপুর বাগানে, নিরঞ্জন মহারাজ সিঁড়িতে পাহারা দিতেন, যেন উপরে কেউ না যায়। কিন্তু ঠাকুরের আদেশ ছিল, যখন রামলাল আসবে, তাকে আস্‌তে দিও। একদিন আমি তাঁর কাছে গেলুম, তিনি হঠাৎ উঠে আমায় বল্‌লেন—"ওরে রামলাল, হাত পা জ্বলে গেল রে, গঙ্গাজল আন, শিগ্‌গীর আন" বলে ছট্‌ফট্‌ করছেন। আমি বললুম কি হয়েছে? তিনি বললেন,—"দেখনা আমি এসেছিলুম গোপনে, দু'চারজন অন্তরঙ্গ নিয়ে, আর রাম (৺ রামচন্দ্র দত্ত) এসে কেবল প্রচার করছে। যাকে তাকে নিয়ে এসে বলে—একে ছুয়ে দিন, ভাল করে দিন—কত লোকের ভার আর নোব। এই সব নিয়ে ত আমার এই হ'ল, আমি আর থাকবোনি, জানিস্‌"। আমি শুনে বললুম—না না, আর আপনার কাছে কেউ আসবে না,—ছোবে না, এই সব বলে তবে ঠাকুরকে শান্ত করি। তারপর গঙ্গাজল এনে তাঁর হাত পা বেশ করে ধুয়ে দিলুম তবে থামেন।

দাদা।—কি জান ভাই, তিনি করুণাময়, পতিতপাবন, ঠাকুরের পবিত্র হৃদয়! কত লোকে তাঁর চরণ স্পর্শ করে, কত কি আকাঙ্ক্ষা করেছে। আবার তাঁকে কত লোকে কত কি বলেছে, এই সব ভার ঠাকুর তখন নিয়েছিলেন। তাঁর গলা হতে রক্ত পড়ছে দেখে, ডাক্তার কথা কইতে বারণ করে গেল, কিন্তু ঠাকুর ভক্তের হিতের জন্য বরাবর কথা কয়ে এসেছেন।

(কমল ও হিমাংশু এই সব শুনিয়া তারপর কলিকাতায় রওনা হইল)।

স্বামীজি, দাদার পদ সেবা করা

প্রবোধ।—(দাদাকে)। আপনি কি স্বামীজির মৃত্যুর সময় ছিলেন, তাঁর নাক দিয়ে নাকি রক্ত পড়েছিল? দাদা।—না, সে সময়ে ছিলুম না, তবে মৃত্যুর সংবাদ পেয়েছিলুম, তার নাক দিয়ে রক্ত পড়েছে কিনা, তাত মনে হচ্ছে না। আমি স্বামীজির মৃত্যুর ৪।৫ দিন আগে একদিন নৌকা করে মঠে যাই। সেদিন নৌকা প্রায় ডুবু ডুবু হয়েছিল, আমার গায়ে জল লেগে সমস্ত জামা কাপড় ভিজে গিছ্‌ল। সেই অবস্থায় মঠে গিয়ে হাজির হয়ে দেখি, স্বামীজি আমগাছের তলায় চেয়ারে বসে, আর ভক্তরা মেজে বসে কথা শুন্‌ছে। স্বামীজি আমায় দেখে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলেন, আর বললেন—"গুরুবৎ গুরুপুত্রেষু গুরুবৎ তৎসুতেষু"। ভক্তগণকে বল্‌লেন—নে নে, সকলে প্রণাম কর। আমি বলে উঠলুম, 'আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়'। তারপর কথাবার্ত্তার পর স্বামীজির সঙ্গে উপরে গেলুম, তিনি ভক্তদের বল্‌লেন—'ওরে দাদাকে কাপড় জামা এনে দে, দাদা তুমি শিগগীর ভিজে কাপড় জামাগুলো খুলে ফেল'। স্বামীজি ভক্তদের বললেন—'ওরে দাদার বিছানা করে দে, কই বিছানা হয়েছে'? ভক্তরা বললেন—হ্যাঁ, হয়েছে। স্বামীজি বললেন—'কই কোথায় হয়েছে'? ভক্তরা—এই ঘরে হয়েছে। স্বামীজি আমায় বললেন—'আচ্ছা দাদা, তুমি আমার সঙ্গে ঘরে এস'। এই বলে তিনি আমার হাত ধরে তাঁর ঘরে নিয়ে গিয়ে স্প্রীং খাটের বিছানাতে বসালেন। আমি আপত্তি করতে লাগলুম—না না, এ কি হয়, ঐ ঘরে বিছানা ত হয়েছে সেই ঘরে যাই। স্বামীজি—'না না, এই খাটে একবার শোও'। আমি শুতে নারাজ দেখে তিনি আমার বাহু ধরে শুয়াইয়া দিলেন। আমি বললুম,—দাদা কি কর কি কর? স্বামীজি মেজে বসে আমার পা টিপতে সুরু করলেন। এই দেখে আমি চেঁচিয়ে উঠলুম, আর

স্বামীজি ধমকে বললেন—'চুপ কর, চেঁচালে মারবো, মুখ বুজে থাক বলছি। কিছু দোষ হবে না; ভয় কি দাদা, তুমি আমার জন্য কত করেছ, বিছানা করা, মশারী তোলা, তামাক দেওয়া, পাইখানা যাবার জন্য গাড়ুতে জল পর্য্যন্ত দিয়েছ। তোমার ঋণ কি শোধ করতে পারবো? তা, কখনও পারবো না বলে মনে হয়'। এই সব কথা তিনি দুঃখ করে আমায় বললেন।

স্বামীজি, ফুল নিয়ে সমাধি

দাদা।—(প্রবোধকে)। আর একদিন শুনলুম, স্বামীজি মতি শিলের ঝিলে (১নং কুটি এখন যেটা Electric ঘর হয়েছে) বক্তৃতা দিতে গেছেন। হাজরা আমায় বললে, দাদা চলনা একবার স্বামীজিকে দেখে আসি। আমি বললুম, বেশ ত চলনা, তা কি নিয়ে যাই, তাঁকে কত লোকে কত কি নিয়ে দেখতে যাচ্ছে আর আমরা খালি হাতে যাব? হাজরা বললে, আমাদের আর কি আছে, পয়সা টয়সা নেই কি করি? আমি বল্লুম, আচ্ছা বেশ, এই বাগান থেকে বেচে বেচে কিছু ভাল ফুল নিয়ে যাই চল। এই বলে দু'জনে কাপড়ের খোটে কিছু ফুল নিয়ে যাত্রা করলুম। সেখানে গিয়ে দেখি, স্বামীজি বাগানের মধ্যে চেয়ারে বসে, আর নিচে শিষ্যরা ও বহু সাহেব মেম ছিল, তিনি তাদের সঙ্গে কথা কইছেন। আমাদের দূর থেকে দেখে তিনি শিষ্যদের বসতে বলে উঠে এসে আমায় ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলেন। আর হাজরাকে দেখে বললেন—'কি, ফ্যারেণডো (friend, ঠাকুর যেমন বলিতেন) যে'।

দাদা।—এই সব দেখে শুনে, সাহেব মেম ও ভক্তরা অবাক হল। আমি স্বামীজিকে জিজ্ঞাসা করলুম—কেমন আছেন, আপনার বক্তৃতায় বাধা দিলুম নাত, এই সব বলছি। স্বামীজি বলে উঠলেন—'সে কি দাদা, আপনি আমায় ছেন ছেন ন—দিয়ে কথা বলছেন কেন'? স্বামীজিকে

বললুম—না ভাই, তুমি বিলেত ফেরৎ এসেছ কিনা, তাই সম্মানের জন্য তোমায় আপনি আপনি করে কথা কইছি। স্বামীজি বল্লেন,—'না না, আপনি আমার সেই রামলালদাদা, আর আমি সেই নরেন দত্ত—নগণ্য ছোড়া। এই কথা বলতে বলতে আমায় টেনে ডানদিকে গলা জড়িয়ে ধরলেন'। আর বাঁদিকে হাজরা মশাইকে নিয়ে কথা কইতে কইতে গঙ্গার ধারে গেলেন। স্বামীজিকে বললুম, দাদা,—তোমার জন্য আর কি আনব, কত লোকে তোমায় ভাল ভাল জিনিষ নিয়ে দেখতে আসছে। আমরা এই দক্ষিণেশ্বর হতে ফুল নিয়ে দেখতে এলুম, এই নাও গ্রহণ কর। স্বামীজি ফুলগুলি নিয়ে মাথায় ও বুকে দিয়ে সমাধিস্থ হয়ে প্রায় আধ ঘণ্টা ছিলেন। পরে বললেন—'দাদা, তুমি আজ এ কি জিনিষ এনেছ, ওর কাছে কি আর বহু মূল্যের দ্রব্য খাটে, আজকে মায়ের আশীর্ব্বাদ ফল পেলুম'।

স্বামীজির কল্পনা

দাদা।—তারপর স্বামীজি বলতে লাগলেন—'দাদা, মনে অনেকগুলি সাধ আছে। ইচ্ছে আছে, ঠাকুরের দেশে গিয়ে আগে একটা ঠাকুরের জন্য মস্ত বড় মন্দির করাবো। আর আপনার জন্য একটা ব্যবস্থা করে দোব, তাথেকে প্রচুর আয় হবে, তাতে আপনাদের সংসার সাচ্ছল্য ভাবে চলে যাবে। তারপর একটা মস্ত বড় পুকুর হবে, বেশ উঁচু পাচিল দেওয়া থাকবে, সেই পুকুরের জল কেবল ঠাকুর সেবার জন্য ব্যবহার হবে। কেউ তাতে স্নান করতে পারবে না, চাবি দেওয়া থাকবে; ঠাকুরের কাজের জন্য খুলে জল আনবে। তারপর বাগানে নানাপ্রকার ফল ফুলের গাছ থাকবে, এই সব করবার ভারি ইচ্ছে আছে'। এই সব স্বামীজির কল্পনা ছিল, কিন্তু ভক্তরা তাঁকে বললেন, যে আমরা ভাড়া বাড়ীতে রয়েছি, আপনি আগে মঠ প্রতিষ্ঠা

করুন, তারপর ওসব হবে। এই সব নানা লোকে বলতে স্বামীজি তাই আগেই মঠ করলেন। (এই কথাগুলি দাদা ৭-৬-১৯৩১ 'ঠাকুরের সাধনার' কথার পর বলেন)।

১৬-১১-১৯৩১—৩০শে কার্ত্তিক, সোমবার সপ্তমী ১৩৩৮ সাল। সন্ধ্যার সময় দাদা, কমল ও একটী ভক্ত দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর ঘরের সামনে লম্বা বারণ্ডায় বসিলেন।

মা কালীর আহার ও বিশ্রাম

দাদা।—(ভক্তগণকে)। ঠাকুর বল্‌তেন,—"রাণী রাসমণি মার অষ্ট সখীর মধ্যে এক সখী ছিলেন। এই দেবালয় তিনি প্রতিষ্ঠা করান, মা থাকবেন বলে। মার এই স্থান হচ্ছে অন্দর মহল, আর কালীঘাট মায়ের সদর কাছারী। মা ভোরবেলায় মাখম মিছিরী খেয়ে কালীঘাটে যান, ভক্তের বাসনা পূর্ণ করতে। কত লোকে এসে নানান কামনা করে, মা সেই সব শুনতে দেখতে যান। আর রাত্রি ৯টার সময় মা এসে, মন্দিরের চূড়োতে বসে হাওয়া খান ও গঙ্গা দর্শন করেন"।

কমল।—(দাদাকে)। মা কালী কোন চূঁড়োটীতে বসেন? দাদা—সর্ব্বউপরে যে মস্তবড় চূঁড়ো আছে তার উপরে বসেন।

২৮-১০-১৯৩১—১১ই কার্ত্তিক, বুধবার দ্বিতীয়া ১৩৩৮ সাল। কমল বিকালে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর ঘরে গান করিতেছিল। এমন সময়ে দাদা এলেন, দাদাও কয়েকটী গান গাহিলেন। তারপর দাদা বলিলেন—

খৃষ্টানি মত ও পাপবাদ

ঠাকুর একদিন বল্‌লেন "ওরে রামলাল, আলমবাজার থেকে মিঠেকড়া তামুক জোয়ান, কাবাবচিনি এ সব কিনে আনদিকিনি"। আমি আনতে গিয়ে পথে দেখি, একজন খৃষ্টান বক্তৃতা দিচ্ছে, পাপের বিষয় বলছে। আবার "মথি লিখিত সুসমাচার" নামে বই বিলি করছেন। এই দেখে, আমিও একটা বই নিলুম। ঠাকুরের কাছে আসতে তিনি দেখে বললেন, "ওটা কি বইরে ? একটু পড়না শুনি"। আমি শোনাতে লাগলুম, ঠাকুর শুনে বললেন,"থাক থাক,দূর কর দূর কর, কেবল পাপ, কেবল পাপ—এই সব কথা লেখা। ওটা বলতো—"যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধিঃ ভবতি তাদৃশী"। আবার বললেন—"যিনি মহারাজা এ বিশ্ব যাঁর প্রজা, জাননা রে মন আমি পুত্র তাঁর"।

১৬-১০-১৯৩১—২৯শে আষাঢ়, শুক্রবার ১৩৩৮ সাল। সন্ধ্যার সময় দাদা, কমল ও একটী ভক্ত দক্ষিণেশ্বরে লম্বা বারাণ্ডায় বসিলেন।

শনির দৃষ্টি

দাদা—। (ভক্তকে)। ঈশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের বাঁকুড়ায় বাড়ী ছিল, তিনি মা কালীর ভোগ রান্না করতেন। মাঠাকুরণ তাকে ধর্ম্মবাপ বলে ডাকতেন, আমি তাকে ঠাকুরদা বলে ডাকতুম ও তার সঙ্গে রঙ্গরস করতুম। ঠাকুর তাকে মধ্যে মধ্যে বলতেন—"প্রত্যেক শনি ও মঙ্গলবারে বেগুন পোড়া কি আলু পোড়া করে দিতে। ঐগুলি খেলে শনির দৃষ্টি কেটে যায়"। ঠাকুর আবার বলতেন—কলায়ের ডালে বেশ হিং দিয়ে রাধতে, ভাল ভাল জিনিষ করে মাঠাকুরণকে

খাওয়াতে বলতেন। তারপর দাদা গাহিলেন—"ওমা গাতোল গাতোল"। দাদা।—(কমলকে)। সেই গানটা একবার গাওনা—'কি দেখলাম চাচ্চা'।

কুকুর কাপ্তেন

দাদা।—(কমলকে)। ঠাকুর বলতেন—"এখানকার কুকুর বেড়াল পর্য্যন্ত ধন্য হয়ে গেল। দ্যাখনা মায়ের প্রসাদ খাচ্ছে, গঙ্গা দর্শন করছে, গঙ্গা জল খাচ্ছে, মন্দিরের চারিদিকে যাওয়া আসা করছে।" একটা কুকুর ছিল ঠাকুর তাকে কাপ্তেন কাপ্তেন করে ডাকতেন। সে প্রায়ই মার মন্দিরের সামনে চাতালে বসে থাকতো। ঠাকুর কাপ্তেনকে ডাকলেই সে এসে ঠাকুরের পায়ে গড়াগড়ি দিত, ঠাকুর তাকে লুচি সন্দেশ খেতে দিতেন। ঠাকুর বলতেন, "দেখ, এত যে কুকুর রয়েছে, কই কেউ ত মায়ের সামনে বসে না। গঙ্গার ধাপে বসতে, গঙ্গাজল খেতে এর মত কই কাকেও ত দেখিনি। এ কাপ্তেনটা শাপভ্রষ্ট হয়ে জন্মেছে, ওর পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার যা ছিল, তাই এখানে এসে করছে, ধন্য হয়ে গেল"।

ক্যাম খাটের বিষয়

কমল।—(দাদাকে)। ৺বলরাম বাবুর বাড়ীতে যে খাট গিয়েছিল শুনেছি সেটার বিষয় একটু বলুন না। দাদা।—দক্ষিণেশ্বরে একটা ক্যাম-বিসের খাট ছিল, সেটায় ঠাকুর স্বামীজি ও মহারাজ মধ্যে মধ্যে শুতেন। বলরাম বাবুর বাড়ীতে ঠাকুর থাকবার সময় একদিন খাটটা নৌকাযোগে পাঠিয়ে দি। তারপর আমি সেখানে যেতে তিনি বললেন—"হ্যাঁরে

রামলাল, তুই এটা পাঠিয়ে দিলি কেন? আজ যে অশ্লেষা মঘা"। আমি বললুম—আমি ত তা জানি না, বা পাঁজি খুলে দেখিনি। ঠাকুর বললেন—"হ্যাঁ, শুনছি যে আজ ভালদিন নয়, যাইহোক তুই এটাকে এখানে রাখিসনি, পাঠিয়ে দে"।

ঠাকুরের দক্ষিণেশ্বর গ্রাম ভ্রমণ

দাদা।—(কমলকে)। চল তোমায় একটু বেড়িয়ে নিয়ে আসি, ঠাকুর যে সব জায়গায় যেতেন। কমল দাদার সহিত গেল। দাদা।—এই দেখ নবীন নিয়োগীর বাড়ী ঠাকুর ও আমি এসে নীলকণ্ঠের যাত্রা শুনেছি। এই মোড়লদের বাড়ী, ঠাকুর এসে "ঝুমুর-গান" শুনেছিলেন। এই নবকুমার চাটুজ্যের বাড়ী, ঠাকুরকে এরা প্রায়ই নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতেন। ঠাকুর বহুবার এসে খেয়েছেন।

আর বলতেন, "আহা! কি রান্না! প্রত্যেক জিনিষগুলি যেন ওজন-করে রেখেছে"। দাদা—বাস্তবিক অতি চমৎকার জিনিষ হত, নবকুমার বাবু প্রায়ই ঠাকুরের কাছে আসতেন। নবকুমার বাবু আর ঈশান মুখোজ্যে, এই দুই জনকে দেখেছিলুম ব্রহ্মণের মধ্যে নিষ্ঠাবান ও ভক্তিমান্।

২৪-৯-১৯৩১—৭ইআশ্বিন, বৃহস্পতিবার ত্রয়োদশী, ১৩৩৮ সাল। কমল সকালে দাদার বাড়ী গিয়ে দেখে, দাদা ৺দাশরথি রায়ের পাঁচালী পড়িতেছেন। দাদা কমলকে রাধিকার কলঙ্ক ভঞ্জন পড়িয়া শুনাইলেন।

শিবু আচার্য্যের পাঁচালী শোনা ও তর্ক করা

দাদা।—(কমলকে)। আলমবাজারে শিব আচার্য্যের পাঁচালী শুনতে গিছলুম, তিনি অতি চমৎকার করতেন। একতাড়া কলার ঝাড় ও ৫০ টাকার নোট ঝুলান থাকত। যে ভাল করতে পারবে সে ৫০ টাকা

পাবে, আর যে মন্দ করবে সে ঐ কলার ঝাড় পাবে। একদিন শিব আচার্য্যের পাঁচালী গান শুনে এসে ঠাকুরকে জানালুম, যে একটা গান শুনে এলুম, "এমন অমূল্য ও শ্রীরামনাম কে শুনালে আমার কর্ণে।" ঠাকুর শুনে বললেন,—'বটে, আমি শুনতে পেলুমনি'। তারপর একদিন শিব আচার্য্যি মায়ের মন্দিরে এল মাকে দর্শন করতে, আমি তাকে বললুম, চলুন না ঐ ঘরে পরমহংসমহাশয় আছেন, দেখতে। তিনি বললেন,—হ্যাঁ তাঁর নাম শুনেছি বটে, চলুন। তিনি ঠাকুরের ঘরে এলেন, ঠাকুর তাকে বললেন—"তোমার গান রামলাল শুনে এসে আমায় বললে, আহা! কি গান, একবার ঐটে গাওনা শুনি।" তিনি গাহিলেন, ঠাকুর শুনে দুচক্ষের জলে ভেসে গেলেন ও সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন। আমায় বললেন, গানটা লিখে নিতে। তারপর শিবু আচার্য্যিকে বললেন—"আহা তুমি কত লোককে গান শুনাচ্ছ, ৪।৫ ঘণ্টা একভাবে গাইছ, তোমার গলা খারাপ হয় না, একি কম কথা। যার দ্বারা দশজন আনন্দ পায় এবং যার আকর্ষণ শক্তি বেশী, তার হৃদয়ে যেন ঈশ্বরের শক্তি বিরাজ করছে"। শিবু আচার্য্যি পরে একদিন ঠাকুরের ঘরে পাঁচালীর গান শোনায়। তিনি ঠাকুরকে বলেন, মহাশয় একবার আমাদের শ্বশুরবাড়ী ও পারে ভদ্রকালীতে যদি দয়া করে পায়ের ধুলা দেন ত বড় ভাল হয়। ঠাকুর বললেন—"বেশ ত হবে এখন"।

একদিন শিবু আচার্য্যি ৪ খানি নৌকা নিয়ে হাজির, একটী নৌকায় ঠাকুর আমি রাখালমহারাজ, স্বামীজি, আর অন্যতে অক্ষয় মাষ্টার, মহিম চক্রবর্ত্তী, মষ্টারমহাশয় এরা সব ছিলেন। সে খুব ধুমধাম করে যাওয়া হয়েছিল, নৌকায় পতাকা টাঙ্গান হয়েছিল। শিঙ্গে, খোল করতাল, বাজায়ে হরিনাম করতে করতে যাত্রা করা হয়েছিল। পারে, বড় ধামি দুধামি বাতাসা ও ফুলের মালা নিয়ে সব দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

ঠাকুরের গলায়ে মালা দেওয়া হল, বাতাসা গুলি হরিবোল হরিবোল বলে ছড়ান হল, ঠাকুর দেখে শুনে সমাধিস্থ হয়ে, টলমল টলমল করতে তথায় গেলেন। সেখানে কীর্ত্তন চলছে এদিকে সব পণ্ডিতেরা ন্যায়শাস্ত্র আলোচনা করছেন—সে মহাধুম ধাম লেগেছে।

ব্রহ্মব্রত সামাধ্যায় নামে একজন পণ্ডিত খুব তর্ক করছিল। যে যা বলে, তিনি সব কেটে দেন। ঠাকুর অনেকক্ষণ ধরে তাঁর বক্তৃতা শুনছিলেন। তারপর আমায় বললেন, "চল ত' রে একবার প্রসাব যাব"। আমি ঠাকুরকে নিয়ে বাহিরে এলুম, তিনি একটু বসে হঠাৎ দাঁড়িয়ে বললেন, "মা, শালা ভারি তর্ক করছে। সব কেটে দিচ্ছে কিছু মানতে চায় না' হ্যাঁ পণ্ডিত বটে, কিন্তু শুক্‌নো"। তারপর ঠাকুর তাড়াতাড়ি এসে তাঁর কাছে গিয়ে খপ করে ডান পায়ের হাঁটু ধরে (কমলের হাঁটু ধরে দেখাইয়া) তাকে বললেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ, কি বলছিলে বলত বলত"? তিনি শুনে বললেন, কই আমি ত কিছু বলিনি। ঠাকুর বললেন, হ্যাঁ এই যে কত কথা বলছিলে গো, কি তর্ক হচ্ছিল? পণ্ডিত বললেন, না না, সে আমি ঠাট্টা তামাসা করছিলুম, দেখি আমার কথা শুনে কে কি বলে, ওসব কিছু নয়। তারপর ঠাকুরকে সান্ত্বনা করে, ওখান হতে ফিরিয়ে আনা হয়।

৮-১০-১৯৩১—২১শে আশ্বিন, বৃহস্পতিবার একাদশী ১৩৩৮ সাল।

কমল দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর ঘরে শ্রীরামনাম সংকীর্ত্তন করে সন্ধ্যার সময় লম্বা বারাণ্ডায় বসিল। একটু পরে দাদা আসিয়া বসিলেন, কমল তাঁহার পদসেবা করিতে লাগিল।

ঠাকুরের বর্ষা যাপন

কমল।—(দাদাকে)। ঠাকুর দুর্গাপূজার সময় কি মন্দিরে থাকতেন?

দাদা বলিলেন—মথুরবাবুর সঙ্গে ঠাকুর জানবাজারে গিয়ে পূজো দেখতেন।

কখন কখন বর্ষার সময় প্রায়ই দেশে (কামারপুকুর) জয়রাম বাটী, শিউড়ে গিয়ে থাকতেন। কারণ পেটের গোলমাল হ'ত কি না সে সময়, তাই সেখানে থাকতেন। আবার কালী পূজোর চার পাঁচদিন আগে চলে আসতেন।

দিগম্বর বাড়ুয্যেকে কৃপা করা

দাদা।—(কমলকে)। দিগম্বর বাড়ুজ্যের দেশ ছিল শিউড়, তাঁর বয়স প্রায় ৭০।৭৫ ছিল, বড় গরীব ছিলেন। তিনি একদিন তুলসীর মালা ১০৮, গঙ্গাজলে স্পর্শ করিয়ে চন্দনাদি দিয়ে ঠাকুরের পায়ে এসে দিলেন। ঠাকুর সেটী নিয়ে তাকে দিলেন আর বললেন—"এটী নাও জপ কোরো, আর প্রত্যহ খোল করতাল নিয়ে হরিনাম কোরো। তাতে মঙ্গল হবে। কলিযুগে হরিনাম সার, এ করলে ধ্যান যাগ যজ্ঞের ফল হবে।"

ঠাকুরের কৃপায় দিগম্বরবাবু জমিদার হয়ে, ধনি লোক হয়ে গেলেন। তিনি ঠাকুরের কথা অনুযায়ী প্রত্যহ খোল করতাল নিয়ে হরিনাম করতেন, আর যত দল আসত তাদের নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতেন। আহা! ঠাকুরের উপর তাঁর অচলা ভক্তি বিশ্বাস ছিল।

ঠাকুরকে রসদ্দার দেখান

দাদা—। (ভক্তদের)। ঠাকুর একদিন টাকা মাটি, মাটি টাকা, বিচার করে, গঙ্গায় ফেলেন। পরক্ষণে দুঃখিত মনে মার মন্দিরে গিয়ে মাকে জানান, যে মা আমি ত ঐ করে বসলুম। কিন্তু যদি মা লক্ষ্মীর কোপে পড়ি, তিনি যদি খ্যাট বন্ধ করে দেন ত কি হবে মা, আর আমায় কে খাওয়াবে দেখবে? ঠাকুর আমায় তারপর বলেছিলেন—"ওরে রামলাল, মার কাছে গিয়ে ও সব বললুম। মা

শুনে বললেন—"তুই লক্ষ্মীর কোপে পড়লি ত কি বয়ে গেল, তোর ভয় কি এই ছ্যাখ, এরা তোর রসদ্দার হয়ে খাওয়াবে দেখবে"। এই বলে মা দেখালেন—"দেখলুম—মার চারিদিকে ক্ষ্ট উঠছে। তাতে মথুর, বলরাম, সুরেন্দ্র, কেশব আরও কতরে। এরা এক একজন মায়ের চারিদিকে হাততালি দিয়ে বলছে—"জয় কালী মহাকাল, জয় শিব মহাকাল"। তারপর সকলে একে একে লীন হয়ে গেল। তারপর দেখলুম, সব সাদা সাদা চেহারা, (অর্থাৎ সাহেব মেমরা) তা তাদের আর দেখা হলনি, তুই যদি বেঁচে থাকিস, ত পরে কত দেখতে পাবি"।—তা দেখনা ঠাকুর থাকতে মথুরবাবু ঠাকুরের প্রতি কত করেছিলেন। ঠাকুরের যখনই যে জিনিষটার দরকার হয়েছিল, মথুরবাবু অমনি সেটা পূরণ করেছিলেন।

রাণীরাসমণির ত অত বিষয় ছিল—একদিন মথুরবাবু ঠাকুরের কাছে এসে বললেন— 'বাবা, আমার সমস্ত বিষয় সম্পত্তি আমি আপনার নামে লিখে দিতে চাই'। ঠাকুর শুনে বললেন—"না না, আমি নিয়ে কি করবো"। মথুরবাবু শুনে বললেন—'আপনি যদি না নেন ত আমি মার নামে (অর্থাৎ ঠাকুরের মা) সমস্ত বিষয় লিখে দিচ্ছি'। ঠাকুর শুনে বললেন—"না, সে একই কথা হল, টাকা বিষয় এ সব থাকলে মনে হবে আমি বড় লোক, জাঁক-গুমর আসবে—ওসব আমি পছন্দ করি না"। তারপর দেখ, বলরাম, কেশব, সুরেন্দ্র এরাও ঠাকুরের প্রতি কত করেছিলেন। আর আজকাল দেখছি কত সাহেব, মেম, ঠাকুরের ভক্ত হয়েছেন। স্বামীজি বিলাতে গিয়ে লেকচার দিয়েছিলেন তাই কত বড় বড় ধনিলোক স্বামীজির ভক্ত হয়েছেন, আর বহু বিষয় সাহায্যও করছেন।

ঠাকুরের মিতব্যয়ী হয়ে কাজ করা

দাদা।—(ভক্তদের)। বর্ষার সময় ঠাকুরের যখন পেটের অসুখ হ'ত, তখন তিনি কেবল মাছের ঝোল কি শুক্ত দিয়ে ভাত খেতেন। একদিন আমি ও হৃদয় দাদা ঠাকুরের ঘরে (অর্থাৎ দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর যে ঘরে শুতেন) শুয়ে আছি, অর্দ্ধেক রাত্রে উঠে দেখি, ঠাকুর দিগম্বর হয়ে তরকারি (কুটনো) কুটছেন। মশলা, চাল ইত্যাদি সব যোগাড় করে রেখে দিচ্ছেন। হৃদয় দাদা এই সব দেখে ঠাকুরকে বলে উঠলেন—'তুমি ত বেশ, ঘুম নেই, ওসব কাজ কি সকালে হয় না? আমরা ত রয়েছি, সকালে কোরে দোব আখুন, তুমি এখন শোওগে। আর তোমার এ সব কাজ দেখে হাসি পাচ্ছে, ঠিক একটা লোকের মত অল্প সল্প জিনিষ যোগাড় করে রাখছ। যা চাল নিয়েছ তা দেখছি খুবই কম, তুমি যা তরকারি কুটেছ—এ সব বোধ হয় একটা লোকেরই পেট ভরা হবে না, তা তোমার কেমন করে হবে? তুমি আচ্ছা কিপ্পন যা হোগ, জ্বালালে বাবা'। ঠাকুর এই সব শুনে বললেন—"দেখ, ঘুম ভেঙ্গে গিছিল তাই প্রথমে বসে ছিলুম, তারপর ভাবলুম বসে বসে আর কি করবো, বরং ওসব কাজ করে রাখি তাই—যারা আমার পেটের আটকোল জানে না, তারা ওসব জিনিষ বেশী বেশী করে করবে, হয়ত কিছু কিছু অপচও করবে। আর আমি ওসব কাজ করছিলুম সাধে? দেখনা, সব খাবার সময় দেখি (অর্থাৎ কালী-বাড়ীর কর্ম্মচারীরা যখন খেতেন) পাতে কত ভাত তরকারি ফেলে দেয়"।

"আহা! এই ভাতেরই জন্যই ত তুই কুলীন বামুনের ছেলে হয়ে কোথা শিউড় আর কোথা দক্ষিণেশ্বরে এসে দুটো ভাত ও পয়সার জন্যে এদের এখানে (অর্থাৎ রাসমণির কালীবাড়ীতে) চাকরি করতে এসেছিস। আজ যদি দেশে ধানের জমি, টাকা পয়সা তোর বেশ

সচ্ছল থাকত, তাহলে কি তুই এখানে এসে চাকরি করতে আসতিস? আর কি জানিস, খুব মিতব্যয়ী হতে হয়, তা না হলে লক্ষ্মীছাড়া হতে হয়"। হৃদয় দাদা এই শুনে ঠাকুরকে বললেন—হ্যাঁ, 'তা ত বটেই, তাই আপনার পাতে ১০০টা ভাতের দানা ছাড়া বোধ হয় ১টাও বেশী পড়ে থাকতে দেখি না'।

ঠাকুর, একদিন সকালে একজনকে একটি দাঁতন কাটি আনতে বললেন। সে ২।৩টে গাছের ডাল ভেঙ্গে আনে, ঠাকুর একটি নিয়ে তাকে বললেন—"শালা, তোকে একটা আনতে বললুম তুই এত আনলি কেন? যা হোগ রেখে দে," সে রেখে দিলে। তারপর দু'দিন পরে সকালে আবার তাকে বললেন—"ওরে একটা দাঁতন দেনা"। সে এই কথা শুনে ছুটে বাগানের দিকে যাচ্ছে, ঠাকুর তাকে বললেন—"ওরে কোথা যাচ্ছিস"? সে বললে—"আজ্ঞে গাছ থেকে ভেঙ্গে আনতে যাচ্ছি"। ঠাকুর তাকে বললেন—"সেদিন যে কয়েকটা এনেছিস, তোকে রেখে দিতে বলেছিলুম যে, গ্যাখ দিকিনি।" সে খুজে বললে—'হ্যাঁ, আছে আছে'। ঠাকুর শুনে বললেন—"না দেখে, অমনি ছুটে আনতে যাচ্ছিস যে? ও গাছ কি তুই সৃজন করেছিস? মনে করলেই টপ করে কিছু ডাল ভেঙ্গে আনলেই হল, যাকে সৃজন করতে হয় সেই জানে। তো শালার একটুও বুদ্ধি শুদ্ধি নেই, জেনে রাখ—বুঝে সুজে কাজ করতে হয়, কোন জিনিষের অপচ করতে নেই"।

(বুনি—(স্বগত)। তাই দেখি, দাদাকে খুব মিতব্যয়ী হয়ে কাজ করেন। এমন কি রাত্রে যতবার বিড়ী খান, ততবারই পোড়া দেশলাইয়ের কাটি নিয়ে লণ্ঠন হতে বিড়ী ধরিয়ে নেন। তবুও একটী দেশলাইয়ের কাটি খরচ করেন না। আর মাষ্টারমহাশয়কেও দেখেছি, তিনি খুব মিতব্যয়ী হয়ে কাজ করতেন। মিতব্যয়ী অর্থে

এই বোঝা যায়, যে আমাদের যে কোন জিনিষের যতটা দরকার হবে ঠিক ততটা নোব, কম বা বেশী নোব না। যদি এক পয়সায় হয়ে যায় ত দেড় পয়সা খরচ করবো না। যদি কেউ জিনিষের দাম বলে ৪ পয়সা, আমি ২ পয়সায় সেটা কিনতে চেষ্টা করব। মোট কথা, কোন জিনিষের অপচ করবো না, বুঝে সুজে খরচ করা। অপচ করোনা, অভাবও হবে না। }

থিয়েটারে দক্ষযজ্ঞ দেখতে যাওয়া

দাদা।—(ভক্তদের)। একদিন গিরিশবাবু (৺ গিরিশচন্দ্র ঘোষ) ঠাকুরের কাছে এসে বললেন—'আজ আমাদের থিয়েটারে দক্ষযজ্ঞ বই প্লে হবে, আপনি দয়া করে শুনতে যাবেন কি ? ঠাকুর শুনে বললেন— "বেশ বেশ, আমি ও রামলাল দেখতে যাব আখুন।" তারপর আমি ও ঠাকুর একটী গাড়ী করে থিয়েটারে গেলুম। আমরা গিয়ে প্রথমে মেয়েরা যে পথ দিয়ে যায় সেই পথে ঢুকে পড়েছি। দেখি কেউ কোথাও নেই, আর সেই পথের কাছে আবর্জ্জনা (অর্থাৎ মাছের কাটা, ভাত, ছাই) এ সব পড়েছিল। শেষে একটা মেয়ে লোককে দেখে ঠাকুর তাকে বললেন—"ওগো, গিরিশকে একবার ডেকে দাওনা, বলগে দক্ষিণেশ্বর হতে সব এসেছে " তারপর গিরিশবাবু এসে প্রথমে ঠাকুরকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন। গিরিশবাবু ঐরূপ হয়ে ৩।৪ মিনিট হবে ঠাকুরের পায়ে মাথা দিয়ে পড়ে থাকাতে, ঠাকুর গিরিশবাবুকে বললেন—"থাক থাক হয়েছে, গিরিশ উঠ গো উঠ।" গিরিশবাবু যখন উঠলেন, তার জামার বুকে সব ময়লা লেগে গেছে। এই দেখে ঠাকুর নিজের হাতে সব পুছে দিতে দিতে বললেন—"আহা দেখ দিকিনি, এমন সাদা জমাটা নোংরা হয়ে গেল।" গিরিশবাবু আমাদের নিয়ে উপরে ভাল জায়গায় বসালেন। তিনি মেয়েদের নাম করে একে একে ডাকলেন, তারা সাজগোছ করছিল, কিন্তু ডাকার চোটে সব যে

যেমন ভাবে ছিল অমনি ছুটে এল। গিরিশবাবু মেয়েদের বললেন— 'নে নে, শীগগির ঠাকুরের পায়ে লুটে পড়, তোদের এমন সুযোগ আর হবে কি'। ঠাকুর মেয়েদের বললেন—"থাক থাক মা, আনন্দময়ীরা হয়েছে, উঠ উঠ। তোমরা নেচে গেয়ে, সর্ব্বপ্রকারে জীবদের আনন্দ দিচ্ছ, যাও মা এইবার সাজগোজ করগে।"

গিরিশবাবু দক্ষযজ্ঞে রাজা সেজে প্রথমে ষ্টেজে নেমে বললেন— "শিবনাম ঘুচাইব আজি ধরা হতে।" এই শুনে ঠাকুর বললেন— "ওরে রামলাল, এ শালা আবার বলে কিরে"—ইত্যাদি। তারপর গিরিশবাবু ঠাকুরের কাছে এসে হাত জোড় করে বললেন—'দক্ষ রাজার প্লেটা কেমন শুনলেন'? ঠাকুর তাকে বললেন—"দেখ গিরিশ, তোমার মুখে এ সব কথা সাজে? যে শিবনাম"—ইত্যাদি? গিরিশবাবু বললেন—'কি করব, পেটের দায়ে সব করতে হয়, বলতে হয়'। ঠাকুর শুনে বললেন—"তা বটে, পেটের—"

গিরিশবাবু চলে গেলেন—তারপর সতীর প্লে যখন আরম্ভ হল, তা দেখে ঠাকুর একেবারে সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন। ঐরূপ সমাধিস্থ হয়ে তিনি শেষ পর্য্যন্ত ছিলেন, কেবল মধ্যে মধ্যে "আহা আহা" করে উঠছিলেন। থিয়েটার যখন ভেঙ্গে গেল, ঠাকুর গাড়ীতে উঠলেন কিন্তু ভাবে টলমল করছিলেন। গিরিশবাবু এসে ঠাকুরকে প্রণাম করলেন, আর বললেন—'কেমন সব দেখলেন শুনলেন? ঠাকুর কিন্তু কোন কথাই বলতে পারলেন না। গাড়ী ছেড়ে দিলে আমরা দক্ষিণেশ্বর যাত্রা করলুম। তারপর ঠাকুরের সমাধি ভঙ্গের পর তিনি আমায় বললেন—"হ্যারে রামলাল, তারপর কি হলরে বলতো।" আমি ঠাকুরকে একে একে সব বলতে সুরু করলুম, তিনি শুনে বললেন—"আহা! আমি আর সবটা দেখতে পেলুমনি, যাইহোক তোর মুখে সব শুনে আমার দেখবার সাধ মিটে গেল"।

১১-১২-১৯৩১-২৫শে অগ্রহায়ণ, রবিবার চতুর্দ্দশী ১৩৩৮ সাল।

কমল বেলা ১২॥ টার সময় দাদার বাড়ী যাইল। ঘরে একটী ভক্ত বসিয়া আছেন।

নীলপদ্মে দুর্গা দর্শন ও ষ্টীমারে ভ্রমণ

কমল।—(দাদাকে)। শুনেছিলুম পদ্ম ফুলের উপর ঠাকুর দেবী দর্শন করেছিলেন? দাদা—হ্যাঁ, একবার কেশবসেনের সঙ্গে ষ্টীমারে কোম্পানীর বাগানে (ইডন্ গারডেনেতে) বেড়াতে যান। তিনি সেখানে গিয়ে দেখেন, বহু নীলপদ্ম ফুটে রয়েছে। তারমধ্যে একটী মস্ত বড় নীলপদ্মের উপর গণেশজননী (মা দুর্গা) রয়েছেন। মা ডান পাটী ঝুলিয়ে আর বাঁ পাটী ডান পায়ের উপর রেখে গণেশকে কোলে নিয়ে বসে আছেন। আর মধ্যে মধ্যে বড় পদ্ম ফুলটী দুল্‌ছে। ঠাকুর এইরূপ কমলে কামিনী দর্শন করে সমাধিস্থ হয়েছিলেন।

কমল।—আপনি কি সে সময় তথায় ছিলেন? দাদা।—না, ঠাকুর ওসব দেখে এসে আমায় বলেছিলেন—"ওরে রামলাল কি সুন্দর দেখে এলুম তোকে আর কি বলব পারিস ত তুইও একবার দেখে আসিস্"। কমল।—আপনি দেখতে গিয়েছিলেন? দাদা—হ্যাঁ, পরে গিয়েছিলুম কিন্তু ঠাকুর যেমনটী দেখেছিলেন, তেমনটী আর দেখতে পেলুমনি।

কমল।—(দাদাকে)। আর একটী শুনেছি যে, ঠাকুর কুক্‌সাহেবের সঙ্গে জাহাজে করে বেড়াতে গিয়েছিলেন? দাদা।—হ্যাঁ, একদিন কেশব বাবু ষ্টীমারে সদলবলে এসে, ঠাকুরকে বলেন—'ষ্টীমারে কুক্‌সাহেব বসে আছেন, তিনি খুব পণ্ডিত ও ভক্ত। চলুন না, একটু ষ্টীমারে আপনাকে বেড়িয়ে আনি'। ঠাকুর শুনে বললেন—"বেশত চল"। আমায় বললেন—"ওরে রামলাল তুইও চলনা, একটু বেশ বেড়িয়ে আসবি"। আমি ও ঠাকুর ষ্টীমারে চড়ে বেড়াতে গেলুম। কেশববাবুকে কুক্

সাহেবকে ইংরাজি করে ঠাকুরের সব পরিচয় দিতে লাগলেন। তিনি শুনে মধ্যে মধ্যে হাসতে লাগলেন।

ষ্টীমার যখন বড় বাজারে পোলের কাছে এল, তখন ঠাকুর কেশব বাবুকে বললেন—"কেশব, খিদে পেয়েছে, কি খাই বলদিকিনি"? কেশবাবু বললেন—কি খাবেন বলুন, যা খাবেন তাই এনে দিচ্ছি। ঠাকুর বললেন—"আচ্ছা গরম গরম জিলিপি আনা হোক। তুমি যেওনা রামলাল যাক"। আমায় বললেন—"রামলাল তুই গিয়ে সব আন"। আমি গিয়ে গরম গরম জিলিপি, ছাচি পান, তামাক, টিকে, কলকে, হুকো সব আনলুম। তারপর ঠাকুর বললেন—"গঙ্গা হতে জল তুলে বেশ করে জায়গাটা (ষ্টীমারে ভিতর একটী জায়গায়) ধুয়ে সব জিনিষ গুলো রাখ"। আমি তাই করলুম। ঠাকুর খাবার খেয়ে তামাক খেলেন। পরে আমায় বললেন—"দেখ, এ গুলো করা হল কেন জানিস? দিনু খাঞ্জাচি (কালীবাড়ীর খাঞ্জাচি কাজ করতেন) দেখেছে যে আমি কেশবের সঙ্গে ষ্টীমারে বেড়াতে যাচ্ছি, হয় ত মনে করবে যে, আমি ওদের হাতে খাব। কত কি মনে করবে তাই তোকে ও সব করতে বললুম"। তারপর সন্ধ্যা হয়ে এল ঠাকুরকে ষ্টীমার হতে যখন নাবান হল তখন তিনি সমাধিস্থ। একটী গাড়ী করা হল, তিনি টলতে টলতে গাড়িতে উঠলেন, আর সাহেবেরা ফিস্ ফিস্ করে হেসে কেশববাবুকে কি বলতে লাগলেন। আমি কেশববাবুকে জিজ্ঞাসা করলুম ওরা হাসছেন কেন? কেশববাবু বললেন—'ওরা বলছে যে বাবুকে কি এত বেশী খাওয়াতে হয় (অর্থাৎ মদ) যে হুঁস নেই। আমি বললুম তাদের যে, উনি মদ খাননি উনি ভগবৎ নামে মাতোয়ারা হয়ে সমাধিস্থ হয়েছেন, তাই টলছেন'। তারা দেখে শুনে সব অবাক হল।

আমি ঠাকুরকে নিয়ে দক্ষিণেশ্বর যাত্রা করলুম। তারপর ঠাকুরের সমাধি ভঙ্গের পর, আমি তাঁকে বললুম যে আপনার

টলা দেখে সাহেবেরা খুব হাসছিলেন। ঠাকুর শুনে বললেন—"বটে" আর হাসতে লাগলেন। গাড়ী যেই বারাহনগরের চৌমাথায় এল ঠাকুর বললেন—"দেখ খিদেয় পেটটা জ্বালা করছে, তোর কাছে (হাত নেড়ে) আছে ত? আমি বললুম—আজ্ঞে হ্যাঁ। তিনি বললেন—"তবে কিছু হিংয়ের কচুরী ফাগুর দোকান হতে আনদিকিনি।" আমি বললুম—আপনি বসে থাকবেন ত? আমি না আসা পর্যন্ত? এই কথা তিনবার বললুম। তিনি হেসে বললেন—"না না না, তুই শীগগির আন"। তারপর ঠাকুর খাবার খেয়ে যাত্রা করলেন।

কেশববাবুকে লেকচার দিতে বলা

একদিন কোজাগর পূর্ণিমার দিন—সন্ধ্যার সময় কেশববাবু সদল বলে ঠাকুর, আমি ও ভক্তরা সকলে গঙ্গার ঘাটে চাঁদনীর চাতালে বেড়াচ্ছি। সে দিন আমি বড় ধামি ২।৩ ধামি মুড়ি কিছু নারিকেল ও তালের ফোঁফর এনে বেশ করে তেল নুন কাঁচা লঙ্কা মেখে, সকলকে খেতে দিলুম। ও দিন ওসব খেতে হয় কিনা। সকলে বসে বেশ খাচ্ছেন। এমন সময় ঠাকুর কেশবাবুকে বললেন—"কেশব, তুমি আজ কিছু লেকচার দাও, আমরা সকলে শুনি আহা! দেখ, কেমন এই চাঁদের আলো, সামনে মা গঙ্গা রয়েছেন, কেমন মনোরম শোভা দেখাচ্ছে, বাঃ বাঃ, তুমি কিছু বল, তোমার মুখে আজ কিছু শুনবার সাধ হচ্ছে।

কেশববাবু প্রথমে নানা—করে লজ্জা করতে লাগলেন, শেষে তিনি গঙ্গা ঘাটের চাতালে দাঁড়িয়ে লেকচার দিতে আরম্ভ করলেন। ঠাকুর বসলেন, আর আমায় ও বসতে বললেন।

২৬-১০-১৯৩১—৯ই কার্ত্তিক, রবিবার পঞ্চমী ১৩৩৭ সাল।

বিকালে কমল ও হরেণবাবু দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে গেলেন। একটু পরে দাদা এলেন, দাদা এসে শিষ্যের সহিত ব্যবসার ও বিবাহের কথা কইছেন।

দাদা—বিবাহ দেবে বলছ দাঁড়াও, আগে হাতে লক্ষ্মী আসুক, তারপর গৃহলক্ষ্মী আসবে। আজ কাল যে বাজার পড়েছে, শেষে বিবাহ-বিভ্রাট না হয়ে পড়ে। সবুর কত্তে বল—সবুরে মেওয়া ফলে ইত্যাদি।

দই ও কাঁচাগোল্লা

দাদা।—তোমাদের যখন ব্যবসায় উন্নতি হবে তখন মাকে ষোল আনা চিনি-পাতা দই, আর ষোল আনা কাঁচাগোল্লা সন্দেশ, পূজো দিও। ঠাকুর মধ্যে মধ্যে মার কাছে মানত করতেন।

—(কমলের প্রতি) তুমি কালীতলায় জোড়া ডাব ও আধপো আধপো চিনি পূজো দিও। কমল।—আজ্ঞে দোবো।—তুমি ঠাকুর ঘরে ও মার মন্দিরে ডাব ও চিনি পুজো দিও আর নির্ম্মাল্য নিয়ে যেও। দরজায় সিঁন্দুরের ৫টী ফোটা দিও। কমল।—যে আজ্ঞে।

ঠাকুরের শেষ দিন

ভক্ত।—(দাদাকে) ঠাকুরের শেষ সময়ে কি আপনি ছিলেন? দাদা—না, একদিন রাত্রি ২টার সময় আমি ঠাকুর ঘরে শুয়ে আছি, এমন সময় কাশিপুর হতে বুড়ো গোপাল ও কয়েকজন এসে দরজা ঠেলছে। তারা বললেন, যে স্বামীজি আমাদের পাঠিয়ে দিলেন শীগগির চল। ঠাকুরের গভীর সমাধি হয়েছে কি শরীর গেছে, তা কেউ জানতে পারছে না। তারা আরও বললে স্বামীজি বলে পাঠালেন যে দাদা ঠাকুরের কাছে সর্ব্বদা থাকতেন, দাদা বুঝতে পারবেন এ সমাধি কি মহাসমাধি। আমি শুনে কেঁদে ফেললুম, তখনই তাদের সঙ্গে চলে গেলুম। গিয়ে দেখি ঠাকুর লম্বাভাবে শুয়ে রয়েছেন, চক্ষের দৃষ্টি সোজা আর যেন মুচকে হাসছেন। আমি বললুম, সমাধির লক্ষণ দেখছি,

তা একবার কাপ্তেনকে (বিশ্বনাথ উপাধ্যায়) আনা হোক, সে কি বলে শুনি, সে অনেক বিষয় জানে। স্বামীজি কাপ্তেনকে আনাতে লোক পাঠালেন, তিনি এসে বললেন, যে সমাধির লক্ষণ। ঠাকুরের মেরুদণ্ডতে (শীরদাড়ায়) যখন গাওয়া ঘিয়ে মালিস করে দিলেন তখন গরম ঠেকল। ঠাকুর রাত্রি ১২টার সময় হতে এইভাবে সমাধি হয়ে ছিলেন। পরে কাপ্তেন যখন দেখলেন যে ঠাকুরের শীরদাড়া ঠাণ্ডা হয়ে গেছে তখন বুঝলেন যে ঠাকুরের মহাসমাধি হয়েছে। তারপর দিন বেলা বোধ হয় ১২৷৷টার সময় বিলীন হয়ে যান। তারপর বদনমণ্ডল শুষ্ক ও চক্ষু বন্ধ হয়ে গেল। শেষ সময়ে শুনেছিলুম কেবল ''মা" বলেছিলেন।

১৬-৮-১৮৮৬—৩১শে শ্রাবণ সংক্রান্তি রবিবার ১২৯৩ সাল।

রাত্রি ১টার সময় কাশিপুর উদ্যান বাটীতে ঠাকুরের শরীর পরম হয়।

৯-১১-১৯৩১—২৩শে কার্ত্তিক, কালীপূজা সোমবার, ১৩৩৮ সাল।

সকালে কমল দাদার বাড়ী গিয়া দেখে দাদা দাড়ি কামাইতেছেন।

দাড়ি কামান

কমল।—(দাদাকে)। ঠাকুর কি বারে চুল কাটতেন? দাদা।—(কমলকে)। সোমবার। কমল।—সোমবার আমার জন্মবার বলে আমি বাড়ীতে খুর দিয়ে শনি ও মঙ্গলবারে কামাই।

দাদা, আপনার জন্মদিন কি বারে? দাদা।—'চৈত্র মাসের শেষ কৃষ্ণা ত্রয়োদশী বুধবার দিন, ওটা বৈশাখে গিয়ে পড়েছে, মাসের শেষ কি না। তুমি রবিবার কি মঙ্গলবার কামাইও।

সাইনবোর্ড কেন হল

দাদা।—(কমলকে)। ৺ যদু মল্লিকের বাগানে বড়দিনের সময় খুব ভোজ হত। তিনি বহু বড় বড় লোকদের নিমন্ত্রণ করতেন। একদিন বৈকালে অনেকজন মা কালীর মন্দির দর্শন করতে এল। বেশ সাজ-সজ্জা পরা পায়ে জুতো, তারা প্রথমে তফাতে দাঁড়িয়ে দেখছিল ক্রমে মার মন্দিরের উপর এসে দর্শন করতে লাগল। ঠাকুর ঘরে বসেছিলেন আর হৃদয়দাদা ঘর হতে যেই চাঁদনী পর্য্যন্ত এসেছেন অমনি ঠাকুর বাইরে বেরিয়ে তাকে ডেকে বললেন—"তোর এখন ওখানে যাবার দরকার নেই তুই এখানে বস। দেখছিসনি ওরা সব জুতো পরে এসে দাঁড়িয়েছে কত কি বলবে।"

ত্রৈলক্ষ্যবাবু ঐ সব দেখে শুনে খুব চটে গেলেন, তাদের খুব বললেন। তারা বললেন—'মহাশয়, আপনাদের ত কোন সাইনবোর্ড নেই যে জুতো পরে ভিতরে এস না বা মুসলমান কি খৃষ্টান মন্দিরে আসতে পারবে না' ইত্যাদি। তারপর ত্রৈলক্ষ্যবাবু ঐ সব শুনে সাইনবোর্ড করিয়ে ঝুলিয়ে দেন। তাই আজকাল কেউ মন্দিরে জুতো পরে যায় না।

দু'জনের ঝগড়া হত

১৩-১১-১৯৩১—২৭শে কার্ত্তিক, শুক্রবার চতুর্থী ১৩৩৮ সাল। কমল বেলা ৪॥০টার সময় দাদার বাড়ী যাইল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে দাদা বলিলেন।

দাদা।—(কমলকে)। আহা! হৃদয়দাদা ঠাকুরের খুব সেবা করেছেন।

ঠাকুর বলতেন—"যে এমন সেবা বাপ মাও করতে পারে না"।

কমল।—(দাদাকে)। আবার খুব যন্ত্রণাও দিয়েছেন শুনি।

দাদা।—হ্যাঁ, সে সব ঝগড়া দেখবার ছিল।

যখন ঠাকুর হৃদয়দাদার উপর রেগে যেতেন তখন তিনি হৃদয়দাদাকে যা তা গালাগালি দিতেন সে সব মুখে আনা যায় না। হৃদয়দাদা সে সময় চুপ করে থাকতো আর মধ্যে মধ্যে ঠাকুরকে বলত—'আঃ কি কর মামা, ওসব কথা কি বলতে আছে, আমি যে তোমার ভাগনা। ঠাকুর সাম্‌নে যা পেতেন ঝাঁটা জুতো, অমনি সপাসপ করে লাগিয়ে দিতেন। এই সব ব্যাপার দেখে আমি ভাবতুম, এইবার বুঝি দু'জনে ছাড়াছাড়ি বা আড়ি হয়ে যায়। কিন্তু তা হত না, পরক্ষণে আবার দু'জনের ভালবাসা, কথা, ইয়ারকি চলতো। আবার হৃদয়দাদা যখন ঠাকুরকে কিছু বলতেন তখন তিনি চুপ করে শুনতেন।

টে-কথায় চটা

দাদা।—(কমলকে)। একবার কালী পূজোতে মথুরবাবু তন্ত্রধারকের জন্য বনহুগলী থেকে একজন ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করেন। তিনি রাত্রি ১১টার সময় এলেন।—এই দেখে মথুরবাবু তাকে বললেন—'এখানকার নিয়ম রাত্রি ১০টার সময় পূজোতে বসা আর আপনি রাত্রি ১১টার সময় এলেন কেন' ?

ব্রাহ্মণ বললেন—আমি তিনটে কালী পূজো সেরে এলুম তাই—

মথুরবাবু।—(ঠাকুরকে)। 'বাবা, এ মাকে বলে কিনা তিনটে, টে-কথা বলে মাকে ছোট করে ; আমি ওকে পূজো করতে দোব না। ওর যা পাওনা দিয়ে দি উনি চলে যান'।

মথুরবাবু।—(হৃদয়দাদাকে)। 'তুমি কি সকালে ভাত খেয়েছ' ?

হৃদয়দাদা।—'না, আমি মায়ের প্রসাদ খেয়েছি'।

মথুরবাবু।—(ঠাকুরকে)। 'বাবা, হৃদয় ভাত খায়নি মার প্রসাদ পেয়েছে, তা প্রসাদ খেয়ে কি পূজো হয় না' ?

ঠাকুর।—"ঠিক যদি ধারণা হয় যে মার প্রসাদ খেয়েছি তাতে দোষ নেই, বরং মা সন্তুষ্ট হবেন"।

মথুরবাবু।—'বেশ উত্তম কথা, হৃদয় তুমি মায়ের তন্ত্রধারক হও'।

পরে দাদা বলিলেন—এই ঘরে (অর্থাৎ দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর যে ঘরে থাকতেন) কত নাচ গান, কথা, রঙ্গরস হয়েছে। ঠাকুর এমন রঙ্গরস রহস্য করতেন যে হেসে হেসে নাড়ী বেদনা হ'ত। তিনি ভক্তদের বলতেন—"হ্যাঁগা, আমি এ সব জানি, শুনেছি, দেখেছি, তাই বলছি, তা কি দোষ হবে"? ভক্তরা বলতেন—না না, আপনি বলুন বেশ ভাল লাগছে।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর পরিবর্ত্তন

দাদা।—(ভক্তদের)। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীজি ঠাকুরের কাছে যাতায়াত করতেন, তিনি ব্রাহ্ম সমাজে বেশী যেতেন। একদিন ঠাকুর তাঁকে বলেছিলেন—"বিজয় তুমি একদিন সুবিধামত আমার কাছে এস তোমায় কিছু বলব"। তারপর কিছুদিন পরে একদিন বিজয়বাবু একলা এসেছেন, ঠাকুর তাঁকে বললেন—"দেখ বিজয়, বাপু এ সব সাজে না (অর্থাৎ ব্রাহ্ম সমাজে যাওয়া) তোমার ভিতর অদ্বৈত বংশের রক্তের সংস্কার রয়েছে, কিন্তু সব চাপা রয়েছে। তুমি কোথায় হরিনামের মালা গলায় দেবে, তেলক ফোঁটা পরবে, হরিনাম করবে। এ সব না করে তুমি কি করছ? আহা! তোমায় দেখে বড় কষ্ট হয় তাই বলছি"। এই সব কথা শুনে বিজয়বাবু ঠাকুরের পায়ে লুটিয়ে পড়লেন আর বললেন—'মহাশয় আমার কি কিছু হবে'?

ঠাকুর শুনে বললেন—"অবশ্য, হরিনামে মাতোয়ারা হলে তিনি দয়া করবেন বৈকি"।

তারপর বিজয়বাবুকে ওসব করতে দেখা গেল, তিনি ঠাকুরের কৃপায় একেবারে পরিবর্ত্তন হয়ে গেলেন। তিনি প্রায়ই সর্ব্বদা হরিনামের মালা জপতেন ও বহু তীর্থে গিয়ে সাধন ভজন করেছিলেন।

একদিন বিজয়বাবু বেশ সেজেগুজে (অর্থাৎ হরিনামের মালা হাতে নাকে তেলক, গলায় মালা ইত্যাদি) ঠাকুরের কাছে এলেন। ঠাকুর তাঁকে দেখে বললেন—"বাঃ বাঃ বেশ বেশ, কি সুন্দর মানিয়েছে, এই ত ঠিক। তোমায় এইবার দেখলে মনে হচ্ছে হরিনাম যেন আপনি ফুটে বেরুচ্ছে। এতদিন চাপা ছিল, এইবার ফুল ফুটেছে"। বিজয় বাবু ঠাকুরের চরণে মাথা দিয়ে প্রণাম করলেন আর বললেন—'এ দাসকে মনে রাখবেন চরণে ঠেলবেন না। আমি জেনেছি আপনি সাক্ষাৎ ভগবান, কেবল ছলনা করেন মাত্র'। ঠাকুর শুনে বললেন,—"নাগো না, সব মা জানেন, আমি কিছু বুঝতে পারি না, যা করেন বলেন সব মা"।

দাদার দেশে যাওয়া হল না

দাদা।—(কমলকে)। দেশ হতে (কামারপুকুর) এসে ঠাকুরের কাছে থেকে ঠাকুরের সেবা করতুম। তারপর কয়েক মাস পরে ঠাকুরের কাছে যখন ভক্তগণ ক্রমে ক্রমে আসতে সুরু করলেন, তখন একদিন ঠাকুরকে বলেছিলুম—আমি অনেক দিন দেশে যাইনি, একবার মনে করছি দেশে গিয়ে ধান জমি খাজনা এ সবগুলো দেখে শুনে আসি আপনি কি বলেন? ঠাকুর শুনে বললেন "তুই যাবি ত বলছিস, কিন্তু আমায় কে দেখবে?"—আমি বললুম—কেন ভক্তরা ত এইবার আসা যাওয়া করছেন ও মধ্যে মধ্যে এখানে রাত্রিতে থাকেন তারা দেখবেন। আর আমি ত বেশী দিন থাকব না, কাজ হয়ে গেলেই

চলে আসব। ঠাকুর শুনে বললেন—"তাত আসছে কিন্তু ওরা কি আমার ধাত জানে যে সেবা করবে? তুই যেমন করে করবি তাকি ওরা তেমন করে করতে পারবে? কে জানে বাবু"।

তারপর দিন সকালে ঠাকুরকে নিয়ে শৌচে গেছি, ঠাকুরের মুখ হাত ধোয়ার পর ফের ঠাকুরকে বল্লুম যে, আদেশ করুন আমি দেশে একবার যাই। তিনি একটু ভেবে বললেন—"না তোর যাওয়া হবে না, মায়ের ইচ্ছা নয় যে আমাকে ফেলে এখন যাস"।—আমি বল্লুম—দেশে যাবার জন্যে যে প্রস্তুত হয়ে আছি, একবার খাজাঞ্চী মহাশয়ের কাছে গিয়ে ছুটি নিলেই হয়।

এই কথা শুনে ঠাকুর আঙ্গুল দিয়ে শূন্যে একটী গোল চক্রের মত করে তারমধ্যে হিজিবিজি কি লিখলেন পরে আমায় বললেন— "ওরে রামলাল, তোর কোন মতেই যাওয়া হবে না। যা না খাজাঞ্চীর কাছে, সে কি বলে ছাখ না"। আমি খাজাঞ্চীর কাছে ছুটির জন্যে গেলুম, তিনি বললেন—'এখন আপনাকে ছুটী দিতে পারি না। আর মন্দিরে বড় কাজ লোকজন তেমন নেই'।—তা সত্য সত্যই সেবারে আমার দেশে যাওয়া হয়ে উঠল না।

২৩-১০-১৯৩১—৬ই কার্ত্তিক, শুক্রবার ১৩৩৮ সাল।

কমল সকালে দাদার বাড়ী যাইল।

দাদার সাধন কি

দাদা।—(কমলকে)। ঠাকুর আমায় বলেছিলেন, "যে আসবে চেনাহোগ, অচেনাহোগ, তুই তাকে একটু মিষ্টি, এক ঘটি গঙ্গা জল খেতে দিবি। তোকে আর কিছু করতে হবে না। এই করলে জপ-তপ যাগ-যজ্ঞের ফল যা কিছু সব হবে"।—তা এইগুলি করি তাই

খুব আনন্দ পাই, আর বাস্তবিক ধ্যান জপে তেমন মন বসে না। তবে অভ্যাস বশতঃ যা করি এই পর্য্যন্ত। (দাদা একটী গান গাহিলেন 'যার দুঃখ সেই জানে')।

দাদার সংশয়-ভঞ্জন।

স্বামী গৌরবানন্দ।—(দাদাকে) দাদা, ঠাকুর কে আপনার কি বলে মনে হত, আপনি কি ঠাকুরকে খুড়ো বলে ডাকতেন? দাদা—আমি তাঁকে আপনি আপনি করতুম, খুড়ো বলে মনে হত না। ঠাকুরের আচরণ ভাব ও সমাধি দেখে কিছু বুঝতে পারতুম না, মনে একটা সংশয় উঠত। ভাবতুম ইনি (অর্থাৎ ঠাকুর) একজন মুখখু শুখখু মানুষ, এর কাছে কত বড় বড় লোক ও পণ্ডিত এসে পরাস্ত হচ্ছে, ইত্যাদি। ইনি কে, সত্যই কি ভগবান স্বয়ং অবতীর্ণ হয়েছেন? একদিন আমি ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম যে দেখুন, আমার মনে আপনার সম্বন্ধে সংশয় উঠে, আমি কিছু বুঝতে পাচ্ছিনা। এই কথা শুনে ঠাকুর আমায় বললেন—"দেখ্, বোঝবার কিছু নেই, তবে কি জানিস্, যেমন জিলিপির পাক রে। জিলিপি গোল চক্রের মত ঘুরান আছে, উপরে কিছু বুঝবার নেই, কিন্তু মিষ্টি রসে ডুবে ভরপুর রয়েছে। তুই যা মনে করেছিস (অর্থাৎ স্বয়ং ভগবান অবতীর্ণ হয়েছেন) তাই যদি এটা (নিজ শরীর দেখাইয়া) হয় ত, এটার সেবা করছিস্, মা কালীর পূজো ও ভক্তদের সেবা করেছিস। আবার এই রক্তের (নিজ শরীর দেখাইয়া) স্রোত তোর ভিতর প্রবাহিত হচ্ছে। এর বেশী আর কি চাস?"

পরিশিষ্ট

শ্রীময়ের নিকট ঠাকুরের কথা শোনা।

ঠাকুর ভক্তাধীন

১৩-২-১৯৩১—১লা ফাল্গুন, শুক্রবার একাদশী ১৩৩৭ সাল। কমল শ্রীময়ের স্কুল বাড়ীর চার তোলায় সন্ধ্যার সময় যাইল। তিনি ঠাকুরের বিষয় কিছু বল্‌ছেন আর কমল বসিয়া শুনিতেছিল।

শ্রীম।—(ভক্তগণকে)। কাশীপুর বাগানে ঠাকুর স্বামীজি ও ভক্তগণেরা আছেন। কয়েকজন ভক্ত যাহারা বাড়ী ভাড়া, খাওয়ার খরচ দিত তারা একদিন ভক্তদের বললেন—তোমাদের বাড়ী ভাড়া, খাওয়ার খরচ এত দিতে পারবো না, তোমরা বাড়ী থেকে খেয়ে এস। এই সব কথা ঠাকুরের কাণে গেল, তিনি শুনে বললেন "তোরা আমায় যেখানে নিয়ে যাবি আমি সেখানে যাব"। শ্রীম—তারপর ভক্তরা দেখলেন যখন ঠাকুর চলে যাবেন তখন তাঁর চরণে গিয়ে কেঁদে বল্‌লে, আপনাকে ত আমরা কিছু বলিনি, ও ভক্তদের ঠাট্টা করে বলছিলুম। শ্রীম—ঠাকুর শুনে বলেছিলেন—"না না, তোমাদের কিছু বলিনি তোমাদের দোষ কি? তোমরা ছেলে মানুষ"। শ্রীম—ঠাকুর হেসে উড়িয়ে দিলেন। তিনি জানেন যে যারা আমায় আন্তরিক চায় তারা গৃহত্যাগ করে এসেছে। আর গৃহী ভক্তরা কেবল জাঁক-গুমর করে।

উপবাসের কথা

১৪-২-১৯৩১—২রা ফাল্গুন, শনিবার দ্বাদশী ১৩৩৭ সাল।

শ্রীম।—(ভক্তগণকে)। ঠাকুর শিবরাত্রি উপবাসের দিন ভক্তদের কাকেও কাকেও বলতেন, "তুই এইবার কিছু খেগেযা, এখন এক প্রহরের পূজো ত হয়ে গেছে তখন আর দোষ কি"?

শ্রীম।—যিনি এই নিয়ম করেছেন যে উপবাস করতে হবে, আবার তিনিই বলছেন যে তুমি খাও। তিনি দেখছেন যে, এরা আমার জন্যে উপবাস পূজো এ সব করছে আর আমায় দেখছে, এই তাদের যথেষ্ট করা হচ্ছে।

আমিই সেই

শ্রীম।—(ভক্তদের)। ঠাকুর কয়েকজন ভক্তকে বলেছিলেন, "আমায় দেখাও যা আর স্বয়ং ভগবানকে দেখাও তা"। শ্রীম—স্বামীজিকে তিনি বলেছিলেন, "ওরে নবদ্বীপের যে গৌরাঙ্গ আর বৃন্দাবনের যে শ্রীকৃষ্ণ দেখেছিস এই সেই (নিজের শরীর দেখাইয়া) যে রাম যে কৃষ্ণ সেই এবে একাধারে রামকৃষ্ণ"।

শ্রীম।—স্বামীজি একদিন আমার কাছে এসে বলছেন, 'ঠাকুর আমায় এই সব নানান কথা বললেন আচ্ছা উনি কি পাগল ? না মাথা খারাপ হয়ে গেছে কিছুই ত বুঝতে পারছি না'। শ্রীম।—ঠাকুর অনেক ভক্তকে নানারূপে দেখা দিয়েছিলেন কালী, মহাদেব, বিষ্ণু ইত্যাদি রূপে। যারা তাঁকে আন্তরিক ভক্তি বিশ্বাস বা অবতার বলে পূজো এবং ভালবাসতেন তারাই তাঁকে নানারূপে দর্শন করেছিলেন।

Onder ও গুরুবাক্য

শ্রীম।—(ভক্তগণদের)। একদিন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর ছোট তক্তাপোষে তাকিয়া ঠেসান দিয়ে বসে আছেন আর আমরা মেজেতে বসে আছি। ঠাকুর হেসে হেসে বলছেন—"যে হাজার বিচার কর আর যাই বল তবু তাঁর onder (under কথাটীকে ঠাকুর অনডার বলতেন) এ আমরা আছি"।

শ্রীম—আমি সেই দিন হতে under কথাটী শিখেছি। ঠাকুর বলতেন, "আমরা ভগবানের হাতে পড়েছি তিনি ত আমাদের হাতে পড়েননি। তাঁর ইচ্ছায় সমস্ত হচ্ছে এমন কি একটি গাছের পাতা তাও তাঁর ইচ্ছায় নড়ছে"।

গান—'সকলি তোমার ইচ্ছা ইচ্ছাময়ী তারা তুমি। তোমার কর্ম্ম তুমি কর মা লোকে বলে করি আমি'॥

শ্রীম।—একজন দুপুর বেলায় এসে ঠাকুরকে বললেন, 'মহাশয় আমার কি উপায় হবে বলুন'? শ্রীম—তিনি তৎক্ষণাৎ বললেন "বাপু গুরুবাক্য বিশ্বাস করা একমাত্র উপায়। গুরুকে মানুষ ভাবলে হবে না স্বয়ং ভগবান ভেবে তাঁর সেবা করতে হবে, তাঁর কথা অনুযায়ী কার্য্য করতে হবে"।

"সচ্চিদানন্দই গুরু—গুরু,কত্তা,বাবা,ভাগবৎ, ভক্ত, ভগবান এই সব একে তিন আর তিনে এক"।

ভক্তের কি করা কর্ত্তব্য

শ্রীম।—(ভক্তদের)। ভগবানকে জানার নাম জ্ঞান আর তাকে ভুলে থাকার নাম অজ্ঞান। অজ্ঞানে মানুষ কিনা বলে কিনা করে। যে মানুষ জন্মাবার পূর্ব্বে কিছুই জানে না ঘুমবার সময় কিছুই জানেনা, মুখে যদি কেউ প্রসাব করে দেয় তাও যার সাড় থাকে না, আর মরবার পরও যার কিছু বোধ থাকে না, সে মানুষ কি করে বলে যে আমি সব জানি সব বুঝি। তাই আগে সাধন ভজন না করলে কিছুই জানা যায় না। তুমি হাজার বল আর যাই কর যতক্ষণ না ঠিক ঠিক জ্ঞান আসে ততক্ষণ কিছুই বোঝবার যো নেই। তোমাদের রোগ লেগেই আছে তাই বলছি, তোমরা সাধুসঙ্গ কর, তবে ত এ সংসার অনিত্য বলে বোধ হবে।

শ্রীম।—সংসারের কাজ ত লেগেই আছে, বাজার যাওয়া খাওয়া কত কি কিন্তু ঈশ্বরের কথা ত আর রোজ হয় না। যেখানে সাধুরা থাকেন বা ঈশ্বরের কথা হয় সেখানে, অন্ততঃ পাঁচ মিনিট বসে দেখা শোনা ভাল।

যারা ঠিক ঠিক ভক্ত তারা বেশী কিছু চায় না, বেশী টাকা কি বিষয় থাকলে জড়িয়ে পড়বে কিনা। ভক্তের পেট চলার মত রোজগার হলেই তার পক্ষে যথেষ্ট হল। আবার এমন মজা, সাধারণ লোকের সঙ্গে ভক্তের মিশ খাবে না। আবার অনেকে আছেন pension (পেন্‌সন্‌) নিয়ে কাজকর্ম্ম করছেন। সর্ব্বদাই সংসার নিয়ে ও টাকার জন্য পাগল হয়ে বেড়াচ্ছেন। এমন মনুষ্য জন্ম পেয়ে দুটো ভাতের জন্য টাকার জন্য নিজেকে চির জীবনটা নষ্ট করছেন। (এই কয়েকটী কথা শ্রীম প্রায়ই বলতেন)।

মন্তব্য

কমল।—(দাদাকে)। আপনার কাছথেকে ঠাকুরের যে সব কথা শুনে লিখে রেখেছিলুম, তারমধ্যে কয়েকটা বিষয় কয়েক জনকে বলেছিলুম। তারা শুনে বললেন,—'কই এসব কথা ত কোন বইতে নেই। মাষ্টারমহাশয় যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে ঠাকুরের কথাগুলি দিন ও তারিখ দিয়ে লিখে রাখতেন, তেমন কি আর দাদা ওসব ঠাকুরের কথা লিখে রেখেছেন? দাদার ওসব কথা তেমন বোধ হয় ঠিক ঠিক মনে নেই, ভুল ও ত হতে পারে? দাদা—মাষ্টারমহাশয় ঠাকুরের কাছে যেদিন আসতেন, সেই দিনেরই কথা ও গান লিখে রাখতেন। তাঁর অসাক্ষাতে কত কথা ও গান ঠাকুর বলেগেছেন তার কি সীমা আছে। আমি যখন দেশ হতে ঠাকুরের কাছে দক্ষিণেশ্বরে এলুম, তখন ঠাকুরের কাছে ২।১টী ভক্ত আনাগোনা করত। তারপর বোধ হয় কয়েক মাস পরে একে একে সব ভক্তগণ ঠাকুরের কাছে আসতে স্থরু করলেন। কেশবসেন, রামবাবু, গিরিশ, বলরাম, মাষ্টারমহাশয়, স্বামীজি ইত্যাদি। ঠাকুরের কাছে আমি প্রথম হতে প্রায় শেষ পর্য্যন্ত সর্ব্বদা থেকে তাঁর কত সেবা করেছি, কত দেখিছি, শুনেছি। এবং আমার অসাক্ষাতে যে সমস্ত ঘটনা গুলি হয়ে যেত, ঠাকুর আমায় একে একে সব বলতেন। এমন ত কেউ আর করেননি বা শুনেননি, এ ত ঠাকুরের অন্তরঙ্গ মাত্রই জানেন। তবে কি জান, আমি ঠাকুরের কথা কি গান ও সব দিন ও তারিখ দিয়ে লিখে রাখতুম না বটে। কিন্তু যে সমস্ত দেখেছি, শুনেছি. সে গুলো চখের সামনে জল্‌জল্‌ করছে, সর্ব্বদাই মনে পড়ে যায়, ভুল হবার যো নেই'। কমল—আমি তাদের ও সব কথা শুনে খুব বলেছিলুম। দাদা—'কি বলেছিলে গো'?

কমল।—(দ, অ,ও অন্যান্য ভক্তদের)। শুনেছিলুম, বাবুরাম মহারাজ (স্বামী প্রেমানন্দ), একদিন কয়েকটী ভক্তকে ঠাকুরের কথা কিছু

বলেন। তারা শুনে বলেছিলেন—কই মহারাজ, এ সব কথা ত কথামৃতে বা কোন বইয়ে নেই। বাবুরাম মহারাজ শুনে বলেছিলেন যে,'কথামৃতে নেই বলে কি ঠাকুর বলেননি, আমি তোমায় মিথ্যা বলছি'? তোমাদের ঐ এক হয়েছে কথা, যখন শ্রীরাককৃষ্ণ কথামৃতে ঠাকুরের এসব কথা নেই, তখন তিনি বলেন নি। আমিও তেম্নি তোমাদের বলছি যে কথামৃতে বেশী কিছু নেই। মাষ্টারমহাশয়ের কথামৃত ছাড়া ঠাকুরের বহু কথা ও গান আছে যা মাষ্টারমগাশয় জানতেন না'। কমল।—(উহাদের।। এখন ভেবে দেখুন, কথা গুলো কত সত্য। শুনতে পাই দাদাকে ঠাকুর বলেছিলেন, "সত্য কথা বলবি, সত্যই কলির তপস্যা"। তা আমি দাদার কাছে ৭মাস থেকে সে বিষয় বহু পরখ করেছি, দাদা মিথ্যা বলবার লোক নন। আপনাদেরই কাছে অমন বলে মনে হয়—চাষা কি জানে—জহুরী না হলে কি—ইত্যাদি। দাদা—এত কথা তাদের শুনালে কেন, তারা যদি না মানে, না শোনে, তাহলে কি তুমি তাদের জোর করে মানাতে পার? তারা হল এক ক্লাসের লোক, (হাসিতে হাসিতে) যা হোগ, তোমার ওসব কথা শুনে তারা কি বললেন? কমল।—বেশী কিছু বল্‌লেন না, আমি বলে উঠে চলে গেলুম।

দাদা।—দেখ, তোমায় একটা কথা বলেদি তুমি যাদের নাস্তিক ভাব কি ভাবের ঘরে চুরি, কিংবা খারাপ লক্ষণ আছে দেখতে পাবে, তাদের কাছে বেশী কথা বলা কি মেশামেশী এসব কোরোনা। কমল— যে আজ্ঞে।

গান আরম্ভ।

(১) কীর্ত্তন—একতালা। ৺

কহে শিখরী জামাই নাই ভিক্ষারী।
শিবের এখন স্বর্ণপুরী ॥
সে যে রত্নময় কাশী, (শিখরী) তাতে উমাশশী,
(তথায় দেখে এলাম) অন্নপূর্ণা নামে রাজ-রাজেশ্বরী ॥
শিবের সাধের কাশীধাম, কেবল মক্ষধাম,
পূর্ব্বদিকে গঙ্গা স্থরেশ্বরী।
(আঁখর-কিবা রত্ন-কাশি,কাশির উপমা নাই ত্রিজগতে,)
শিবের রত্নকাশি, সোণারকাশি ত্যজ্য করে আসবে না শঙ্করী ॥

(২) আলাইয়া—একতালা। ৺

শিবের তুল্য জামাই আছে কার।
তুমি জান না শিখরী কত পূর্ণ কারি, শিবকে দান করেছি
প্রাণের কুমারী,
এখন আমার গৌরী রাজ-রাজেশ্বরী কাশিধামে চমৎকার ॥
আর কি জামাই আমার আছেন শশ্মান বাসী,
দেখবে চল রাণী শিবের স্বর্ণকাশি,
কাশির কথা কি আর একমুখে প্রকাশি, শতমুখে কওয়া ভার ॥

৪টা বৈশাখ, বুধবার অন্নপূর্ণা পূজা ১৩৩৭ সাল। দাদা এই দুখানি গান দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ঘরে গাহিয়া বলিলেন—

দাদা।—(কমলকে)। একদিন সকালে ৺দুর্গাপুজোর ৪।৫ দিন আগে আমি ঠাকুরকে নিয়ে শৌচে গেছি। আমি দাঁড়িয়ে আছি, ভুষণ মালাকর

(জেলে) গঙ্গায় ইলিশ মাছ ধরছে আর ঐ গান গাচ্ছে, ঠাকুর শুনে সমাধিস্থ। তারপর ঠাকুর আমায় বললেন—"ওরে রামলাল, দেখ কি সুন্দর গান হচ্ছিলরে তুই শুনেছিস্" ? আমি বললুম—আজ্ঞে হ্যাঁ।

ঠাকুর বললেন—"ওকে একবার ডাক না। আমি ভূষণকে ঠাকুরের ঘরে ডেকে আনলুম. সে ঠাকুরকে ঐ দুখানা গান শোনালে। তিনি শুনে চক্ষের জলে ভেসে গেলেন ও সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন।

তারপর ঠাকুর আমায় বললেন—"ওরে ভূষণকে কিছু খাবার দে"। আমি লুচি সন্দেশ প্রচুর পরিমাণে দিলুম। ঠাকুর তাকে বললেন—"তুমি রবিবারে এসে গান শুনাইও আর এখানে প্রসাদ পাইও। তোমায় কিছু খাইয়ে দোবো। এখানে অনেক ধনী ভক্তরা আসে"—বলরাম, সুরেশ বাবু ও অন্যান্য ভক্তদের কাছে টাকা পয়সা তুলে ভূষণকে প্রায় ৮৲ ১০৲ টাকা দেওয়া হল। ঠাকুর আমায় বললেন—"ওরে রামলাল,ভূষণের কাছ থেকে গান গুলো লিখেনে"। আমি লিখে নিলুম ও ঠাকুরকে মধ্যে মধ্যে শোনাতুম। এবং তিনি ও গাইতেন।

(৩) গান—কাওয়ালি। †

ওকে মা এলি গো গিরি দাদার বেটী।
দুনো ছোরবা ভিসাথ দুনো ছোকরী ভিসাথ,
আর এক বেটা ঝুলপি কাটা কামড়ে নিল টুটি॥

* এইরূপ চিহ্নের গানগুলি ঠাকুর গাহিতেন।
† " " " দাদা গাহিয়া ঠাকুরকে শুনাইতেন।
‡ " " " শিবুদাদার নিকট শোনা।

(৪) গান—কাওয়ালি। ✢

কি ঠাঁউর দেখলাম চাচ্চা কি ঠাঁউর দেখলাম চাচ্চা।

সারি সারি বসে আছে বেনিয়ে বাঁশের মাচ্চা॥
এক মাগী হিংঙ্গীর পরে অস্থরের টিকি ধরে।
গলায়ে দেছে সাঁপ জড়ায়ে বুকে মেরেছে খোচ্চা॥
হাদা হলদ্া ছুটা ছুড়ী রূপে যেন বিদ্যাধরী।
পরণে ঢাকাই সাড়ী কাম করেছে সাচ্চা॥
আর এক জনার লম্বা বদন কাণ ছুটা তার কুলার মতন।
দাঁতেতে তার হরেক গঠন মাথাটী তার হোচ্চা॥
ময়ুরের উপর চড়ে যিনি রূপের ভারি চক্‌চকানি।
গলায়ে তার কোচান উড়ানি, উনি যেন সোনা গাছির লোচ্চা॥

হাদা হলদা হইতে সাচ্চা আবধি ঠিক একমাগী হইতে খোচ্চা পর্য্যন্ত যেরূপ হইয়াছে, সেইরূপ হইবে। ঐরূপে বাকিগুলি একে একে সব হইবে।

(৫) গান—ঝাঁপতাল। ✢

শ্যামা একবার নেবে দাঁড়া, (ওমা) ভাঙ্গবে বুড়োর পাজরা কাটি।

আবার শিব মলে অনাথ হবে, কাৰ্ত্তিক গণেশ ছোকরা ছুটী॥
যে দেখি তোর নাচনের জোর (ওমা) নেচে ভাঙ্গলি শিবের পাজোর গো।
বিষ খেবোর নাইক যে জোর, সাধে কি মুদেছে আঁখি॥

---

(৬) বারোয়া—কাওয়ালী। ৭

ঘোরবেশ এলকেশী ন্যাংটা কার কামিনী—২ ॥
রাজার নন্দিনী হয়ে বেড়াও রনে মত্ত হয়ে।
বসন টেনে দাও ঘোমটা কার কামিনী ॥

(৭) মনোহরসাহী—ঝাঁপতাল। ঞ্চ

কেরে কাল কামিনী কাল কালরূপিনী এলরে রণ মাঝে।
সঙ্গেতে যোগিনী সমরে শমন, শমন সম সমরে সাজে ॥
(কিবা) নব ষোড়ষী মুক্তকেশী ইন্দুমুখে বিন্দু হাসি।
বাম করেতে ধরে অসি, অর্দ্ধ শশী ভালে বিরাজে ॥
লজ্জা ভয় ত্যজ্য করে শর্য্যা শিব হৃদিপরে।
দ্বিগম্বরী দ্বিগম্বরা দম্ভ করে দনুজ মাঝে ॥

(৮) ভৈরবী—একতালা। *

আমার জাতি গেয়েছে (ছুওনারে শমন)।
যদি বলিস ওরে শমন আমার জাতি গেল কিসে?
আমি ছিলাম গৃহবাসী কেল সর্ব্বনাশী (আমায়) সন্ন্যাসী করেছে ॥
(আমি) একা মরি পুড়ে তাহে চাকলা জুড়ে অনাহত বর উঠেছে।
সেই কথা শুনে রিপু ছয় জনে (আমায়) সেইদিনে ছেড়েছে ॥

---

(৯) সাহানা—ঝাঁপতাল। *

যখন যে রূপে কালী রাখিবে আমারে।
সেই সে মঙ্গল যদি না ভুলি তোমারে॥
বিভুতি বিভূষণ রতন মণি কাঞ্চন।
বৃক্ষমূলে বাস কি রতন সিংহাসন পরে॥

---

(১০) খাম্বাজ—একতালা। *

কে কানাই নাম ঘুচাল তোর। (আঁখর—ওহে ব্রজের মাখম চোর)
ষড়-ঐশ্বর্য্য ত্যজ্য করে কেন পরেছ কৌপিন ডোর॥
(আঁখর—কি অভাবে রে কানাই, একি ভাবরে কানাই)
কোথা রে তোর পীত ধড়া কে নিল তোর মোহন চূড়া।
নদে এসে নেড়া মুড়া হরি প্রেমে হয়ে বিভোর॥
অশ্রুকম্প স্বর-ভঙ্গ পুলকে পূর্ণিত অঙ্গ।
সঙ্গে লয়ে সাঙ্গ পাঙ্গ হরি নামে হয়ে বিভোর॥

(১১) বাউল—কাওয়ালি। *

কাল বেড়াল কে পুষেছে পাড়াতে।
আমায় ধরে দেগো নলিতে॥
ওকে ভাতার পুতখাগী সে বেড়াল সোহাগী
ভাড়েতে থাকতে দেয় না ঘি;
ভাড় ভেঙ্গেছে দই খেয়েছে মুখ মুচেছে কাথাতে।
এবার তারে ধরা পেলে দিব কংস রাজার জেলেতে॥

(১২) বাউল—কাওয়ালি। ঞ্চ

কোন সময়ে কোন রাগিনীতে কালা গান করে বাঁশীতে।
বাঁশীর সপ্ত ছিদ্র কে গঠিল সই সা রে গা মা সাধিতে॥
আমরা নারী কুলের বালা জানি না রাগ-রাগিনীর নাম,
বাঁশীর জ্বালাতে মলাম।
ধন কুলমান সকলি গেল সই, কালা চাঁদের হাঁসিতে॥

(১৩) বাউল—কাওয়ালি। *

ফুস ফুস ফুস সব ফাঁকি—২।
ঝুলিতে মালা রেখে জপলে আর হবে কি॥
যে জপে মনের মালা তার অন্তরে নাইক মলা
তার অন্তর খোলা ভাব দেখি;
ও তার হৃদয়ে চৈতন্ত জাগে তার কাঠের মালায় করবে কি॥

(১৪) একতালা। ঞ্চ

মনে বাসনা থাকিতে কি হবে বলনা জপিলে তুলসী মালা।
চিতে কামনা থাকিলে নাকে তিলক কাটিলে ভোলে কি চিকন কালা॥
যোগের নিধি মিলত যদি পরিলে কৌপিন ঝোলা।
তবে ত্যজে স্বর্ণ কাশি হইয়ে সন্ন্যাসী শ্মশানে যেতনা ভোলা॥
তাই বলি ওরে পামর মন সদা হওরে হরি বোলা।
ভবে স্বার্থ পরিহরি মুখে বল হরি চেয়ে দেখ গেল বেলা॥
ভক্তের তরে হরি রাখালিয়া সনে বনেতে করিতেন খেলা।
সে যে ভক্তি ডোরে বাঁধা বহিতেন নন্দের বাঁধা নন্দালয়ে নন্দলালা

(১৫) লগ্নি-খাম্বাজ—কাওয়ালি। *

দিন গেল তোর নিজের দোষে (ক্ষেপা) ভাঙ্গল না তোর মায়ার ঘুম।
গোলাপায়রার বাচ্চা পুষে আদর করে খাচ্চো চুম॥
হাট করে নে বেলাবলি ঠেলাঠেলি লাগবে ধুম।
বোলবেনা সে রাধাকৃষ্ণ সদাই করবে বাকুম্ কুম্॥
ঘোর তুফানে মরবি প্রাণে সদাই জ্বলবে চিতাগুণ॥

(১৬) বাউল—একতালা। *

প্রেমিক লোকের স্বভাব স্বতন্তর।
(ও তার) থাকে না ভাই আত্মপর॥
প্রেম এম্নি রত্নধন কিছু নাইক তার মতন।
ইন্দ্রপদকে তুচ্ছ করে প্রেমিক হয় যেজন;
(ওসে) হাস্য মুখে সদাই থাকেরে হৃদয় জুড়ে সুধাকর॥
প্রেমিক চায়নাক জাতি চায়না সুখ্যাতি
ভাবে হৃদয় পূর্ণ হয়না ক্ষুন্ন রটলে অখ্যাতি;
(ও তার) হস্তগত স্বর্গের যাবি থাকবে কেন অন্যডর॥
প্রেমিকের চালটা বেয়াড়া কিছু বেদ বিধি ছাড়া
আঁধার কোলে চাঁদও গেলে (তার) মুখে নাই সাড়া;
(আবার) চৌদ্দ ভুবন ধ্বংস হলেও (ওসে) আসমানেতে বানায় ঘর

(১৭) বাউল একতালা। †

ভেবে মরি কি সম্বন্ধ তোমার সনে।
তত্ত্ব তাঁর না পাই বেদ পুরানে॥
তুমি আছ সর্ব্ব ঠাই শাস্ত্রে শুনতে পাই
কিন্তু আলপ নাই তোমার সনে।
তুমি হবে কেউ আমার (আঁখর-হরি হে) আপনার হতে আপনার
আপনার নইলে মন কি টানে। (আঁখর তোমার পানে)॥
তুমি জনক কি জননী ভাই কি ভগ্নী হৃদয়ে বন্ধু কিংবা পুত্র কন্যে।
আছে স্বজন পরিজন (হরি হে) দারা সুত ধন
তুলনা না হও কারুর সনে; (তুমি হে হরি)
তোমার এ নহে সম্ভব একি অসম্ভব সম্পর্ক নাই তবু পর ভাবিনে
(কিসের জন্যে)॥

(১৮) বাউল—একতালা। *

যিনি মহারাজা এই বিশ্ব যাঁর প্রজা জাননারে মন আমি পুত্র তাঁর।
সামান্য ত নই রাজ পুত্র হই পিতার ধনে আমার পূর্ণ অধিকার॥
আমার পিতার রাজ্যসমুদয় আমায় কেবা দিতে পারে ভয়
এ ভব-সংসার পিতার পরিবার কণ্ঠের হাররে;
পিতার রাজ-সিংহাসন হৃদয় আমার॥
পিতার ভালবাসায় সবাই ভালবাসে বৃক্ষগণ আদি ফলফুলে তোষে
বায়ু বহে গায় জলধ যোগায় জলরে;
তাইতে রবি শশী আসি নাশে অন্ধকার॥

(১৯) বাউল—কাওয়ালী। *

মন কোরোনা কাজে হেলা।
চলা নয় ধিকিধিকি এমন চিকিমিকি চাঁদের বেলা।।
অরুণ যায় বসতে পাটে আর কি বিলম্ব খাটে
সঙ্গী জোটে না জোটে একাই বার মেলা;
বাঁধ অনুরাগে কোমর কোসে চল আলোর সঙ্গে আলোর দেশে
আনন্দে থাকবি বসে শমন এসে (ও ক্ষেপামন) কাটবে কলা।।

(২০) গান। *

যার দুঃখ সেই জানে পর কি জানে পরের দায়।
যার জন্যে যতবার কতই রূপ ধরি আহিরিনী নাপিতিনী হয়ে চরণ ধরি
এবার রাখবনা আর কাল অঙ্গ, রাধার স্বরূপে মেশাব অঙ্গ
হইব গৌরাঙ্গ অঙ্গ দেখা দিয়ে হই বিদায়।।

(২১) গান।

এমন অমূল্য ও শ্রীরামনাম কে শুনালে আমার কর্ণে।
আজ এমন শোক নিবারণ কল্লে অশোক অরন্যে।।
এদুর্দ্দিনে যে ধন বিনে আমি হয়ে আছি দৈন্যে।
বলে কি জানব আমি জানেন ত সেই অন্তর যামী
শ্রীরামচন্দ্রের স্বামী পেয়েছিলেন অনেক পুন্যে।।
আমি দাসী বলে আসি দুটি চরণ সেবার জন্যে;
তাতে বিধি হয় বিবাদি হারাই নিধি সে নীলবর্ণে।।

(২২) অহংসিন্ধু—একতালা। ৭

ওমা গাতোল গাতোল বাঁধ মা কুন্তল ঐ এল তোর পাশাণী-
তোর ঈশানী।
লয়ে যুগল শিশু কোলে মা কই মা কই বলে ডাকছে মা তোর
শশধর বদনী॥
মাগো ত্রিভুবনে মান্যে ত্রিভুবনে ধন্যে
তোর মেয়ে সামান্য নয় গো রানী।
আমরা ভাবতাম ভবের প্রিয়ে
আজ শুনি তোর মেয়ে উনি নাকি ভবের ভয় হারিনী॥
এমন রূপ দেখি নাই কার হরে মনের অন্ধকার
মা তোর হর-মনোমোহিনী॥

দাদা।—(কমলকে)। "যিনি মহারাজা"ও "এ জগতের মাঝে যেখানে যা সাজে" এই দুটো গান ঠাকুর ও হৃদয় দাদা একসঙ্গে গাইতেন। দুটো একসুর। আর "আমি আর কিছুধন চাইনে কেবল ঐ চরণের ভিক্ষারী হে হরি"—ইত্যাদি।

(২৩) ভীমপলশ্রী—একতালা।

তোমায় আসিতে হবে এ আসনে।
যদি দেখা নাহি দিবে কথা না কহিবে কেন আনিলে এখানে॥
তুমি যে আমার হৃদয়ের স্বামী অন্তরের কথা জান অন্তরযামী
তোমায় নিয়ে এ বিজনে আমি রহিব অতি গোপনে॥
তুমি বিনা প্রভু কে আমার আছে
মাভৈঃ রবে এসে দাঁড়াইবে কাছে।
ওহে বিশ্বরূপ দেখাও সেরূপ শমন পালায় যার শাসনে॥

বন্দি হয়ে আছি দেহেরি মাঝারে
তার উপরে বন্দি আছি মহাগারে।
আমার সকল বন্ধন হইবে মোচন
একবার দেখা দাও প্রভু নয়নে নয়নে ॥

(২৪) কীর্ত্তন ঝাঁপতাল।

তোমার প্রেম পাথারে যে সাঁতারে এ ভবের ভয় কি তার মা আছে।
তার ঘৃণা লজ্জা মান অভিমান সকলি যে মুছে গেছে ॥
পাগল নয় সে পাগল পারা তার দুনয়নে বহে ধারা।
যেন সুরধনীর ধারার মত ত্রিধারায় ধারা মিশে গেছে ॥
না জানে সে কোন ধর্ম্ম বেদ বিধি কোন কর্ম্ম।
তার তুমি ধর্ম্ম তুমি কর্ম্ম মা সে তোমার চরণ সার করেছে ॥

* স্বরলিপির চিহ্ন সকল।

১। স—ষড়জ—ময়ুর। রে—ঋষভ—বৃষ। গ—গান্ধার—ছাগ। ম—মধ্যম—বক। প—পঞ্চম—কোকিল। ধ—ধৈবত—অশ্ব। নি—নিষাদ—হস্তী।

২। উদারার নীচে বিন্দু কিংবা রেফ্ থাকে যথা—স্, গ্, প্, ইত্যাদি। মুদারার কোন চিহ্ন থাকে না। তারার উপরে বিন্দু কিংবা রেফ্ থাকে যথা—সাঁ, র্গ, র্পা ইত্যাদি।

৩। স হইতে নি পর্য্যন্ত উর্দ্ধ গতিকে অনুলোম কহে। নি হইতে স পর্য্যন্ত নিম্নগতিকে বিলোম কহে।

৪। কোমল রে, এর চিহ্ন—ঋ। কোমল গ, এর চিহ্ন—জ্ঞ। কোমল ধ, এর চিহ্ন—দ। কোমল নি. এর চিহ্ন—ণ। এই চারিটী কোমল হয়। কোমল ম, এর চিহ্ন অর্থাৎ কড়ি মধ্যম—ক্ষ।

৫। ⌐ এইরূপ চিহ্ন থাকিলে কম্পন বুঝিতে হইবে। স্বরলিপির নিচে — এইপ্রকার লাইন থাকিলে কথাগুলি শীঘ্র হইবে।

মাত্রা চিহ্ন।

৬। × —সিকি মাত্র। ঃ—অর্দ্ধ মাত্রা। ।—এক মাত্রা।

তাল চিহ্ন।

৭। ০—ফাঁকের চিহ্ন। ১—প্রথম তাল। +—দ্বিতীয় তাল। (অর্থাৎ সম) ৩—তৃতীয় তাল।

৮। ১২ মাত্রায় একতালা হয়—
```
০       ১       +       ৩
। । ।,  । । ।,  । । ।,  । । ।
```

৯। ১৬ মাত্রায় কাওয়ালী হয়—
```
০         ১         +         ৩
। । । ।,  । । । ।,  । । । ।,  । । । ।
```

১০। ১০ মাত্রায় ঝাঁপতাল হয়—
```
১       +     ০     ৩
। । ।,  । ।,  । ।,  । । ।
```

১১। ১২ মাত্রায় চৌতাল হয়—
```
১   ০   +    ০   ৩   ৪
। । । । । ।, । । । । । ।
```

* স্বরলিপির মধ্যে যে শূন্যগুলি আছে সেগুলি সুরের টান ও সা, রো, নো ইত্যাদি যেগুলি আছে সেগুলি ।, ।, ।, মাত্রা বুঝিতে হইবে।

স্বরলিপি আরম্ভ।

(১) কীর্ত্তন—একতালা।

৩ ০ ১ + ৩
সা গা া । মা পা পা । পা পা ধা । মা পা মা । গা া রো
ক হে ০ । শি খ রী । ০ জা মাই । না ই ভি । খ ০ রী

০ ১ + ৩ ০ ১
পা পা া । পা া ধা । মা পা মা । গা রো া । পা পা া । ধা া া
শি বে ০ । র এ খন । স্ব ০ র্ণ । পু রী ০ ॥ সে যে ০ । র ত ন

+ ৩ ০ ১ + ৩
পা ধা নি । ধা া া । মা পা া । পা ধা া । ধা া া । ধা ণা ধঃপঃ
ম য় ০ । কা শী ০ । শি খ রী । তা তে ০ । উ মা ০ । শ শী ০

০ ১ + ০ ১
মা া া । পা া া । পা া া । ধা নি র্সা । র্রো র্সা নি
আঁখর—(ত থা ০ । দে খে ০ । এ লা ম) । অ ন্ন পূ । র্ণা ন মে

+ ৩
ধা া পা । মঃগঃ রো সা
রা জ রা । জে শ্ব রী ॥

ঃশিবের সাধের হইতে শঙ্করী অবধি ঠিক সে যে রত্নময় হইতে রাজ-রাজেশ্বরী পর্য্যন্ত যেমন হইয়াছে তেমন হইবে।

(২) আলাইয়া—একতালা।

৩ ০ ১ + ৩
নিা । । ধা । পা ধা । । নিা র্রো । র্সা । । প
শি বে র তু ০ ল্য জা মা ই আ ছে ০ কা ০ র। (তুমি)

০ ১ + ৩ ০ ১
পা ধা পা মা । । পা । । পা ধা নিা র্সা । র্রো র্রো
জা ন না শি খ রী ক ত পূ ণ্য ক রি শি ব কে দান

+ ৩ ০ ১
র্গা র্সা র্সা নিা । ধা পা । পা ধা পা মা । ।
করে ছি প্রা ণে র কু মা রী, এ খন আ মার গৌ রী

+ ৩ ০ ১ + ৩
পা । । ধা নিা । র্সা । । র্রো । । র্গা র্রো । র্সা । ।
রা জ রা জে শ্ব রী, কা শী ০ ধা মে ০ চ ম ৎ কা ০ র।।

১ + ৩ ০
।। । ধা ধা । নিা র্সা । র্রো র্সা । । ধা
মার কি জা মাই আ মার আ ছেন শ্ম শান বা সী দেখ

```
          ১          +           ৩           ০
ধা র্রো    সা ।  ।   নি ।  সা    ধা পা ।     পা ধা  পা
বে চ      ল  রা ণী  শি বের স্ব   র্ণ কা শি   কা শীর ক

১          +          ৩            ০           ১              +
পা  মা ।   পা ।  ।    ধা ।  নি     সা ।  র্রো   র্রো গা  র্রো   সা ।  ।
থা  কি আর  এক মূ খে   প্র কা শি,   শ  ত  মূ    খে  কও য়া   ভা ০  র॥
```

(৩) গান—কাওয়ালী।

```
          ০              ১            +               ৩
মা        পা ।  ধা  ণা    ধা ।  ।  ।    পা ।  ধা  ণা     ধা ।  পা ।
(ও কে)    মা ০  এ   লি    গো ০  ০  ০    গি রি দা দার    বে ০  টা ০ ।

ধ         সা ।  ।   নি   সা ।  ।  ।     র্রো ।  সা  ণা   ধা ।  ।  ।
(ছুনো)    ছো ক  রা  ভি   সা থ  ছু নো    ছো  ক  রি  ভি   সা ০  ০  থ

ধ         নিধা ।  ।     সা ।  নি সা     র্রো সা ণা ধা    পা ।  ।  ।
(আর)      এক  বে টা    ঝুল পি কা টা    কাম ড়ে নি ল     টু ০  টি ০॥
```

(৪) গান—কাওয়ালী।

০ ১ +
ম র্পা া ধা ণা ধা া র্পা া ম পা া ধা ণা
(কি) ঠাঁ উর দেখ লাম চা ০ চ্ছা ০ (কি) ঠাঁ উর দেখ লাম

ধা া পা া র্সা া া া নি র্সা নি র্সা র্রে া র্সা ণা
চা ০ চ্ছা ০। সা রি সা রি ব সে আ ছে বেনি য়ে বা শের

ধা া র্পা া র্পা া ধা র্সা র্রে া া া র্সা া র্রে া
মা ০ চ্ছা ০॥ এ ক মা গী হিং স্রীর প রে অ সু রে র

র্সা ণা ধা র্পা নি া র্ঁ া র্সা া নি র্সা র্সাঃ র্রেঃ র্সা ণা ধা
টি কি ধ রে গ লায় দে ছে সাপ জ ড়া য়ে বু কে মে রে ছে

ধা া পা া
খো ০ চ্ছা ০॥

হাদা হলদা হইতে সাচ্ছা অবধি ঠিক একমাগী হইতে খোচ্ছা পর্য্যন্ত যেরূপ হইয়াছে, সেইরূপ হইবে। ঐরূপে বাকিগুলি একে একে সব হইবে।

(৫) গান—ঝাঁপতাল।

১ + ০ ৩ ১
সা মা । সা মা পা । পা । । সা । ।
শ্যা মা ০ এক বার নে বে দাঁ ড়া ০ (ওমা) ভা ঙ্গ লো

\+ ০ ৩
র্সা । ধা নি । ধা র্পা । প পা । । র্সা । র্সা রে।
বু ড়োর পা জ রা কা টি ০। (আবার) শি ০ ব ম লে অ নাথ

র্সা নি। । ধা র্রে। । র্সা নি। ধা নি। ধা র্পা । মা । । মা পা
হ বে ০ কা র্ত্তি ক গ ণেশ ছোক রা দু টি ০॥ যে দে ০ খি তোর

ধা । ণা ধা পা প ধা । । পা । মা পা পা । ।
না চ নের জো র (ওমা) নে চে ০ ভাঙ্গ লি শিবের পাজর গো ০ ০

ধা । । র্সা । র্সা র্রে। র্সা নি। । ধা র্রে। । র্সা নি।
বি ০ ষ খে গোর নাই কো সে জো র, সা ধে ০ কি মু

ধা ণা ধা র্পা ।
দে ছে আঁ খি ০॥

(৬) বারোয়া—কাওয়ালী।

১ + ৩

মা । গা । মা । পা । মা পা র্সা ণা ধা পা মা ।

ঘো র বে শ এ লো কে শী ন্যা ং টা কার কা মি নী ০ (দুইবার হইবে)।

মা । ধা ণা র্সা । । । ণা । ধা । পঃণঃ ধা পা মা

রা জা র ন ন্দি নী হ য়ে বে ড়াও র ণে ম ত্ত হ য়ে

মা ধা । । ণা । । ধা র্পা সা । ণা ধা । পা মা

ব স ন ০ টে ০ নে দাও ঘোম টা ০ কার কা ০ মি নী॥

(৭) মনোহরসাহী—ঝাঁপতাল।

১ + ০ ৩

রো । । মা রেঃ মঃ পা । পা । । মা । । পা ধঃ সঃ

কে রে ০ কা ল কা মি নী কা ল ০ কা ল ০ রূপিনী এল রে

নি র্সা নি । । ধা । । ধা র্সা । নি । । ধা পা । মা পা ।

র ণ যা ঝে ০ স ঙ্গে তে যো গি নী স ম রে শ ম ন শ ম ন

ধা পঃ মঃ | গা । | রো র্সা । | গ গা । । | পা । | পা ধা | পা ধা ।
স ম স | ম রে | সা জে ০ | (কিবা) ন ব ০ | ষোড় শী | মু ক্ত | কে শী ০

র্সা । । | র্রে র্সা | নিা র্রে | র্সা । । | পা । । | ধা র্সা | নিা । | ধা পা ।
ই ন্দু ০ | মু খে | বি ন্দু | হা সি ০ | বা ০ ম | করে তে | ধ রে | অ সি ০

মা পা । | ধা পঃ মঃ | মা গা | র্রে র্সা ।
অ র্দ্ধ ০ | শ শী ভা | লে বি | রা জে ০ ॥

লজ্জা ভয় হইতে শেষ পর্য্যন্ত ঠিক নব ষোড়শী হইতে বিরাজে পর্য্যন্ত যেমন হইয়াছে তেমন হইবে।

(৮) ভৈরবী—একতালা।

০ | ১ | + | ৩
পা মা । | জ্ঞা । । | ঋা জ্ঞা ঋা | সা । । | সা পা । | দা । । | দা । দা
আ মা র | জা তি ০ | গি ০ য়ে | ছে ০ ০ | (ছু ও না | রে ০ ০ | শ ম ০

দা । পা | মা । । | দা ণা । | র্সা । । | র্সা । । | মা । । | জ্ঞা মা ।
০ ০ ন) | য দি ০ | ব লি স | ও রে ০ | শ ম ন | আ মা র | জা তি ০

দা ণা । | ণা র্সা । | প পা র্সা । | র্রে র্সা । | ণা র্সা ণা
গে ল ০ | কি সে ০ | (আমি) ছি লাম গৃ | হ বা সী | কে ল স

দা পা া গা া া পা া া পা া া দা া া ম মা া া
র্ব্ব না শী আ মা য় স ন্ন্যা ০ সী ক ০ রে ছে ০ (আমি) এ কে ০

দা ণা া র্সা া া র্সা া া র্সা জ্ঞা া রে্া র্সা া ণা র্সা া র্সা া া
ম রি ০ পু ড়ে ০ ০ ০ ০ তা হে ০ চাক লা ০ জু ড়ে ০ ০ ০ ০

মা া া দা ণা া র্সা রে্া া র্সা া া পা া র্সা র্সা া রে্া ণা র্সা ণা
অ না হ্ ত র ব উ ঠে ০ ছে ০ ০ সে ই ক থা শু নে রি পু হ্

ণা ধা পা জ্ঞা া া পা া া পা া া দা া া
য় জ নে আ মা য় সে ই দি নে ছে ০ ড়ে ছে ০ ॥

(৯) সাহানা—ঝাঁপতাল।

+ ০ ৩
১ধা া া পা মা পা মা পা া া পা র্সা া ণা পা মা পা
ষ খ ০ ন যে রূ পে কা ০ লী রা খি ০ বে আ মা ০

জ্ঞা া া জ্ঞা া া মা া রো া র্সা া া র্সা রে্া া রে্া র্সা
রে ০ ০ সে ০ ই সে ম ঙ্গ ল য দি ০ না ভু ০ লি তো

নি র্সা ণা । । মা পা । নি। । র্সা । র্সা । । পা । । রো সা
মা ০ রে ০ ০ বি ভু ০ তি বি ভূ ০ ষ ণ ০ র ত ০ ণ ম

নি। র্সা ণা ধা পা মা । । রো মঃ রেঃ পা মা পা । ।
ণি কা ঞ্চ ০ ন বৃ ক্ষ ০ মূ লে বাস কি র ত ০ ন

র্সা । । ণাধঃ পঃ মা পা জ্ঞা । ।
সি ০ ং হা স নো ০ প রে ০

তারপর সেই সে মঙ্গল যদি ইত্যাদি হইয়া মিল হইবে।

(১০) খাম্বাজ মিশ্র—একতালা।

০ ১ + ৩
স গা মা গা রো । গা মা ধা । পা । । স
কে কা না ই না ম ঘু চা লে ০ তো ০ র আঁথর (ওহে

গা । । রো গা । রো গা মঃপঃ মা গা রেঃস পা । র্সা র্সা । নি।
ব্র জে র মা থ ম চো ০ ০ ০ ০ র। ষ ড় ঐ শ্ব ০ র্য্য

ধা র্সা নি। ধা পা । প ধা ণা ধা পা । রো গা । ।
ত্য ০ জ্য ক রে ০ (কেন) প রে ০ ছ ০ কৌ পি ০ ন

রো গা মঃপঃ গ রো । গা মা পা । ম রো । গা
ডো ০ র (কি অ) ভা বে রে কা না ই (একি) ভা ব রে

মা পা ‌।   প ধা ণা ধা   পা । রো   গা । ।   রো গা রেঃসঃ
কা না ই   (তুমি) প রে ০   ছ ০ কৌ   পি ০ ন   ডো ০ র।)

পা মা ।   গা রো ।   গা পা ।   ধা নি ।   পা নি ।   র্সা । ।
কো থা ০   রে তো র   পী ত ০   ধ ড়া ০   কে নি ০   ল তো র

নি র্সা নি   মা পা ।   ধা পা ।   গা রো ।   গা পা ।   ধা নি ।   ধা ণা ধা
মো হ ন   চূ ড়া ০   ন দে ০   এ সে ০   নে ড়া ০   মু ড়া ০   হ রি ০

পা মা ।   রো গা ।   রো গা রেঃসঃ
প্রে মে ০   হ য়ে ০   ভো ০ র ।

অশ্রুকম্প হইতে শেষ পর্য্যন্ত ঠিক কোথারে তোর পীতধড়া হইতে হয়ে বিভোর পর্য্যন্ত যেমন হইয়াছে তেমন হইবে।

(১১) গান—কাওয়ালী।

০   ১   +   ৩
গা । মা ।   গা । রো ।   গা । রো ।   র্সা । । ।   প
(কাল বেড়াল)   কে ০ পু ০   ষে ০ ছে ০   পা ০ ড়া ০   তে ০ ০ ০   (আমায়)

পা । ধা ।   ণা । ধা ।   পা । মা ।   গা । । ।   সা   মা । । ।
ধ ০ রে ০   দে ০ গো ০   ন ০ লি ০   তে ০ ০ ০   (ওকে)   ভা ০ তা র

পা । । ।   ধা । । ।   পা । । ।   প   গা । মা ।   গা । রো ।   সা । । ।
প ত খা ০   গী ০ ০ ০   ০ ০ ০ ০   (সে)   বে ০ ডা ল   সো ০ হা ০   গী ০ ০ ০

সা । । । সা । নিা । সা । মা । গা । রো । সা । । ।
০ ০ ০ ০ ভা ড়ে তে ০ থা ক তে ০ দে য় না ০ ঘি ০ ০ ০;

পা । ধা । র্সা । । । র্সা । । রো সা । নিা । র্সা । । । সা । । ।
ভা ড় ভে ০ ঙ্গে ০ ছে ০ দ ই ০ খে য়ে ০ ছে ০ মু ০ খ পু চে ০ ছে ০

নিা । ধা । পা । । । পা । র্সা । র্সা । । । র্সা । র্রো । র্সা । নিা । নি
কা ০ থা ০ তে ০ ০ ০। এ ০ বা র তা ০ রে ০ ধ ০ রা ০ পে ০ লে ০ (দিব

র্সা । । । র্সা । । । নিা । ধা । পা । । ।
ক ০ ং স রা ০ জা র জে ০ লে ০ তে ০ ০ ০।

(১২) বাউল—কাওয়ালী।

০ ১ + ৩
পা । । । মা মঃগঃ সা রো স পা মা । গা রো । সা ।
কোন স ম য়ে কোন রাগি ণী তে (কালা) গান ক রে বাঁ শী ০ তে ০।

প র্সা । । । র্সা র্রো র্সা নিা র্সা । । । নিা ধা পা ।
(বাঁশীর) স প্ত ছি দ্র কে গ ঠিল সই সা রে গা মা সা ধি তে ০

সা । মা । পা । । । ধা । ণা ধা পা মঃধঃ পা ।
আম রা না রী কু লের বা লা জানি না রাগ রা গি ণীর না ম

মা । । । মা । । । গা মা গা রো সা । । । র্সা । । ।
ও ০ স ই বাঁ ০ শী র জ্বা লা তে ম লা ০ ০ ম; ধন কু ল মান

র্সা র্রে র্সা নি্া র্সা । । । নি্া ধা পা ।
গক লি গেল সই কা লা চাঁ দের হা সি তে ০ ॥

(১৩) বাউল—কাওয়ালী।

০ ১ +
পা । । মা গা রো সা । পা । । মা
ফুস ফু উস ফুস সব ফা কি ০ ফুস ফু উস ফুস

৩
গা রো সা । সা । নি্া । সা গা মা পা র্সা । ণঃধঃ পা
সব ফা কি ০। ঝু লি তে ০ মা লা রে খে জ প লে আর

মা গঃমঃ পা । সা । । । মা । পা দঃপঃ মা গা মা পা
ক রে কি ০ ॥ যে জ পে ০ ম নের মা লা তার অন্ ত রে

গা মঃ গঃ রো সা | স নি় া সা গা | রো া সা া
না ই ক ম লা | (তার) অন তর খো লা | ভাব দে খি ০

সা া া া | পা া া া | সা া া া | নি া ধা পা | প পা ধা
০ ০ ০ ০ | ও যা ০ র | হৃ দ য়ে চৈ | ত ন্য জা গে | (তার) কা ঠের

ণা ধা | পা মা গা া
মা লায় | কর বে কি ০।

(১৪) গান—একতালা।

০ ১ + ৩
গ মা া া | মা া া | জ্ঞা পা মা | জ্ঞা রো জ্ঞা | মা পা মা
(মনে) বা স না | থা কি তে | কি হ বে | ব ল না | জ পি লে

জ্ঞা রো জ্ঞা | মা পা া | ধা া া | ম মা পা ণা | ণা া া | ণ
তু ল সী | মা ০ ০ | লা ০ ০। | (চিতে) কা ম না | থা কি লে | (নাকে)

ণা র্সা া | ণা া ধা | পা ণা ধা | পা মা া | জ্ঞা মা পা | ধা া া
তি ল ক | কা টি লে | ভো লে কি | চি ক ন | কা ০ ০ | লা ০ ০।

জ্ঞা মা া | ধা া া | ণা া া | ণা ধা া | ণা র্রে া | র্সা ণা া
যো গে র | নি ধি ০ | মি ল ত | য দি ০ | প রি ০ | লে কৌ ০

ধা । ।	ণা । ।	ম মা পা ণা	ণা । ।	ধা ণা ধা
পি ন ঝো	লা ০ ০	(তবে) ত্য জে স্ব	র্ণ কা শী	হ ই য়ে
পা ধা পা	মা পা মা	জ্ঞা রো জ্ঞা	মা পা ।	ধা । ।
স ন্ন্যা সী	শ্ম শা নে	যে ত না	ভো ০ ০	লা ০ ০

তাই বলি হইতে গেল বেলা পর্য্যন্ত ঠিক যোগের নিধি হইতে যেতনা ভোলা পর্য্যন্ত যেমন হইয়াছে, তেমন হইবে। ঐরূপ বাকিগুলি হইবে।

(১৫) লগ্নি-খাম্বাজ—কাওয়ালী।

০	১		+
পা । । ।	মা । গা ।	গ	সা । গা ।
দিন গে ল তোর	নি জের দো ষে	(ক্ষেপা)	ভাঙ্গ ল না তোর
৩			
মা । পা ।	র্সা । । ।	নি । ধা পা	পা ধা ণা ধা
মা য়ার ঘু ম	গো লা পায় রার	বা চ্ছা পু ষে	আ দর ক রে
পা মা পা ।	মা পা নি ।	সা । । নি	সা গা রো সা
খা চ্ছো চু ম	হাট কো রে নে	বে লা বে লি	ঠে লা ঠে লি
নি রো র্সা ।	পা র্সা নি র্সা	ধা ণা ধা পা	ধা পা মা গা
লাগ বে ধু ম।	বোল বে না সে	রা ধা কৃ ষ্ণ	স দাই কর বে

মা গা মা গা   পা র্সা নি র্সা   ধা ণা ধা পা   ধা পা মা গা
বা কুম কু ম   ঘোর তু ফা নে   মর বি প্রা ণে   স দাই জ্বল বে

মা গা মা পা
চি তা গু ণ।

(১৬ বাউল—একতালা।

০			১			+			৩			
মা	পা	মা	গা	া	া	রো	গা	া	রো	সা	া	সা
প্রেমিক	লো	কের	স্ব	ভা	ব	স্ব	০	ত	ন	ত	র।	(ও তার)
পা ধা া	ণা ধা া	পা ধা পা	মা া া	সা া া	মা া া							
থা কে ০	না ভা ই	আ ০ ত্ম	প ০ র	প্রে ০ ম	এ ম নি							
পা া া	ধা া পা	মা া া	গা মা গা	রো গা রো	সা া া							
র ত ন	ধ ০ ন	কি ছু ০	না ই ক	তা র ম	ত ০ ন							
রো া া	রো া া	রো া গা	রো গা া	মা া া	গা া রো							
ই ন দ্র	প দ কে	তু ০ চ্ছ	ক রে ০	প্রে মি ক	হ য় যে							

সা । । পা । । র্সা । । র্রে র্সা । নি৷ । । ধঃনি ধা পা
জ ০ ন ও সে ০ হা ০ স্য মু খে ০ স দা ই থা কে রে

পা ধা । গা ধা । পা ধা পা মা । ।
হৃ দ য় জু ড়ে ০ সু ধা ০ ক ০ র॥

প্রেমিক চায়নাক হইতে অন্তর পর্য্যন্ত ঠিক প্রেম এম্নি হইতে সুধাকর পর্য্যন্ত যেমন হইয়াছে তেমন হইবে ঐরূপে বাকিগুলি হইবে।

(১৭) বাউল—একতালা।

\+ ৩ ০ ১
গা । । মা পা । মা জ্ঞা । রো সা । নি৷ । । সা রে সা ম
ভে বে ০ ম রি ০ কি স ০ ন্ম ধ্য ০ তো মা র স নে ০। (তত্ত্ব)

পা । । ধা পা । গা । মা পা মা গা ম ধা । । নি৷ । ।
তাঁ ০ র না পা ই বে দ পু রা ণে ০॥ (তুমি) আ ছ স র্ব্ব ঠা ই

র্সা । । নি৷ । । ন র্সা র্গা । র্রে । র্সা নি৷ । র্সা
শা স্ত্রে শুন তে পা ই (কিন্তু) আ লা প না ই আ মা র স

র্সা । । প ধা র্সা রো র্সা । । নি৷ র্সা । নি৷ ধা প
নে ০ ০ (তুমি) হ বে কেউ আ মা র আঁখর—(হ রি ০ হে ০ ০

নিা র্সা নিা ধা ণঃধঃ পা পা ধা পা পা মা ।
আপ নার হ তে আপ নার আপ নার ন ই লে ০

মা । গা মা পা । ধা ণা । ধা পা ।
ম ন কি টা নে ০ আখর—(তো মা র পা নে ০) ॥

তুমি জনক কি হইতে শেষ পর্য্যন্ত লাইনটী ঠিক তুমি আছ সর্ব্ব ঠাই হইতে তোমার পানে যেরূপ হইয়াছে সেইরূপ হইবে।

(১৮) বাউল—একতালা।

০ ১ + ৩
মা । । জ্ঞা । । জ্ঞা । রো রো সা । নি়া । সা গা । ।
যি নি ম হা রা জা (এই) বি শ্ব যাঁ র প্র জা জা ন না রে ম ন

মা । পা মা । । পা । দা দা । । পা । গা দা পা ।
আ মি পু ত্র তাঁ র। সা মা ন্য ত ন ই রা জ পু ত্র হ ই

মা পা মা গা । । মা । পা মা । । প প
পি তার ধ নে আ মার পূ র্ণ অ ধি কা র॥ (আমার পিতার)

পা মা জ্ঞা জ্ঞা মা । ম পা । । নি র্সা । র্জ্ঞা । ।
রা জ্য স মু দা য় (আমায়) কে বা দি তে পারে ভয় এ ভ ব

র্রে র্সা । নি । র্রে র্সা । । পা । । ণা । । গা পা মা মা । ।
সং সা র পি তার প রি বা র ক ০ ন ঠে ০ র হা ০ র রে ০ ০

প পা । ণা দা পা । মা জ্ঞা । রো সা ।
(পিতার) রা জ সিং হা স ন হৃ দ য় আ মা র ॥

তারপর জানলারে মন হইয়া মিল হইবে। আমার পিতার হইতে হৃদয় আমার পর্য্যন্ত যেমন হইয়াছে ঠিক পিতার ভালবাসায় হইতে শেষ পর্য্যন্ত তেমন হইবে।

(১৯) বাউল—কাওয়ালী।

০ ১ +
ম ম সা রো গা । মা । গা । রো । । ।
(মন কো) রো ০ না ০ কা ০ জে ০ হে ০ ০ ০

সা । । । স স মা । পা । প ধা ণা ধা । পা ধা
লা ০ ০ ০। (চল নয়) ধি কি ধি কি (এমন) চি কি মি কি চা দের

গা মা গা রো সা । স স মা । পা ধঃপঃ গা । মা পা
বে লা ০ ০ ০ ০॥ (অরুণ যায়) বস তে পা টে আ র কি বি

গা মঃগঃ রো সা | সা া নি়া া | সা া রো গা | মা া গা া
ল ম্ব ঘা টে | স ঙ্গী জো ০ | টে না জো টে | এ কাই ক র

রো া া া | সা া া া | ম ধা া া া | ধা া নি়া া
মে ০ ০ ০ | লা ০ ০ ০; | (বাঁধ) অ নু রা গে | কো ০ ম র

র্সা র্রো া া | র্সা া া া | র্স র্সা র্রো র্সা া | নি়া র্সঃনিঃ
কো ০ ০ ০ | সে ০ ০ ০ | (চল) আ লোর স ঙ্গে | আ লোর

ধা পা | র্সা া া া | নি়া র্সাঃ নিঃ ধা পা | ধা ণা ধা পা
দে শে | আ ০ ন ন্দে | থা ক বি. ব সে | শ মন এ সে

পা া া া | পা ধা গা মা | গা রো সা া
(ও ক্ষে পা মন) | কাট বে ক লা | ০ ০ ০ ০ ||

সমাপ্ত

*শ্রীরামকৃষ্ণ-আরাত্রিক স্তোত্র

ইমণ-কল্যাণ মিশ্র—চৌতাল।

খণ্ডন ভব-বন্ধন, জগ-বন্দন বন্দি তোমায়।
নিরঞ্জন, নররূপধর, নির্গুণ গুণময়॥
মোচন-অঘদূষণ, জগভূষণ, চিদ্‌ঘনকায়।
জ্ঞানাঞ্জন-বিমল-নয়ন, বীক্ষণে মোহ যায়॥
ভাস্বর ভাব-সাগর চির-উন্মদ প্রেম পাথর।
ভক্তার্জ্জন যুগলচরণ, তারণ ভব-পার॥
জৃম্ভিত-যুগ-ঈশ্বর, জগদীশ্বর, যোগসহায়।
নিরোধন, সমাহিত মন নিরখি তব কৃপায়॥
ভঞ্জন-দুঃখগঞ্জন, করুণাঘন, কর্ম্ম-কঠোর।
প্রাণার্পণ-জগৎ-তারণ, কৃন্তন-কলিডোর॥
বঞ্চন-কামকাঞ্চন, অতিনিন্দিত-ইন্দ্রিয়-রাগ।
ত্যাগীশ্বর, হে নরবর, দেহ পদে অনুরাগ॥
নির্ভয়, গতসংশয়, দৃঢ়নিশ্চয়মানসবান্।
নিষ্কারণ-ভকত-শরণ, ত্যজি জাতিকুলমান॥
সম্পদ তব শ্রীপদ, ভব-গোষ্পাদ-বারি যথায়।
প্রেমার্পণ, সমদরশন, জগজন-দুঃখ যায়॥

*স্বামীজির "বীরবাণী" হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

নমো নমো প্রভু বাক্য-মনাতীত মনোবচনৈকাধার,
জ্যোতির জ্যোতি উজল হৃদিকন্দর তুমি তমভঞ্জনহার।
ধে ধে ধে লঙ্গ রঙ্গ ভঙ্গ, বাজে অঙ্গ সঙ্গ মৃদঙ্গ,
গাইছে ছন্দ ভকতবৃন্দ, আরতি তোমার ॥

(জয় জয় আরতি তোমার, শিব শিব আরতি তোমার হর হর আরতি তোমার)।

(তারপর খণ্ডন হইতে বন্দি তোমায় বলিয়া শেষ হইবে। তারপর **"জয় শ্রীগুরু মহারাজ জী কি জয়"** বলিতে হয়)।

শ্রীরামকৃষ্ণস্তোত্রাণি

ওঁ হ্রীং ঋতং ত্বমচলো গুণজিৎ গুণেড্যঃ
ন-ক্তন্দিবং সকরুণং তব পাদপদ্মম্।
মো-হঙ্কষং বহুকৃতং ন ভজে যতোঽহং
তস্মাত্ত্বমেব শরণং মম দীনবন্ধো !

ভ-ক্তির্ভগশ্চ ভজনং ভবভেদকারি
গ-চ্ছন্ত্যলং সুবিপুলং গমনায় তত্ত্বং।
ব-ক্ত্রোদ্ধৃতন্তু হৃদি মে ন চ ভাতি কিঞ্চিৎ
তস্মাত্ত্বমেব শরণং মম দীনবন্ধো !

তে-জস্তরন্তি তরসা ত্বয়ি তৃপ্ততৃষ্ণাঃ
রা-গে কৃতে ঋতপথে ত্বয়ি রামকৃষ্ণে।
ম-র্ত্ত্যামৃতং তব পদং মরণোর্ম্মিনাশং।
তস্মাত্ত্বমেব শরণং মম দীনবন্ধো !

কৃ-ত্যং করোতি কলুষং কুহকান্তকারি
ষ্ণা-ন্তং শিবং সুবিমলং তব নাম নাথ।
য-স্মাদহং ত্বশরণো জগদেকগম্য
তস্মাত্ত্বমেব শরণং দীনবন্ধো!

শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রণামঃ

স্থাপকায় চ ধর্ম্মস্য সর্ব্বধর্ম্মস্বরূপিণে।
অবতারবরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ॥

(তারপর "ওঁ নমঃ শ্রীভগবতে রামকৃষ্ণায় নমঃ নমঃ" তিনবার বলিতে হয়)।

শ্রীদেবী নারায়ণীর প্রণাম-মন্ত্র।

ওঁ সর্ব্বমঙ্গলা মঙ্গলে শিবে সর্ব্বার্থ সাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী জয় নারায়ণী নমস্তুতে॥
সৃষ্টিস্থিতি বিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনী।
গুণাশ্রয় গুণময় জয় নারায়ণী নমস্তুতে॥
শরণাগত দীনার্ত্ত পরিত্রাণ পরায়ণে।
সর্ব্বস্যার্ত্তি হরেদেবী জয় নারায়ণী নমস্তুতে॥

(জয় নারায়ণী নমস্তুতে চারিবার বলিতে হয়। তারপর "**জয় মহামায়ীকি জয়**" বলিয়া শেষ করিতে হয়)।

শ্রীরামকৃষ্ণ-আরাত্রিক স্তোত্র

ইমণ-কল্যাণ মিশ্র—চৌতাল।

```
   ১       ০       +       ০      ৩      ৪
   পা া   সা া   সা া   সা া রো া সা নি়া   সা া   গা া   গা ক্ষা গা ক্ষা
১। খ ০   ণ্ড ণ   ভ ব   ব ০ ন্দ ন জ গ   ব ০   ন্দ ন   ব ০ ন্দি তো

পা া পা া   ধা া া া   ধা া   সা রো   রো া   রো রো   গা ক্ষা
মা ০ ০ য়।  ২।নি ০ র ০   ঞ্জ ন   ন র   রূ প   ধ র,   নি ০

গা ক্ষা গা ক্ষা   পা া পা া পা া
গু ণ গু ণ   ম ০ ০ ০ ০ য়॥
```

৩। মোচন হইতে কায় পর্য্যন্ত লাইনটী ১ম খণ্ডন মত হইবে। ৪। জ্ঞানাঞ্জন হইতে যায় অবধি লাইনটী ঠিক ২—নিরঞ্জন হইতে ময় পর্য্যন্ত মত হইবে। ঐরূপে একটীর পর একটী করিয়া সবগুলি হইবে।

ইমন-কল্যাণ—কাওয়ালী।

```
   ০              ১              +              ৩
   সা গা । রো    গা । পা ।      গা । রো গা     রো । সা ।   সা । রো । গা ।
১। ন  মো ০ ন    মো ০ প্র ভু    বা ০ ক্য ম     না ০ তী ত,   ম নো ব  চ নৈ ০

ক্ষা ।    পা । । ।    পা । । ।      ধা । । ।      ধা । । ।      সা । রো ।
কা ০     ধা ০ ০ ০    ০ ০ ০ র।  ২। জ্যো ০ তি র    জ্যো ০ তি উ   জ ল হৃ দি

রো । । ।     গা । ক্ষা ।    গা ক্ষা গা ক্ষা    পা । । ।    পা । । ।    প
ক ০ ন্দ র,   তু মি ত ম     ভ ০ ঞ্জ ন         হা ০ ০ ০    ০ ০ ০ র।  (প্রভু তুমি তম
                                                          ইত্যাদি দুইবার হইবে।
```

ইমন-কল্যাণ—একতালা।

```
   ০            ১           +           ৩
   সা । ।      সা । ।      সা । ।      সা । নিা     সা । গা     রো । ।     সা । নিা
৩। ধে ধে ধে    ল ০ ঙ্গ     র ০ ঙ্গ     ভ ০ ঙ্গ,     বা ০ জে     অ ০ ঙ্গ     স ০ ঙ্গ

সা ধা পা      পা । ।      পা । ।      গা । মা     গা । রো     গা । ।
মৃ দ ঙ্গ।  ৪। গা ই ছে    ছ ০ ন্দ     ভ ক ত      বৃ ০ ন্দ     আ ০ র
```

ক্ষা গা ক্ষা পা । । পা । । সা । রো ক্ষা গা ক্ষা পা । ।
তি ০ তো মা ০ র। জয় জ য়, আ ০ র তি ০ তো মা ০ র

পা । । সা । রো ক্ষা গা ক্ষা পা । । পা । । সা । রো
হর হ র, আ ০ র তি ০ তো মা ০ র শিব শি ব, আ ০ র

ক্ষা গা ক্ষা পা । । পা । ।
তি ০ তো মা ০ ০ ০ ০ র ॥

শ্রীরামকৃষ্ণস্তোত্রাণি

গ রে গ রে গ রে গ রে গ রে গম গ
১। ওঁ হ্রী ং ঋ তং ত্বমচ লো গুণ জিৎ গু ণে ড্যঃ।

রে গ রে জ্ঞ রে গ রে গ রে গ
২। ন ক্ত ন্দিবং সকরুণং তব পা দ প দ্ম॥ ৩। মোহঙ্কষং বহুকৃতং নভ

ম গ রে গ ম গ রে গ রে ঋ রে গ রে গ রে
জে ০ ০ ০ য তো হহং। ৪। ত স্মা ত্বমে বশরণং মম দী ন ব ন্ধো॥

৫—ভক্তিভগশ্চ হইতে দীনবন্ধো পর্য্যন্ত ঠিক ১—ওঁ হ্রীং হইতে দীনবন্ধো পর্য্যন্ত ঐরূপ হইবে। এইরূ একটীর পর একটী করিয়া সমস্তগুলি হইবে।

*শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রণামঃ

গ ম গরে গ ম গ রে গ রে ঋ রে গ রে গ রে
ওঁ স্থাপকায় চ ধর্ম্মস্য সর্ব্ব ধ র্ম্ম স্ব রূপি ণে। অব তার বরি ষ্ঠায় শ্রীরাম কৃষ্ণা য় তে নম॥

গ ম গ রে গম গ
ওঁ নমঃ শ্রীভগবতে রাম কৃ ষ্ণা য় নমঃ নমঃ

রেগ রে ঋ রে গ রে রে রে
ওঁ নমঃ শ্রীভগবতে রামকৃ ষ্ণা য় নমঃ নমঃ

ঋ ঋ ঋ রে গ রে রে
ওঁ নমঃ শ্রীভগবতে রামকৃষ্ণায় নমঃ নমঃ।

শ্রীদেবীপ্রণাম-মন্ত্র

ম প নি র্স ধ নি ধ প ম গ ম প নি র্স ণ ধ প ধ প ম গ ম প ম
ওঁ সর্ব্ব মঙ্গলা মঙ্গলে শি বে সর্ব্বা ত্ত সাধি কে শ র ০ ণ্যে ত্র্য ০ ম্ব্য কে ০ গৌ রী নারায়ণী

---

*বেলুড় মঠে ও অন্যান্য স্থানে শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে নিত্য সন্ধ্যার সময় স্বামীজির রচিত "খণ্ডন ভব বন্ধন" স্তোত্রগুলি গীত হইয়া থাকে।

গ রে স স প প প ম গ ম প নি র্স নি ধ প ম গ ম প নি র্স
নম স্ত তে। সৃ ষ্টি স্থিতি বিনা শা নাং শ ক্তি ভূতে সনা ০ ০ ০ ত নী গু ণা ০ শ্রয়

ণ ধ প ম গ ম প ম গ রে স ম প নি র্স র্রে র্স র্স র্স র্রে র্স নি ধ
গু ণ ০ ম য়ে, না রা য়ণী নম স্ত তে। শ র ণা ০ ০ গত দীনার্ত্ত পরি ত্রা ০ য় ণ

প নি ধ নি র্স নি ধ প প র্স র্স ণ ধ প ধ প ম গ ম প ম গ রে স
প রা ০ ০ ০ য়নে ০ ০ স র্ব্ব সা ত্রি ০ হ রে ০ দে বী না রা য়ণী নম স্ত তে॥

স নি় রে স গ ম প প প ম গ ম
জয় না রা য় ণী নমস্ততে, জয় না রা য়ণী ন মস্ত তে ০, জয়

প নি র্স নি ধ প ম গ গ ম প ম গ রে স
নারা য়ণী নম ০ ০ ০ স্ত তে, জয় না রা য়ণী নম স্ত তে॥

*শ্রীরামনাম সঙ্কীর্ত্তনম

"শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদঃ পরমাত্মনি।
তথাপি মম সর্ব্বস্বঃ রামঃ কমললোচনঃ॥"

ওঁ শ্রীরামচন্দ্রায় নমঃ।

স্তবঃ

বর্ণানামর্থসঙ্ঘানাং রসানাং ছন্দসামপি।
মঙ্গলানাঞ্চ কর্ত্তারৌ বন্দে বাণীবিনায়কৌ॥
ভবানীশঙ্করৌ বন্দে শ্রদ্ধাবিশ্বাসরূপিণৌ।
যাভ্যাং বিনা ন পশ্যন্তি সিদ্ধাঃ স্বান্তঃস্থমীশ্বরম্॥
বন্দে বোধময়ং নিত্যং গুরুং শঙ্কররূপিণম্।
যমাশ্রিতো হি বক্রোঽপি চন্দ্রঃ সর্ব্বত্র বন্দ্যতে॥
সীতারামগুণগ্রাম পুণ্যারণ্যবিহারিণৌ।
বন্দে বিশুদ্ধবিজ্ঞানৌ কবীশ্বরকপীশ্বরৌ॥
উদ্ভবস্থিতিসংহারকারিণীং ক্লেশহারিণীম্।
সর্ব্বশ্রেয়স্করীং সীতাং নতোঽহং রামবল্লভম্॥
যন্মায়াবশবর্ত্তি বিশ্বমখিলং ব্রহ্মাদিদেবাঃ সুরাঃ।
যৎসত্ত্বাদমৃষৈব ভাতি সকলং রজ্জৌ যথাহের্ভ্রমঃ॥

*শ্রীরামনাম পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল। বেলুড় মঠে ও অন্যান্য স্থানে প্রত্যেক একাদশীর দিন সন্ধ্যার সময় এই শ্রীরামনাম গীত হইয়া থাকে।

যৎপাদঃ প্লবমেব ভাতি হি ভবাম্ভোধেস্তিতীর্ষাবতাম্ ।
বন্দেঽহং তমশেষকারণপরং রামাখ্যমীশং হরিম্ ॥

প্রসন্নতাং যো ন গতোঽভিষেকত-
স্তথা ন মম্লৌ বনবাসদুঃখতঃ ।
মুখাম্বুজং শ্রীরঘুনন্দনস্য মে
সদাস্তু তন্মঞ্জুলমঙ্গলপ্রদম্ ॥

নীলাম্বুজং শ্যামলকোমলাঙ্গং
সীতাসমারোপিতবামভাগম্ ।
পাণৌ মহাশায়কচারুচাপং
নমামি রামং রঘুবংশনাথম্ ॥

মূলং ধর্ম্মতরোর্বিবেকজলধেঃ পূর্ণেন্দুমানন্দদম্ ।
বৈরাগ্যাম্বুজভাস্করং ত্বঘহরং ধ্বান্তাপহং তাপহম্ ॥
মোহাম্ভোধরপুঞ্জপাটনবিধৌ খে সম্ভবং শঙ্করম্ ।
বন্দে ব্রহ্মকুলে কলঙ্কশমনং শ্রীরামভূপপ্রিয়ম্ ॥
সান্দ্রানন্দপয়োদসৌভগতনুং পীতাম্বরং সুন্দরম্ ।
পাণৌ বাণশরাসনং কটিলসৎতূণীরভারং বরম্ ॥
রাজীবায়তলোচনং ধৃতজটা-জূটেন সংশোভিতম্ ।
সীতালক্ষ্মণসংযুতং পথিগতং রামাভিরামং ভজে ॥
কুন্দেন্দীবরসুন্দরাবতিবলৌ বিজ্ঞানধামাবুভৌ ।
শোভাঢ্যৌ বরধন্বিনৌ শ্রুতিনুতৌ গোবিপ্রবৃন্দপ্রিয়ৌ ॥
মায়ামানুষরূপিণৌ রঘুবরৌ সদ্ধর্ম্মবর্ম্মৌ হি তৌ ।
সীতান্বেষণতৎপরৌ পথিগতৌ ভক্তিপ্রদৌ তৌ হি নঃ ॥

ব্রহ্মাম্ভোধিসমুদ্ভবং কলিমলপ্রধ্বংসনং চাব্যয়ম্।
শ্রীমচ্ছম্ভুমুখেন্দুসুন্দরবরে সংশোভিতং সর্ব্বদা॥
সংসারাময়ভেষজং সুমধুরং শ্রীজানকীজীবনম্।
ধন্যাস্তে কৃতিনঃ পিবন্তি সততং শ্রীরামনামামৃতম্॥
শান্তং শাশ্বতমপ্রমেয়মনঘং নির্ব্বাণশান্তিপ্রদম্।
ব্রহ্মাশম্ভুফণীন্দ্রসেব্যমনিশং বেদান্তবেদ্যং বিভুম্॥
রামাখ্যং জগদীশ্বরং সুরগুরুং মায়ামনুষ্যং হরিম্।
বন্দেঽহং করুণাকরং রঘুবরং ভূপালচূড়ামণিম্॥
কেকিকণ্ঠাভনীলং সুরবরবিলসদ্বিপ্রপাদাব্জচিহ্নম্।
শোভাঢ্যং পীতবস্ত্রং সরসিজনয়নং সর্ব্বদা সুপ্রসন্নম্॥
পাণৌ নারাচচাপং কপিনিকরযুতং বন্ধুনা সেব্যমানম্
নৌমীড্যং জানকীশং রঘুবরমনিশং পুষ্পকারূঢ়রামম্॥
আর্ত্তানামার্ত্তিহন্তারং ভীতানাং ভয়নাশনম্।
দ্বিষতাং কালদণ্ডন্তং রামচন্দ্রং নমাম্যহম্॥
শ্রীরাঘবং দশরথাত্মজমপ্রমেয়ং
সীতাপতিং রঘুকুলান্বয়রত্নদীপম্।
আজানুবাহুমরবিন্দদলায়তাক্ষং
রামং নিশাচরবিনাশকরং নমামি॥
বৈদেহীসহিতং সুরদ্রুমতলে হৈমে মহামণ্ডপে।
মধ্যে পুষ্পক-আসনে মণিময়ে বীরাসনে সংস্থিতম্॥
অগ্রে বাচয়তি প্রভঞ্জনসুতে তত্ত্বং মুনীন্দ্রৈঃ পরম্।
ব্যাখ্যাতং ভরতাদিভিঃ পরিবৃতং রামং ভজে শ্যামলম্॥

প্রার্থনা

নান্যা স্পৃহা রঘুপতে হৃদয়েঽস্মদীয়ে
সত্যং বদামি চ ভবানখিলান্তরাত্মা।
ভক্তিং প্রযচ্ছ রঘুপুঙ্গব নির্ভরাং মে
কামাদিদোষরহিতং কুরু মানসঞ্চ ॥

সঙ্কীর্ত্তনম

ওঁ

শ্রীসীতালক্ষ্মণভরতশত্রুঘ্নহনুমৎসমেত-
শ্রীরামচন্দ্রপরমব্রহ্মণে নমঃ।

শ্রীনামরামায়ণম্

বালকাণ্ডম্।

১। শুদ্ধব্রহ্মপরাৎপর রাম
২। কালাত্মকপরমেশ্বর রাম
৩। শেষতল্পসুখনিদ্রিত রাম
৪। ব্রহ্মাদ্যমরপ্রার্থিত রাম
৫। চণ্ডকিরণকুলমণ্ডন রাম
৬। শ্রীমদ্দশরথনন্দন রাম
৭। কৌশল্যাসুখবর্দ্ধন রাম
৮। বিশ্বামিত্রপ্রিয়ধন রাম
৯। ঘোরতাটকাঘাতক রাম
১০। মারীচাদিনিপাতক রাম
১১। কৌশিকমখসংরক্ষক রাম
১২। শ্রীমদহল্যোদ্ধারক রাম
১৩। গৌতমমুনিসংপূজিত রাম
১৪। সুরমুনিবরগণসংস্তুত রাম
১৫। নাবিকধাবিতমৃদুপদ রাম
১৬। মিথিলাপুরজনমোহক রাম
১৭। বিদেহমানসরঞ্জক রাম
১৮। ত্র্যম্বককার্ম্মুকভঞ্জক রাম

১৯। সীতার্পিতবরমালিক রাম ২০। কৃতবৈবাহিককৌতুক রাম
২১। ভার্গবদর্পবিনাশক রাম ২২। শ্রীমদযোধ্যাপালক রাম

অযোধ্যাকাণ্ডম্।

২৩। অগণিতগুণগণভূষিত রাম ২৪। অবনীতনয়াকামিত রাম
২৫। রাকাচন্দ্রসমানন রাম ২৬। পিতৃবাক্যাশ্রিতকানন রাম
২৭। প্রিয়গুহবিনিবেদিতপদ রাম ২৮। তৎক্ষালিতনিজমৃত্তুপদ রাম ২৯। ভরদ্বাজমুখানন্দক রাম ৩০। চিত্রকূটাদ্রিনিকেতন রাম
৩১। দশরথসন্ততচিন্তিত রাম ৩২। কৈকেয়ীতনয়ার্থিত রাম
৩৩। বিরচিতনিজপিতৃকর্ম্মক রাম ৩৪। ভরতার্পিতনিজপাদুক রাম

অরণ্যকাণ্ডম্।

৩৫। দণ্ডকাবনজনপাবন রাম ৩৬। দুষ্টবিরাধবিনাশন রাম
৩৭। শরভঙ্গসুতীক্ষ্ণ অর্চ্চিত রাম ৩৮। অগস্ত্যানুগ্রহবর্দ্ধিত রাম
৩৯। গৃধ্রাধিপসংসেবিত রাম ৪০। পঞ্চবটীতটসুস্থিত রাম
৪১। শূর্পনখার্ত্তিবিধায়ক রাম ৪২। খরদূষণমুখসূদক রাম
৪৩। সীতাপ্রিয়হরিণানুগ রাম ৪৪। মারীচার্ত্তিকৃদাশুগ রাম
৪৫। বিনষ্টসীতান্বেষক রাম ৪৬। গৃধ্রাধিপগতিদায়ক রাম
৪৭। শবরীদত্তফলাশন রাম ৪৮। কবন্ধবাহুচ্ছেদন রাম

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডম্।

৪৯। হনুমৎসেবিতনিজপদ রাম ৫০। নতসুগ্রীবাভীষ্টদ রাম
৫১। গর্ব্বিতবালিসংহারক রাম ৫২। বানরদূতপ্রেষক রাম
৫৩। হিতকরলক্ষ্মণসংযুত রাম।

সুন্দরকাণ্ডম্।

৫৪। কপিবরসন্তুতসংস্মৃত রাম
৫৫। তদ্‌গতিবিঘ্নধ্বংসক রাম
৫৬। সীতাপ্রাণাধারক রাম
৫৭। দুষ্টদশাননদূষিত রাম
৫৮। শিষ্টহনুমদ্‌ভূষিত রাম
৫৯। সীতাবেদিতকাকাবন রাম
৬০। কৃতচূড়ামণিদর্শন রাম
৬১। কপিবরবচনাশ্বাসিত রাম

যুদ্ধকাণ্ডম্।

৬২। রাবণনিধনপ্রস্থিত রাম
৬৩। বানরসৈন্যসমাবৃত রাম
৬৪। শোষিতসরিদীশার্থিত রাম
৬৫। বিভীষণাভয়দায়ক রাম
৬৬। পর্ব্বতসেতুনিবন্ধক রাম
৬৭। কুম্ভকর্ণশিরশ্ছেদক রাম
৬৮। রাক্ষসসংঘবিমর্দ্দক রাম
৬৯। অহিমহিরাবণচারণ রাম
৭০। সংহৃতদশমুখরাবণ রাম
৭১। বিধিভবমুখসুরসংস্তুত রাম
৭২। খস্থিতদশরথবীক্ষিত রাম
৭৩। সীতাদর্শনমোদিত রাম
৭৪। অভিষিক্তবিভীষণনত রাম
৭৫। পুষ্পকযানারোহণ রাম
৭৬। ভরদ্বাজাভিনিষেবন রাম
৭৭। ভরতপ্রাণপ্রিয়কর রাম
৭৮। সাকেতপুরীভূষণ রাম
৭৯। সকলস্বীয়সমানত রাম
৮০। রত্নলসৎপীঠাস্থিত রাম
৮১। পট্টাভিষেকালঙ্কৃত রাম
৮২। পার্থিবকুলসম্মানিত রাম
৮৩। বিভীষণার্পিতরঙ্গক রাম
৮৪। কীশকুলানুগ্রহকর রাম
৮৫। সকলজীবসংরক্ষক রাম
৮৬। সমস্তলোকাধারক রাম।

উত্তরকাণ্ডম্।

৮৭। অগস্ত্যমুনিগণসংস্তুত রাম
৮৮। বিশ্রুতদশকণ্ঠোদ্ভব রাম
৮৯। সীতালিঙ্গননির্বৃত রাম
৯০। নীতিসুরক্ষিতজনপদ রাম

৯১। বিপিনত্যাজিতজনকজ রাম ৯২। কারিতলবণাসুরবধ রাম
৯৩। স্বর্গতশম্বুকস্তুত রাম ৯৪। স্বতনয়কুশলবনন্দিত রাম
৯৫। অশ্বমেধক্রতুদীক্ষিত রাম ৯৬। কালাবেদিতসুরপদ রাম
৯৭। অযোধ্যকজনমুক্তিদ রাম ৯৮। বিধিমুখবিবুধানন্দক রাম
৯৯। তেজোময়জিরূপক রাম ১০০। সংসৃতিবন্ধবিমোচক রাম
১০১। ধর্ম্মস্থাপনতৎপর রাম ১০২। ভক্তিপরায়ণমুক্তিদ রাম
১০৩। সর্ব্বচরাচরপালক রাম ১০৪। সর্ব্বভবাময়বারক রাম
১০৫। বৈকুণ্ঠালয়সংস্থিত রাম ১০৬। নিত্যানন্দপদস্থিত রাম
১০৭। রাম রাম জয় রাজা রাম ১০৮। রাম রাম জয় সীতা রাম

১। ভয়হর মঙ্গল দশরথ রাম ২। জয় জয় মঙ্গল সীতা রাম
৩। মঙ্গলকর জয় মঙ্গল রাম ৪। সঙ্গতশুভবিভবোদয় রাম
৫। আনন্দামৃতবর্ষক রাম ৬। আশ্রিতবৎসল জয় জয় রাম
৭। রঘুপতি রাঘব রাজা রাম ৮। পতিতপাবন সীতা রাম

স্তবঃ

১। কনকাম্বর কমলাসন জনকাখিল ধাম
২। সনকাদিক মুনিমানস সদনানঘ ভূম
৩। শরণাগত সুরনায়ক চিরকামিত কাম
৪। ধরণীতলতরণ দশরথনন্দন রাম
৫। পিশিতাশনবনিতাবধ জগদানন্দ রাম

৬। কুশিকাত্মজমখরক্ষণ চরিতাদ্ভুত রাম
৭। ধনিগৌতমগৃহিণী স্বজদঘমোচন রাম
৮। মুনিমণ্ডল বহুমানিত পদপাবন রাম
৯। স্মরশাসন সুশরাসন লঘুভঞ্জন রাম
১০। নরনির্জ্জরজনরঞ্জন সীতাপতি রাম
১১। কুসুমায়ুধ তনুসুন্দন কমলানন রাম
১২। বসুমানিত ভৃগুসম্ভব মদমর্দ্দন রাম
১৩। করুণারসবরুণালয় নতবৎসল রাম
১৪। শরণং তব চরণং ভবহরণং মম রাম

প্রণামঃ

আপদামপহর্ত্তারং দাতারং সর্ব্বসম্পদাম্।
লোকাভিরামং শ্রীরামং ভূয়ো ভূয়ো নমাম্যহম্॥
রামায় রামচন্দ্রায় রামভদ্রায় বেধসে।
রঘুনাথায় নাথায় সীতায়াঃ পতয়ে নমঃ॥

অতুলিতবলধামং স্বর্ণ শৈলাভদেহং
দনুজবনকৃশানুং জ্ঞানিনামগ্রগণ্যম্।
সকলগুনিধানং বানরাণামধীশং
রঘুপতিবরদূতং বাতজাতং নমামি॥
গোষ্পদীকৃতবারীশং মশকীকৃতরাক্ষসম্।
রামায়ণমহামালারত্নং বন্দেহনিলাত্মজম্॥

অঞ্জনানন্দং বীরং জানকীশোকনাশনম্ ।
কপীশমক্ষহন্তারং বন্দে লঙ্কাভয়ঙ্করম্ ॥

উল্লঘ্য সিন্ধোঃ সলিলং সলীলং যঃশোকবহ্নিং জনকাত্মজায়াঃ ।
আদায় তেনৈব দদাহ লঙ্কাং নমামি তং প্রাঞ্জলিরাঞ্জনেয়ম্ ॥

মনোজবং মারুততুল্যবেগং জিতেন্দ্রিয়ংবুদ্ধিমতাং বরিষ্ঠম্ ।
বাতাত্মজং বানরযূথমুখ্যং শ্রীরামদূতং শিরসা নমামি ॥

আঞ্জনেয়মতিপাটলাননং কাঞ্চনাদ্রিকমনীয়বিগ্রহম্ ।
পারিজাততরুমূলবাসিনং ভাবয়ামি পবমাননন্দম্ ॥

যত্র যত্র রঘুনাথকীর্ত্তনং তত্র তত্র কৃতমস্তকাঞ্জলিম্ ।
বাষ্পবারিপরিপূর্ণলোচনং মারুতিং নমত রাক্ষসান্তকম্ ॥

ইতি অষ্টোত্তরশতনামরামায়ণং সমাপ্তম্

*শ্রীরামনামের স্বরলিপি

ইমণ-কল্যাণ।

```
    গ  গ           প  গ              ক্ষ  ধ          প
১। শ্রী না ০ ০ থে    জা ন কী না ০ থে    অ  ভে ০ ০    দঃ পরমা ০ আ্মনি ০ ০।

    প   ধ   প        গ  প  গ        রে   গ  ম  গ     রে  নি  রে  সা
২। ত থা ০ ০ পি      মম স র্ব্ব স্বঃ রা ০ ম   ক  ম  ল     লো ০  ০ চনঃ॥

    স  রে  গ    রে  স  নি  রে  স
    ওঁ শ্রী  রা ০ মচ ন্দ্রা ০  য় নমঃ।
```

স্তবঃ

ইমণ-কল্যাণ।

```
    স  গ          প  গ              ক্ষ  ধ       প
১। ব র্ণা ০ ০    নাম র্থ সঙ্ঘানাং   র  সা ০ ০  নাং ছন্দ সামপি ০ ০।
```

*শূন্যগুলি দেওয়া হইয়াছে স্বরের টানের জন্য। যেখানে যটা শূন্য আছে, সেইখানে ততটা স্বরের টান হইবে।

ক্ষ প ধ   প গ প গ   রে গ ম   গ রে স ন রে স
২। ম ঙ্গ লা ০ ০   না ঞ্চ ক র্ত্তারৌঃ   ব ন্দে ০   বা ণী বি না য় কৌ ০॥

প স   নি   ধ প ক্ষ ধ প
৩। ভবা ণী ০ ০ ০ শঙ্করৌ বন্দে ০ ০   শ্র দ্ধা ০ ০ ০   বিশ্বা স রূ পি ণৌ।

প ধ   প গ প গ   রে গ ম   গ রে নি় রে স
৪। যা ভ্যাং বিনা ন প শ্যন্তি ০ ০   সি দ্ধাঃ ০   স্বা ন্তঃ স্থ মী শ্বরম্।

৫—বন্দে বোধ ময়ং হইতে বন্দ্যাতে পর্য্যন্ত ঠিক বর্ণানামর্থ হইতে বাণী বিনায়কৌ মত হইবে। সীতারাম গুণগ্রাম হইতে কপীশ্বরৌ পর্য্যন্ত ঠিক ভবাণীশঙ্করৌ হইতে স্থমীশ্বরম্ মত হইবে। এইরূপে বাক্যগুলির পরদা একটির পর একটি করিয়া ঐরূপ হইবে।

প্রার্থনা

গৌড়-সারঙ্গ।

স গ   রে গ ম   গ   প ক্ষ প   ম গ   রে
না ন্যা ০   স্পৃ ০ ০   হা ০ ০   র ঘু প তে ০ ০   হৃদ য়ে ০ হস্ম

গম পম গ রে স স প ম গ রে স রে স রে

দী০ ০ ০ ০ য়ে ০ ০, স ত্ব্যং বদা মি চ ভবান খি লা স্ত রা ০

স প র্স নি ধ ক্ষ ধ প র্স র্রে র্স

ত্মা ০ ০। ভ ক্তিং প্রযচ্ছ রঘু পুঙ্গব ০ ০ নি০ র্ভ রা ০ ০ ং মে ০ ০ কা০ মা ০ ০ দি

ধ প ম গ রে গ ম প গ রে স

দো ০ ০ ষ রহি ০ তং করু মা ০০ ০০ ন স শ্চ॥

সঙ্কীর্ত্তনম্

ইমণ-কল্যাণ।

সগ রে গ প গ ক্ষ ধ প গ

ওঁ শ্রীশ্রী সী তা ০ ল ক্ষণ ভরত শত্রুঘ্ন ০ হনু ম ০ ০ৎ সমে ০ ০ ত শ্রী রা ০ ০

ম গ রে স নি রে স

ম চ ন্দ্র পরম ব্রহ্ম ণে ০ ০ নমঃ।

বালকাণ্ডম্

বারোয়া—কাওয়ালী।

• ১ + ৩
পাা রোা গাা মা া গাা রোা সাা ন্াি প্াা ন্াি সাা রো গা
১। শু দ্ধ ব্র হ্ম প রাং পর রা০ ০ম। ২। কা লা ত্ম ক প

মা গাা রোা নিাা সাা রোা রো া রোা রো গা মাা পা া পাাাা
র মে শ্বর রা ম॥ ৩। শে ষ ত ল্প সু খ নি দ্রি ত রাম

রোা পাা মাা মাা গা রো গা রো সা া া া পা া পা পা
৪। ব্র হ্মা দ্য মর প্রা ০ থি ত রা ০ ০ ম॥ ৫। চ ০ ণ্ড কি

নিা া া া র্সা া র্রো নিা র্সা া া া র্রো র্গা র্মা র্গা া র্রো া র্সা
র ণ কু ল ম ০ ণ্ড ন রা ০ ০ ম। ৬। শ্রী ম দ্দ দ শ র থ ন

নিা র্রো র্সা া া া র্সা র্রো র্সা ণা ধাা পা া ধা পা মা গা রো া া া
ন্দ ন রা ০ ০ ম॥ ৭। কৌ ০ শ ল দ্যা সু খ ব ০ দ্ধ ন রা ০ ০ ম

রো পা৷   মা৷ ৷৷   গা রো গা রো   সা ৷ ৷ ৷
৮। বি শ্বা   মি ত্র   প্রি য় ধ ন   রা ॰ ॰ ম॥

৯এর লাইনটী ঠিক ৩য় লাইনের মত হইবে। ১০এর লাইনটী ৪র্থ লাইনের মত হইবে। ১১ লাইনটী ৫এর মত হইবে। ১২টী ৬এর মত এবং ১৩টী ৭এর মত ১৪টী ৮এর মত হইবে। এইরূপে বাকি লাইনগুলি একটীর পর একটী করিয়া ঐরূপে সব হইবে।

গজল—কাওয়ালী।

॰   ১   +   ৩
রো ৷ পা ৷   পা ৷ ৷ ৷   পা ৷ ৷ ৷   ক্ষা ৷ গা ক্ষা   রো৷ ৷৷   গা ৷ ক্ষা ৷
১। ভ য় হ র   ম ॰ ঙ্গ ল   দ শ র থ   রা ॰ ॰ ম।   ২। জয় জয়   ম ॰ ঙ্গ ল

পা ৷ ধা ক্ষা   পা ৷ ৷ ৷   র্সা৷ ৷৷
সী ॰ তা ॰   রা ॰ ॰ ম॥ একবার প্রথম লাইনটী চড়া হইবে :— ভয় হর হইতে

র্সা ৷ ৷ ৷   নি৷ ৷ ধা নি৷   গা৷ ৷৷
দ শ র থ পর্য্যন্ত রা ॰ ॰ ম। একবার দ্বিতীয় লাইন কম হইবে :— জয় জয়

ক্ষা ৷ ৷ ৷   ধা ৷ ৷ ক্ষা   পা ৷ ৷ ৷
ম ॰ ঙ্গ ল   সী ॰ তা ॰   রা ॰ ॰ ম॥

তৃতীয় লাইনটী ঠিক প্রথম লাইনের মত একবার কম একবার চড়া হইবে। চতুর্থ লাইনটী ঠিক দ্বিতীয় লাইনের মত হইবে। এইরূপে একটীর পর একটী করিয়া বাকি গুলি সব হইবে।

স্তবঃ

ভীমপলশ্রী—একতালা।

০	১	+	৩		
জ্ঞা মা পা	ণা । পা	মা জ্ঞা রো	রো সা ।	ন্‌ি সা জ্ঞা	জ্ঞা । মা
১। ক ণ কা	০ ন্ব র	ক ম লা	০ স ন	জ ন কা	০ খি ল
ণা ণা ।	পা মা জ্ঞা	পা পা ণা	ণা । ।	র্সা । ণা	ণা পা ।
ধা ০ ০	ম ০ ০।	২। স ন কা	০ দি ক	মু নি মা	০ ন স
পা ণা পা	পা জ্ঞা মা	পা ণা ।	পা মা জ্ঞা	পা । মা	মা জ্ঞা মা
স দ না	০ ন ঘ	ভূ ০ ০	ম ০ ০।	৩। শ র ণা	০ গ ত
পা ণা র্সা	র্সা । ।	র্সা র্জ্ঞা র্রো	র্রো র্সা ।	ণা র্সা র্রো	ণা পা ।
সু র ণা	০ য় ক	চি র কা	০ মি ত	কা ০ ০	ম ০ ০।
পা র্সা ।	র্সা র্রো র্সা	ণা ধা ণা	ণা । ।	পা ণা পা	পা জ্ঞা মা
৪। ধ র ণী	০ ত ল	ত র ণ	০ দ শ	র থ ন	০ ন্দ ন
পা ণা ।	পা মা জ্ঞা				
রা ০ ০	ম ০ ০।				

৫এর লাইনটী ৩এর লাইনের মত, ৬এর লাইন ৪এর লাইনের মত হইবে। ঐরূপে এক একটী করিয়া সবগুলি হইবে।

*প্রণাম মন্ত্র

ইমণ-কল্যাণ।

```
   স       রে      গ          প গ        ক্ষ     ধ       প
১। আ  ০    প     দা  ০  ম   প র্ত্তা ০ রং  দা ০   তা ০ ০   রং  সর্ব্বসম্পদা ০ ম্।

   ক্ষ    ধ    প    গ    প    গ    রে গ ম      গ    রে   নি্   রে   স
২। লো০০  কা০  ভি  রামং  শ্রী  রামং  ভূ  য়ো ০    ভূ   য়ো ০  ন    মা ০  ম্যহম।

   প   স               নি  ধ  প              ক্ষ  ধ       প
৩। রা  মায় রামচন্দ্রা ০ য়    রা  ম  ভদ্রা ০ ০ য়    বে  ০ ০     ধসে ০ ০।

   ক্ষ  প  প  ধ   প  প  গ         রে গ ম        গ  রে  নি্  রে  সা
৪। র  ঘু  না  থা০  য়  না  থা০ য়    সী ০ তা য়াঃ    প  ত  য়ে  ০  নম॥
```

এই প্রণাম স্তবটী ঠিক "বর্ণনামর্থ সঙ্ঘানাং" মত সবগুলি হইবে।

---

*শ্রীরামনামের স্বরলিপিগুলি ও স্তোত্রগুলি বেলুড় মঠের স্বামী বরদানন্দ (ভবাণী মহারাজের) নিকট হইতে সংশোধন হইয়াছে।

অন্তরঙ্গ প্রসঙ্গ

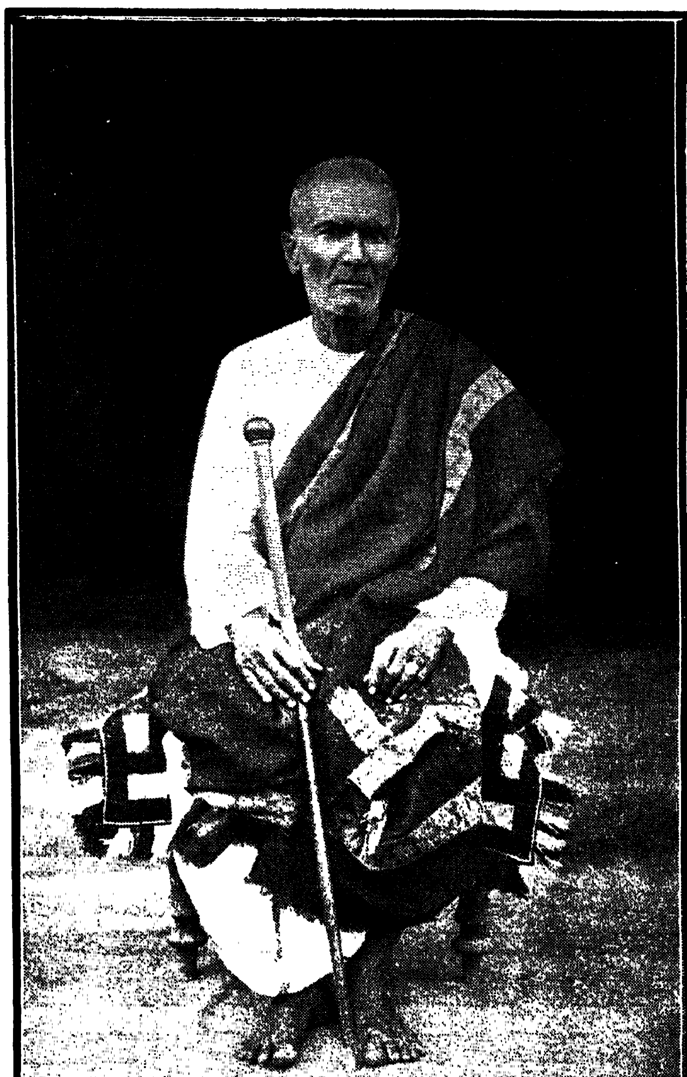
(শ্রীরামলাল দাদার বাড়ী)

একদিন সকালে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী মন্দির হইতে বুনে আম-বাগানের নিকটবর্ত্তী পূর্ব্বদিকে যে বড় খিড়কি ফটোক আছে,সেই রাস্তা ধরিয়া সোজা গিয়া তারপর বাঁ উত্তরদিকে একটু যাইয়া দেখিল দোতলা একটী বাড়ী। দরজার পাচিলের উপর লেখা রয়েছে "জয় প্রভু রামকৃষ্ণ" এই দাদার (শ্রীযুত রামলাল চট্টোপাধ্যায় (দাদার) শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ভ্রাতুস্পুত্র) বাড়ী।

বুনে গিয়া দাদাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। দাদা মাথায় হাত দিয়া বলিলেন, 'জয় ভগবান, শ্রীভগবান, জয় প্রভু রামকৃষ্ণ'। দাদা।—(কমলকে)। কখন এলে? কমল।—মন্দির হতে এই আসছি। দাদা—বাড়ীর সকলে কে কেমন আছেন? কমল।—সকলে ভালই আছেন। দাদা কমলের কপালে মা কালীর সিঁন্দুরের ফোটা দিলেন ও কিছু প্রসাদ, তারপর এক ঘটি গঙ্গা জল ও কিছু হরিতকীর কুচো। কমল।—(দাদাকে)। আপনাকে কিছু দুঃখ কষ্ট জানাব দয়া করে শুনবেন কি? দাদা—কি বলনা শুনি।

দাদাকে দুঃখ জানান

কমল।—(দাদাকে)।—সংসারে দুঃখ কষ্ট দেখে আর সর্ব্বদা হিচিকিচি কলরব শুনে প্রাণে একটা অশান্তি ভোগ করি। নানান কারণে মনে হয় মরলে ভাল হয়। একভাবে ১০।১২ বৎসর জীবন কাটান আর সহ্য হয় না। বলে, "সময় হলে হয়, ফুল ফুটলে আপনি ভ্রমর এসে জোটে"। আমার আর কবে কি হবে, মলে কি আর হবে? দাদা।—সব ত শুনলুম ভাই, কার না সাধ হয় শান্তিতে থাকতে, কিন্তু হয়



শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত রামলাল চট্টোপাধ্যায়।

কই। তাঁর যদি ইচ্ছা হয় ত আপসে সব হয়ে যায়। ভারে ভারে সব জিনিষ এসে জোটে। যার পাঁচটী ছেলে মা জানেন কার পেটে কি সয়। সেই রকম তিনি সব বোঝেন হাকপাক করলে কি হবে বল। ওসব অজ্ঞানে হয়, যেমন বিকারের রুগি বলে একজালা জল খাব। তারপর ভাল হলে সে আর কি ও কথা বলে, তখন সে বুঝতে পারে সব অজ্ঞানে বলেছি। সময়ের সাপেক্ষ করতে হয়, তবে তাঁর ইচ্ছা হলে কি না হয় সময় অসময় কিছুই থাকে না। তাঁর নাম করে যাও তাঁর কাছে প্রার্থনা কর তিনি মঙ্গলময় ইচ্ছাময় তোমার মঙ্গল করবেন এই আমার ইচ্ছা। তাঁর ইচ্ছায় তোমার সব হয়ে যাবে বৈকি। ভাই, কি আর করবে বল, সকল সংসারে দুঃখ কষ্ট লেগেই আছে। ১০।১২ বৎসর কি বলছ এমন কত বৎসর লোকের কেটে যাচ্ছে। বিধাতা প্রসন্ন না হলে কি আর কিছু হয়, তিনি যার প্রতি প্রসন্ন হন সে যদি ধুলো মুটো করে ত কড়ি মুটো হয়ে যায়। আত্মহত্যা করবো বলা মহাপাপ ওসব ভেবোনা। সংসারে অনেক কথা শুনতে পাবে দেখতে পাবে তা বলে বিষন্ন হয়ো না। সুখ হোগ দুঃখ হোগ, মন তুমি আনন্দে থাক বুঝলে? কমল।—আজ্ঞে হ্যাঁ।

কমল।—(দাদাকে)। আমার বড় ইচ্ছা হয় যে আপনার কাছে থেকে সেবা করি, ও ঠাকুর স্বামীজির গান ও কথাগুলি লিখে রাখি। আর দাদা, এই আশীর্ব্বাদ করুন, ঠাকুরকে যেন না ভুলি। সর্ব্বদা যেন তাঁর নাম জপ ও গানে মত্ত থাকি। দাদা।—আহা, তিনি মঙ্গলময় ইচ্ছাময় আহা তিনি তাই করবেন বৈকি। তবে কি জান ভাই, আমি ঠাকুর স্বামিজীর কথা ও গান বলবো আর তুমি লিখতে থাকবে, সেটা যেন একটা বেভাব হয়ে পড়ে। আমায় ভেবে ভেবে বলতে হবে, তাড়িতাড়ি বললে কি হয়। যখন ভক্তরা সব আসেন, তাদের সঙ্গে ঠাকুর স্বামীজির গান কি কথা হতে থাকে, তখন লিখলে এক চলে। আর কি

জান, যার বরাবর সরল ভাব ভক্তিবান ও বিশ্বাসী এসব থাকে, তাদের ওসব যায় না। তার সুখে দুখে সমান ভাব থাকে, ও জিনিষ যাবার নয়। কমল—আজ্ঞে হ্যাঁ, জন্ম-জন্মান্তরের ভাল সংস্কার থাকলে ও রকম হয়। দাদা—ঠিক কথা।

দাদা।—(কমলকে)। তোমার এসব কথা মাষ্টারমহাশয়, মহাপুরুষজীকে বলনা তাঁরা কি বলেন শুনি। কমল।—শোনাতে কি আর বাকি রেখেছি সব বলেছি। দাদা—কি বলছিলে ?

কমল আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপার দাদাকে জানাইল :—

৮-৭-১৯২৯—২৪শে আষাড়, রথযাত্রা সোমবার দ্বিতীয়া ১৩৩৬সাল। মহাপুরুষজীর সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল।

শ্রীমহাপুরুষজী ও কমল

মহাপুরুষ।—(কমলকে)। কি 'কমলাকান্ত হইয়ে ভ্রান্ত ভুলেছে ন মাস ন দিন'? কমল।—আপনার শরীর কেমন আছে ? মহাপুরুষজি।—'দেখতে পাচ্ছ ত, খুব ভাল নয়, মাষ্টারমহাশয়ের মত বাবা আমার ও শরীর তদ্রূপ, যেতে পারলেই হয়'। কমল।—আমি কি করব, মনটা সব সময়ে ভাল থাকে না, মনে কত রকম উদয় হয় ইত্যাদি। মহাপুরুষ।—'কিসে ভাল থাকে ? বে করতে ইচ্ছা হয়' ? কমল।—আজ্ঞে বে করতে এমন কি ভাল লাগে। মহাপুরুষ।—'একটা কাজে লেগে থাক দিকিনি'। কমল।—উপস্থিত মাষ্টারমহাশয়ের স্কুলে পড়াচ্ছি। মহাপুরুষ।—'কতদূর পড়েছ' ? কমল—আজ্ঞে তাঁর স্কুলে 3rd Class পর্য্যন্ত পড়েছি। তিনি আমায় বহু যত্ন করেছেন, পড়িয়েছেন ইত্যাদি। তাঁর ঋণ বোধ হয় শোধ করতে পারবো না। মহাপুরুষজি।—'বটে,বেশ বেশ তবে ত খুব ভাল, তুমি ত গান ও ছেলেদের শেখাও' ? কমল।—আজ্ঞে হ্যাঁ, কিছু বলুন কি করে জীবন কাটাব ? মহাপুরুষজি।—'কি আর বলব,

বেশ ত মাষ্টারমহাশয়ের সঙ্গ ১০।১২ বৎসর ধরে করছ, একি কম কথা। তোমার খুব ভাগ্য ভাল, জন্ম জন্মান্তরের ভাল সংস্কার না থাকলে কি ওসব হয়। সত্যি বলছি তুমি খুব ভাগ্যবান, তা না হলে কোথায় ভেসে চলে যেতে, এইত বেশ আছ। সর্ব্বদাই সৎসঙ্গে থাক, ঠাকুরের বই পড়বে। ধ্যান, জপ করবে যা করলে ভাল হয় সেত নিজে বুঝতে পার। আর বেশী কি বলব। ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা কর, তিনিই সমস্ত দেখবেন'।

কমল।—(দাদাকে)। আপনার মত সকলেই বলেন যে ঠাকুরকে সব জানাও ইত্যাদি।

দাদা।—তা হলে সব শেয়ালেরই এক রা ! কমল।—আজ্ঞে তাই ত শুনছি। দাদা।—তোমার দীক্ষা হয়েছে ? কমল।—সে অনেক ব্যাপার ঘটে তবে হয়েছে। দাদা।—কি রকম ব্যাপারটা একবার শুনি না।

কমল সমস্ত ঘটনাগুলি একে একে বলতে সুরু করিল :—

১৩-৪-১৯২৮—৩১শে চৈত্র, চড়কপূজা, শুক্রবার অষ্টমী ১৩৩৫ সাল। সকালে আমি ও হিমাংশু বেলুড় মঠে গিয়া মহাপুরুষজীকে দর্শন করি। তিনি গায়ে তেল মাখছিলেন, হিমাংশু প্রথমে তাঁকে ঠাকুরের দেশে আমরা গিয়েছিলুম সেইসব গল্প বলতে সরু করলে। তারপর তাঁকে বললে যে, কমল আমার আত্মীয় হয়। মহাপুরুষজী শুনে বললেন, 'হ্যাঁ, ওকে আমি জানি, অনেকবার দেখেছি'। তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'এখন কোথায় আছ ? কি করছ' ? আমি বললুম, উপস্থিত মাষ্টারমহাশয়ের কাছে আছি, আগে পাটনায় ছিলুম। তারপর এসে রেলে কাজ করলুম ইত্যাদি। শেষে তাঁকে বললুম, মহাপুরুষজী আমি একদিন রাখাল মহারাজকে মন্ত্র ও স্বপ্নের কথা সব বলি, তিনি শুনে আমায় বলেছিলেন যে, 'তোর হবেরে হবে তার জন্যে এত ভাবনা কেন। তুই একদিন মঠে গিয়ে শিবানন্দ

মহারাজের কাছে আমার নাম করে যাস তিনি মন্ত্র দিবেন। আমার শরীরটা এখন ভাল নেই নইলে আমি দিতুম'। তা আপনাকে সব জানালুম আমায় মন্ত্র দিতে হবে। এইসব কথা মহাপুরুষজী শুনে আমায় বললেন, 'তবে আর কি তিনি যখন তোমায় ওসব বলেগেছেন সেই সব মন্ত্র হয়েছে। তিনি তোমায় যা বলেছেন তা হবেই, সে কি আর মিথ্যা হয়'।

তারপর তিনি যে দিন দীক্ষা দিলেন সেইদিন কয়েকটী ঘটনা ঘটে শুনুন।

দীক্ষা ও ফুলপড়া

২৪-৪-১৯২৮—১১ই বৈশাখ, মঙ্গলবার ষটপঞ্চমী ব্রত ১৩৩৫ সাল।

আমি সকালে ১০টার সময় বেলুড় মঠে যাই, তারপর গঙ্গাস্নান করে ঠাকুর ঘরে যাই। মহাপুরুষজী আমাকে ঠাকুরের সম্মুখে বসিয়ে প্রার্থনা করাইলেন ও দীক্ষা দিলেন। সেইদিন স্নুনের কাকা ও কয়েকজন দীক্ষা নিয়েছিলেন। মঠ হতে প্রসাদ পেয়ে বেলা ৩টার সময় দক্ষিণেশ্বর যাত্রা করলুম। আমি ঠাকুর ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে বসে প্রার্থনা ও চিন্তা করতে লাগলুম। ঠাকুরের ছোট খাটটিতে ফটোর উপর মালা ছিল ও মাথার উপর একটী জবাফুল ছিল। ঠাকুরকে জানালুম যে, ঠাকুর তোমার মাথার উপর হতে যদি ঐ জবাফুলটী পড়ে যায় ত জানব তুমি আমায় কৃপা করবে, আমায় কিছু ভাবতে হবে না ইত্যাদি। তারপর ১০ মিনিট হবে ফুলটী পড়ে গেল এই দেখে খুব আনন্দ হল।

দাদা।—(কমলকে)। তা বেশ, তা হলে এসব অনেক ঘটেছিল। কমল—আজ্ঞে হ্যাঁ। দাদা।—তুমি কি এখন মন্দিরে যাবে? কমল—আজ্ঞে হ্যাঁ। দাদা।—চল আমিও একবার দর্শনাদি করে আসি। কমল ও দাদা বাড়ী হইতে মন্দির যাত্রা করিলেন।

শ্রীদাদার চরিত্র

দাদা তেঁতুল গাছের নিকট আসিয়া চটি জুতা খুলিয়া বাঁ পায়ের বুড়ো আঙ্গুলের উপর, ডান পায়ের বুড়ো আঙ্গুলটী রাখিয়া, বেলতলার দিকে দৃষ্টি করিয়া, চক্ষু দুইটী বন্ধ করিয়া, মনে মনে নাম করিতে লাগিলেন। তারপর পঞ্চবটী বনেতে ঠাকুরের স্ব হস্তের রোপিত অশ্বত্থ বৃক্ষের তলায়, ঐরূপভাবে দাঁড়াইয়া প্রণাম করিলেন। তথা হইতে কিঞ্চিৎ মৃত্তিকা লইয়া খাইলেন বুকে ও মাথায় দিলেন।

দাদা ঠাকুর ঘরে আসিয়া প্রথমে হাটু গাড়িয়া বসিলেন, দুটি গোড়ালির উপর কোমরের পাজা, তারপর দুটী হাত হাটুর উপর রাখিয়া চক্ষু বন্ধ করিয়া মিনিট ৩।৪ থাকিয়া তারপর ভুমিষ্ঠ হইয়া মাথার সামনে, দুটী হাতে করজপ করিয়া, বার বার মাথা ঢিপ ঢিপ করিয়া প্রণাম করিলেন। শেষে নাসিকাটী ভুমে লম্বা করিয়া টানিলেন।

এইবার দাদা ও কমল ৺শ্যামসুন্দরের মন্দিরে চলিলেন। তথায় গিয়া দাদা পূর্ব্বের মত ক্রিয়াগুলি করিলেন ও টাঙ্গান ঘণ্টাটী ১৩ বার বাজাইলেন। তারপর সিড়ি হইতে নামিয়া আসিয়া পুনরায় ৺শ্যামসুন্দরজীকে দাঁড়াইয়া দর্শন করিলেন, ও নাম করিতে করিতে মাকালীর মন্দিরে যাইলেন।

এইবার দাদাও কমল মা ভবতারিণীর মন্দিরে আসিলেন। দাদা পূর্ব্বের মত ক্রিয়াগুলি করিয়া মাকে প্রণাম করিলেন, ও ভূমি হইতে ধুলা লইয়া মাথায় ও বুকে দিলেন। তারপর মন্দিরে ঢুকিতে বাঁমদিক (পশ্চিম) হইতে মাকে প্রদক্ষিণ করিতে যাইলেন। দুই হাতে তালি দিয়া আর মুখে কেবল 'হরেকৃষ্ণ হরেরাম, গৌরীশঙ্কর সীতারাম, বলিতে বলিতে চাতালের শেষ কোনে দক্ষিণ মুখ হয়ে ঐরূপে পা করে দাঁড়াইয়া, ৺শ্যামসুন্দরের মন্দির ও ঠাকুরের ঘরের দিকে দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। তারপব প্রদক্ষিণ করিয়া আসিয়া পুনরায়

ভূমিষ্ঠ হইয়া, মাকে প্রণাম করিলেন। আর বলিলেন, 'জয় মা শঙ্করী, জয় মা ভগবতী, জয় মা গণেশজননী, জয় কালী'। দাদা কমলকে মায়ের প্রসাদ ও সিঁন্দুর দিলেন, কমল আসিয়া ঠাকুর ঘরে বসিল। দাদা।—(কমলকে)। ঠাকুর ঘরে থাকবে না যাবে? কমল।—মনে করছি মার প্রসাদ পেয়ে যাব। দাদা।—বেশ বেশ। দাদা বাড়ী গেলেন কমল বসিয়া রহিল।

কমল।—(স্বগত)। ইহার পূর্ব্বে দাদার বহুবার দর্শন পেয়েছি ও দাদার ঐরূপ ভক্তির ক্রিয়াকলাপগুলি দর্শন করিয়াছি। কিন্তু কোন দিন দেখলাম না যে দাদা ঐরূপ ভাবে কিছু করতে ভুলে গেছেন। ঠিক একই ভাবে দাদাকে ঐরূপ করতে দেখে আসছি।

দাদার স্বভাবটী অতিশয় স্থির ও নম্র, সর্ব্বদাই ভগবৎ নামে তন্ময়। আবার রসিকতায় ভরপুর, দেখিলে মনে হয় অতি সৌম্য মূর্ত্তি ও বালক স্বভাব। কথাগুলি অতি বিবেচনা করিয়া আস্তে আস্তে বলেন, কোনরূপ বেফাস বা মিথ্যা কথা বলেন না। শুনতে পাই ঠাকুর দাদাকে বলেছিলেন যে, "সত্যতে থাকবি তা হলে ভগবান পাবি, সত্যই কলির তপস্যা"।

আবার শুনিয়াছি ঠাকুর দাদাকে অতিশয় ভাল বাসিতেন, তিনি দাদাকে বহু বিষয় শিক্ষা দিয়াছিলেন। কি করিয়া পূজা করিতে হয়—গান করিতে হয়—সেবা করিতে হয় ইত্যাদি। দাদা—ঠাকুরের কাছে সর্ব্বদাই থাকিয়া তাঁর সেবা করিতেন। বোধ করি দাদার প্রত্যেক কার্য্যকলাপটী ঠিক ঠাকুরের মত। দেখেছি রাখাল মহারাজ দাদাকে নিয়ে অনেক সময়ে খুব রগড় ও খাতির যত্ন করতেন সে সব দৃশ্য যাহারা দেখেছেন, তারাই সে সব দৃশ্যের মাধুর্য্য অনুভব করেছেন। দাদার শ্রীমুখে সর্ব্বদা 'শম্ভুশঙ্কর হে, জয় শিব কেদার, হরিওঁ, গৌরীওঁ, জয়কালী, জয় মা ভবতারীণী, জয় প্রভু রামকৃষ্ণজী মাগো তারা, ভগবান হে' এইগুলি উচ্চাচরণ করতে শুনতে পাই।

আমরা ঐরূপ ভাবগুলি নিয়ে যদি হৃদয়ে অঙ্কিত করে চিন্তা করতে কি কার্য্যে রত থাকতে পারি, তাহাহলে আমাদের সর্ব্বদাই তাঁদের মনে পড়বে। একটা কথায় বলে, "বাপকো বেটা সিপাইকো ঘোড়া, কুছ নেহি হ্যায় তবভি থোড়া থোড়া"। আর একটী আছে "যে যাকে ভজনা করে ভালবাসে, সে তার সত্তা পায়।" তারপর কমল মায়ের প্রসাদ পাইয়া বৈকালে মন্দির হইতে একা পদব্রজে হাটিতে হাটিতে চিন্তা করিতে লাগিল।

বুনির চিন্তা

বুনি—(স্বগত)। আচ্ছা, দাদা, মাষ্টারমহাশয় ও মহাপুরুষজী বলেন যে, ঠাকুরকে জানাও তাঁর উপর নির্ভর কর, প্রার্থনা কর ইত্যাদি। তা প্রথমে ভগবানকে আপনার জন ভেবে নিতে হবে, পর ভাবলে চলবে না। শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে বহু গান ও উপদেশ আছে শিক্ষা করবার। গান—'হে নাথ তুমি সর্ব্বস্ব আমার'। 'তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুব তারা'। তিনি যেমন রাখবেন তেমনি থাকতে হবে। সুখে, দুখে, মান, অপমানে, জ্বালা যন্ত্রণায় ইত্যাদি। সমস্ত ত তাঁরই সৃজন এবং তাঁর খেলা হচ্ছে। তবে তিনি মানুষকে প্রথমে নানা বিষয় ভুলিয়ে রাখেন, পরিক্ষা করে মন দেখেন। তাঁর মহামায়ায় জীব বদ্ধ হয়ে থাকে, ভগবানের কৃপা পেলে তবে জীব শান্তি ও মুক্তি পায়। একটী কথা শুনা যায় ভগবান বলছেন, "যে করে আমার আশ, তার করি সর্ব্বনাশ. তবুও যে করে আশ তার হই দাসের দাস"। সর্ব্বনাশ মানে প্রথমে ভগবান তাকে নানা বিষয়ে ভয় দেখাবেন, ভোলাতে চেষ্টা করবেন। তবুও যে সব সহ্য করে থাকে তাঁর দর্শনের জন্য, তখন তিনি তাকে দেখা দেন ও তার সব মনোবাসনা পূর্ণ করে থাকেন।

মনে কর, একজন রাজাকে দর্শন করবার জন্য তার দ্বারে গেল, প্রথমে সকলে বললে যে রাজার দেখা হবে না। তাকে নানা কথা ও ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দিলে। সে বললে আমি রাজার দুয়ারে বসে রইলুম দর্শনের জন্য, "মন্ত্রের সাধন কি শরীর পতন" করবো। দুয়ারে বসে কেবল রাজার নাম গুণগান গাইব আর কাঁদব, দেখি রাজার কত কঠিন প্রাণ, আমায় না দেখা দিয়ে তিনি কেমন থাকতে পারেন। শেষে রাজা এই সব ব্যাপার দেখে শুনে তাকে দর্শন দিলেন ও তার মনোবাসনা পূর্ণ করলেন। ঠিক এই রকম যদি আমরাও ভগবান দর্শনের জন্য তাঁর মন্দিরে কি নির্জ্জনে গিয়ে ভক্তি করে তাঁর নাম গুণগান গাই, তাঁকে আন্তরিক চাই, ত আমার বিশ্বাস তিনি নিশ্চয়ই প্রসন্ন হবেন। তার মনোবাসনা তিনি পূর্ণ করবেন কোন সন্দেহ নেই।

মানুষের খোসামোদ করলে তার গুণকীর্ত্তন করে বেড়ালে সে যদি সন্তুষ্ট হতে পারে, তা হলে ভগবান হবেন না? তিনি যে এ সংসারে বাপ মা আত্মীয় স্বজনের চেয়েও তিনি অতি আপনার জন হচ্ছেন, এইটী বিশ্বাস করা চাই, নচেৎ কিছু হবে না মনে হয়।

আমাদের যত কষ্ট তার কারণ হচ্ছে যে ঈশ্বরকে আমরা ভুলে থাকি, তাঁকে পর ভাবি, আর ভয় করি বলে। ভগবান দেখেন যে আমার সমস্ত জিনিষ নিয়ে এরা সংসার করছে, তার উপর আবার কেউ কেউ অহঙ্কারে মত্ত হয়ে থাকে, আমায় ভুলে থাকে ইত্যাদি। তা এদের কষ্ট হবে না ত কার হবে।

আবার দেখা যায় সাধু ও ভক্তজনরা যদি নির্জ্জনে ঈশ্বর চিন্তা করেন ত বদ্ধ জীবরা বলে এখন ভগবান ডাকা কেন? বুড়ো হয়ে মরবার সময় ডাকবি, এখন চুটিয়ে সংসার কর।

এই সব অজ্ঞানীদের কথা শুনে হাসী পায়, তারা জানে না যে কখন কাল এসে ধরবে কে জানতে পারে? নচিকেতার গল্পটী পড়লে ঐ বিষয় জানা যায় যে তিনি কি করেছিলেন। ঈশ্বরকে ডাকতে সময় অসময় নেই, এই বেলা যদি ডাকতে অভ্যাস না রাখি ত মৃত্যুর সময় ভুলে যাব। মরণের সময় যে যা ভেবে মরে, সে তাই হয়ে যায় শুনি। ভরত রাজা "হরিণ হরিণ" বলে মরেছিলেন তিনি তাই হরিণ হয়ে জন্ম নিলেন। "জপ তপ কর কি, মরতে জানলে হয়"। যে জ্ঞানী হয় সে কি অজ্ঞানীর ঐসব কথায় ভোলে? সে কোন কথায় কান দেয় না, আপনার ভাবে সে থাকে। তাকে লোকে পাগল বলবে, কি নিন্দা করবে, তাকে সমাজে বসতে দেবে কি না—সাধু ভক্তরা ওসব তোয়াক্কা করেন না।

সাধারণ লোকের সঙ্গে সাধু ভক্তদের ও প্রেমিকের কোন বিষয় মিল হয় না। 'প্রেমিক লোকের স্বভাব স্বতন্তর'—এই গানটী ঠাকুর গাইতেন শুনি। এটী পড়লে জানা যায় যে প্রেমিক হয় তার আচার ব্যবহার কি রকম হয়।

আবার মানুষ দুই প্রকার শুনি, মানুষ আর মানহুষ। আজকাল বহু দুষ্ট লোক দেখা যায়। বদ্ধ জীবের স্বভাব ১২—দ্বাদশ প্রকার দেখা যায় মনে হয়। পরনিন্দা, পরচর্চ্চা, মিথ্যা কথা, চুরি, কিসে পরকে ঠকিয়ে বড় হবে, কিসে তার নাম হবে, ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, কামিনী কাঞ্চনে সর্ব্বদা রত, ভণ্ড-তপস্বী সেজে সমাজে ভদ্রতা পানা দেখাতে, আর ভাবের ঘরে চুরি। তারা মনে করে যে আমরা যা করে জীবন যাপন করি এই ঠিক। আর সাধু ভক্তরা ভণ্ড সেজে যা করে তাতে জগৎটা উচ্ছন্নে গেল।

আবার দেখা যায় ঐরূপ ব্যক্তিরা সাধু ভক্তের সাধন পথে বাঁধা দেয়। কিন্তু সাধুরা সব সহ্য করে থাকেন। "যে সয় সেই রয় যে না সয় সে

নাশ হয়,—সকল বর্ণের স তিনটী শ, ষ, স"। সাধু ভক্তদের নিন্দা করলে দেখা যায় তারা হেসে উড়িয়ে দেন। "হস্তী চলে বাজারমে কুত্তা ভুকে হাজার, সাধুনকো দুর্ভাব নেই যব নিন্দে সংসার"। হাতী বাজার দিয়ে আপনার মনে চলে যাচ্ছে আর কুত্তারা পেছু পেছু ঘেউ ঘেউ করে ডাকছে। হাতী জানে যে এরা ক্ষুদ্র অজ্ঞানী প্রাণী এদের আর কি বলব যদি একবার ফুদি ত কোথায় উড়ে যায়। ঐরূপ অজ্ঞানীরা সাধু ভক্তদের প্রতি করিয়া থাকেন। যখন দেখেন মহাবিপদ উপস্থিত, তখন এসে বলেন প্রভু আমায় রক্ষা করুন।

আচ্ছা, উক্ত প্রকৃতির লোকেরা একবারও ভাবে না যে, আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য কি? সারা জীবনটা এ ধরায় এসে করলুম কি? আমি কে, কোথা থেকে এসেছি আর কোথায় পরে যাব। যখন মরতে হবে তখন একটা সৎকার্য্য করে মরা ভাল নয় কি? নচেৎ পশুর মত হয়ে মরাটা কি ভাল? পশুরাও খাচ্ছে, ঘুমাচ্ছে, জন্ম দিচ্ছে, ধর্ম্ম কর্ম্মের নামও নেই অজ্ঞান হয়ে থাকে। ভগবান মানুষকে যেমন ভালমন্দ বিচারের শক্তি ও জ্ঞান দিয়েছেন তেমনটী আর কাকেও দেননি। কিন্তু মানুষ মনুষ্য জীবন ধারণ করে জ্ঞানী হয়েও জীবনের উদ্দেশ্য হারাচ্ছেন। দুঃখের বিষয় ঐরূপ ব্যক্তিরা দেখেও শিক্ষা করছেন না, ঠেকেও শিক্ষা করছেন না, এই আমার দুঃখ হয়।

মা কালী যেমন দুষ্টের দমন আর শান্তদের পালন ও অভয় দিচ্ছেন দেখা যায়, তেমনি মনে হয় যে ভগবান বহুস্থানে প্রাণীদের বিনাশ করছেন। তাই আপদ বিপদ রোগ শোক হাহাকার ক্ষতি ইত্যাদি হয়ে বহু প্রাণী নষ্ট হতেছে। তাই ত, কারই বা দোষ দি যে যেমন স্বভাব প্রকৃতি নিয়ে জন্মেছে সে ত তাই করবে।

"সুমতি কুমতি তুমি ভগবতী" আবার—"যশ অপযশ সুরস কুরস সকল রসই তোমারি, তবে রসে থেকে রস ভঙ্গ কেন রসেশ্বরী"। তবে ঐ উক্ত প্রবৃত্তি গুলি বা সংস্কার কি প্রকৃতি যাই মানুষের থাকুক না কেন ঐ গুলি ত ভগবানের সৃজন বটে? কিন্তু তেম্নি আবার ভগবান মানুষকে জ্ঞান বিবেক ভালমন্দ বিচার করতে দিয়েছেন এও সত্য।

যাইহোক প্রভু, যারা অজ্ঞানী হয়ে উক্ত কার্য্যে রত আছেন তাদের তুমি ক্ষমা কর রক্ষা কর। তাদের মতি গতি ভাল করে দাও, তারা যেন নিজে ভাল হয়ে অপরকে ভাল করেন। তারা যেন ভাই ভাই হয়ে মিলে মিশে থাকে। কোনরূপ দ্বেষ হিংসা বা ভাবের ঘরে চুরি না করেন। দুষ্ট লোকের স্বভাব গুলি তুমি কেড়ে নাও, আর তোমার মনের মত তাদের গড়ে নাও।

যদি আমরা সকলে মিলে তোমার নাম করে ভক্তিভরে ডাকি ও সৎপথে থেকে জীবন যাপন করি। তাহলে শীঘ্র আমরা বহির রাজ্য ত্যাগ করে অন্তর রাজ্যে তোমার সনে বাস করবো। শ্রীগৌরাঙ্গদেব বলেগেছেন শুনি—"হেলায় শ্রদ্ধায় যদি রসনায় গোবিন্দ নাম নেয় রে, সে হোগ দুরাচার জগতের সার ভব পারাপার পায় রে"। "যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি, নামের সহিত আছেন আপনি শ্রীহরি"।

এইবার বুনে একটী শ্রীগুরুর বন্দনা করিতে করিতে আলমবাজারে এসে মটরবাসে চড়ে কলিকাতায় যাত্রা করিল।

"বেন্দে স্ব শক্তি শ্রীগুরু ধূগল পদ পঙ্কজম্।
দেহিমে ভক্তি, নির্ম্মল আনন্দম্, সন্তান স্বভাবজম্॥

ন যাচে শক্তিম্, অনিমাদি তব, বিভূতি মনন্তম্ ।
দেহিমে শক্তিম্, পালিতুম্, তব ইচ্ছা শক্তি আদেশম্ ॥
ন যাচে স্বর্গম্ মুক্তিঞ্চাপি, দেহিমে তব মুক্তি স্বরূপ দর্শনম্ ।
মহেশ বামে মহেশ-মোহিণী, পুরুষ প্রকৃতি রূপ অনুপমম্” ॥

শ্রীমকে শেষ দর্শন

৩১-৫-১৯৩২—১৭ই জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার একাদশী ১৩৩৯ সাল। বুনি শ্রীময়ের ঠাকুর বাড়ীতে সন্ধ্যার পূর্ব্বে যায় ও শ্রীমকে দর্শন করে। তারপর ঠাকুরের আরতির পর ছাতের উপর শ্রীরামনাথ সংকীর্ত্তন ১০৮ কমল গান করে। শ্রীম, সিতাপতি মহারাজ, বলাইবাবু হিমাংশুবাবু, অমূল্যবাবু প্রভৃতি বহু ভক্তগণ সেদিন উপস্থিত থাকিয়া শ্রীরামনাম শ্রবণ করেন। পরে প্রসাদ ধারণ করে একে একে সকলে স্বগৃহে যাত্রা করিলেন।

৫-৬-১৯৩২—২২শে জ্যৈষ্ঠ, রবিবার ১৩৩৯ সাল। বুনি সকালে বাড়ীতে শুনিল যে মাষ্টার মহাশয়ের শরীর কাল সকালে গিয়াছে এবং ভক্তগণ আসিয়া খবর দিয়াছিলেন কিন্তু কমলের দেখা পায় নাই, কমল পূর্ব্বদিন দুপুর বেলায় দক্ষিণেশ্বর গিয়াছিল, এবং বাড়ীতে শনিবার আসিয়াই অন্যত্রে চলে যায়। যাই হোগ বুনে শুনিয়াই খালি পায়ে তখনই ঠাকুর বাড়ী যাত্রা করিল।

শ্রীময়ের অদর্শনের পূর্ব্বদিনের ঘটনা

কমল ভক্তদের নিকট শুনিল যে শ্রীম গত শুক্রবার দিন সকালে ঠাকুর বাড়ী হইতে তাঁর লাল স্কুল বাড়ীতে গিয়াছিলেন। নিচের একটী খালি ঘরে তিনি থাকিবেন বলিয়া কিছু জিনিষও রাখিয়া ঘরটী তালাচাবি দিয়া আসিয়া ছিলেন। তিনি বলেছিলেন, এ ঘরটী বেশ হাওয়া বাতাস আছে মনে করছি মধ্যে মধ্যে এসে থাকবো'। তিনি বৈকালে পুনরায় ঠাকুর বাড়ী হইতে লাল স্কুল বাড়ীতে যান। সন্ধ্যার পূর্ব্বে ফিরিয়া আসিয়া ঠাকুর বাড়ীতে যেমন প্রত্যহ ঠাকুরের আকৃতি দর্শন করিতেন সে দিনও তাই

করেছিলেন। ভক্তদের সহিত কথা কহিয়া নিচে আসিয়া বিশ্রাম করেন। রাত্রে আহার করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতের পঞ্চম ভাগের প্রুফ (proof) সংশোধন করিয়াছিলেন। তারপর সকল ভক্তগণ যখন স্বগৃহে গমন করেন তখন ঠাকুর বাড়ীতে কেবল বলাই বাবু ছিলেন।

রাত্রি প্রায় ১০॥ টার সময় শ্রীম বলাই বাবুকে বলিলেন, 'দেখ হাতটা বড় আজ বেদনা করছে তুমি শেখ দাও' ইত্যাদি। তুমি একটা সোডা আন, কিন্তু যদি বমি হয়ে যায় ত শরীর থাকবে না'। তারপর প্রভাস বাবুকে খবর দেওয়াতে তিনি আসিলেন ও গিন্নীমাও এলেন। প্রভাস বাবু বলিলেন, একটা ডাক্তার ডাকি না। তিনি শুনে বললেন, 'ডাক্তার দরকার নেই তোমরা যা হয় কর'। শ্রীম—(বলাই বাবুকে)। 'দেখ আমার গলাটা ঘড় ঘড় করছে বোধ হয় শ্বাস হয়েছে তুমি আমায় নিচে বিছানা করে দাও'। বলাই বাবু দেখিলেন তিনি অনবরত ঘামিতেছেন ও ছটফট করছেন। এইরূপে সারারাত কাটিল!

তারপর ৪-৬-১৯৩২—২১শে জ্যৈষ্ঠ, শনিবার অমাবস্যা ১৩৩৯ সাল। তিনি ভোরে বমি করিলেন ও "**গুরুদেব মা কোলে তুলে নাও**" এই বলে ৬টার সময় তিনি গভির সমাধি হইয়া তাঁর শরীর পরম হয়।

বুনে এইসব ঘটনা শুনিয়া প্রাণে বড়ই আঘাত পাইল। বুনি—(স্বগত)। হায় হায়। একি শুনি! তিনি যেন কর্পূরের মত উড়ে গেলেন। এত শীঘ্র যে তিনি আমাদের ফেলে ঠাকুরের কাছে চলে যাবেন তা আমরা কেউ স্বপ্নেও জানতে পারিনি। বুনের সঙ্গে

মাষ্টার মহাশয়ের প্রথম দর্শন হইতে যে কয়েকটী ঘটনা হয়েছিল সেই বিষয় ভাবিতে লাগিল।

শ্রীময়ের শিক্ষা দেওয়া

১২-৬-১৯১৭ সাল হইতে বুনে শ্রীময়ের নিকট যাতায়াত করিত।

ইংরাজি ১৯১৯ সাল এপ্রেল মাসে তিনি তাঁর স্কুলে ফ্রী ভর্ত্তি করে বই, কাগজ, পয়সা ও প্রত্যহ দু'বেলা করে খেতে দিতেন। নিজে দুবেলা পড়াইতেন আর বলতেন, 'তুমি যাতে ডবল প্রমোশন পাও সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হও এই আমার ইচ্ছা। তোমার উপর ঠাকুরের কৃপা আছে তাই তোমায় এত করছি' ইত্যাদি। তাঁর পরনের কাপড় জামা পরতে ও দিয়েছেন,—পরতে আপত্তি করাতে তিনি বলেছিলেন, 'আমি দিচ্ছি তুমি পর, কোন দোষ হবেনা, আমার কথা শুনতে হয়'। তারপর তিনি—বহু বিষয় শিক্ষা দিয়াছিলেন যথা—কি করে ঠাকুরের পুজার সমস্ত কর্ম্ম করিতে হয়, কি করে ছেলেদের পড়াতে ও শিক্ষা দিতে হয়। গান করিতে হয় ইত্যাদি।

একদিন—মাথার টেরি কাটা (সিতে) দেখে তিনি বললেন, 'আবার ব্যাকা সিতে হয়েছে, ছিঃ ছিঃ লজ্জা করেনা' পুছে ফেল ফেল। —পুছে ফেলাতে আবার খাঁজ বাহির হল, তিনি দেখে স্বহস্তে পুছে দিলেন।

একদিন—তিনি বললেন, 'দেখ ঠাকুর ঘরে যখন যাবে খুব দীন হীন বেশে, কোনরূপ সাজ সজ্জা থাকবে না। তারপর তুমি টেরি কাট, এসেন্স মাখ সে আলাদা কথা। যখন যেমন, তখন তেমন, যেখানে যেমন, সেখানে তেমন, যেদিন যেমন, সেদিন তেমন এইরূপ কর্ত্তে হয় জেনে রাখ'।

—শ্রীমাষ্টার মহাশয় আমার প্রতি এত করে ছিলেন কেন ?

প্রথম দিন সাক্ষাৎ হতে ক্রমে ক্রমে কত ভালবেসে যত্নকরে আপনার করে নিয়েছিলেন। উনি কি আমার আপনার জন ছিলেন ? আমার বাপ মা কি আত্মীয়রা কই আমার প্রতি ত কখন কেউ ওমন করে করেন নি। ওনার ঋণ কি শোধ করতে পারব ? কই তা ত বলে মনে হয় না। না না, আর ভাবতে পারছি না, বুক ফেটে যাচ্ছে। ধন্য শ্রীম, এই আশীর্ব্বাদ করুন যেন আপনাকে জীবনে মরনে না ভুলি। আপনি যা ভালবাসতেন তাই করে এ জীবন স্বার্থক করে আপনাদের কাছে গিয়ে মুখ দেখাতে পারি।

১২-৬-১৯১৭—২৯শে জ্যৈষ্ঠ্য, মঙ্গলবার অষ্টমী ১৩২৪ সাল। কলিকাতায় ৫৪ এ, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে পঞ্চানন ঘোষ লেনের মোড়ের উপর যে চারি তোলা সাদা স্কুল বাড়ী ছিল বুনে তথায় সকালে গিয়ে শ্রীমাষ্টার মহাশয়ের (শ্রীম, যিনি শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত লিখিয়াছেন) প্রথম দর্শন লাভ করে।

শ্রীম ও কমল

শ্রীম।—(কমলকে)। কোথা থেকে আস্‌ছ ? কমল।—আজ্ঞে বাড়ী থেকে। শ্রীম।—বাড়ী কোথায় ? কমল—এই কাছেই। শ্রীম।—কি কর ? কমল।—মতিশীলের ফ্রী স্কুলে পড়ি। শ্রীম।—তোমার বাড়ীতে কে আছেন ? কমল।—আজ্ঞে সকলেই আছেন। শ্রীম।—তোমার এখানে কি দরকার ? কমল।—আপনাকে দর্শন করতে এলুম। জীবনে বহু সাধু সঙ্গ ও ভাল ভাল বই পড়ে কিছুতেই প্রাণে শান্তি পাচ্ছিনা, আমার কি হবে বলুন। শ্রীম।—তুমি এই বয়সে এমন কি করেছ, কি বই পড়ছ ব'ল ? কমল।—কয়েক বৎসর পূর্ব্বে

বাড়ীতে গোপাল ঠাকুর পুজো হত কীর্ত্তন হত, আমি শুনতুম ও গান গাইতুম। কি করে ভগবান পাব চিন্তা করতুম, আর ছাতের উপর বসে কেঁদে ভগবানকে ডাকতুম। আর ধ্রুব প্রহ্লাদের বই ও অন্যান্য বই পড়তুম।

একদিন পাগল হরনাথ ঠাকুরকে বলেছিলুম আপনার আশ্রমে গিয়ে থাকব আমায় নিয়ে যাবেন কি? তারপর ৺যোগেন্দ্রকৃষ্ণ বোসের বাড়ী বাগবাজার বোস পাড়ায় একটী সাধুকে (শ্রীঠাকুর দাস বাবা) দর্শন করি; তাঁর মাথায় খুব লম্বা জটা ছিল। তিনি চারি পাশে আগুন জেলে মধ্যে বসে ২।৩ ঘণ্টা জপ করতেন। আমি তাঁকে ও বলেদিলুম আমাকে আপনার সঙ্গে নিয়ে যাবেন? তিনি শুনে হাসলেন ও আমার হাতে একটু ভস্ম দিলেন। তারপর তাঁদের সঙ্গে যাব ঠিক করেছিলুম এমন সময়ে মুন্নিবাবু (ঠাকুরদাস বাবার শিষ্য) আমায় জিজ্ঞাসা করলেন তোমার বাড়ী কোথা? তোমার বাপ মায়ের যদি মত হয় ত নিয়ে যেতে পারি। আমার সঙ্গে তোমাদের বাড়ী চল আমি তাঁদের জিজ্ঞাসা করবো ইত্যাদি। আমি সব সত্যি কথা বলে তাঁকে বাড়ী নিয়ে এলুম। বাবা তাকে দেখে বলে উঠলেন, আরে মুন্নি যে কবে সাধু হলে ইত্যাদি। উনি বাবার বন্ধু ছিলেন, যাই হোক বাড়ীতে আমায় কেউ তাঁর সঙ্গে যেতে দিলেন না। তারপর আরও অন্যান্য সাধুর দর্শন পেয়েছি ও সাধুদের জীবন চরিত পড়েছি।

একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত পড়ে প্রাণে খুব শান্তি পেলুম আর ভাবলুম যে যেমন চায় ঠাকুর ঠিক তেমনটী বলেগেছেন, সকলকারই মনের কথা রয়েছে। তাই জেনে আপনার কাছে ছুটে এসেছি এখন আমার কি উপায় হবে বলে দিন। শ্রীম।—(কমলকে)।—তোমরা ক ভাই? কমল।—আজ্ঞে পাঁচভাই। শ্রীম।—তুমি কি বড়? কমল

না মধ্যম। শ্রীম।—তোমার নাম কি, বাবা কি করেন? কমল।—শ্রীকমলকৃষ্ণ মিত্র, বাবা কাজ করেন। শ্রীম।—'দেখ তোমার বাপ মা ভাইরা সব রয়েছেন এখন বাড়ী ছেড়ে কোথাও যেওনা। এখানে মধ্যে মধ্যে আসবে আর ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করবে, তিনিই তোমার প্রাণে শান্তি আনন্দ দেবেন। ঠাকুর তোমায় এখানে পাঠিয়ে দিলেন তোমায় তিনি কত ভালবাসেন, তোমার উপর তাঁর বিশেষ কৃপা আছে জেন। আচ্ছা তুমি এখন এস আমার একটু কাজ আছে'। কমল তাঁর চরণ পর্শ করতে গেল তিনি বললেন, 'থাক থাক মনে মনে কর'।

শ্রীময়ের চরিত্র

শ্রীমকে দেখিলে মনে হইত অতিশয় সৌম্য মূর্ত্তি, স্বভাবটী অতিশয় স্থীর নম্র ও কোমল। ঠিক যেন পাঁচ বৎসরের বালকের অবস্থা আবার রসিক ও প্রেমিক ছিলেন। তাঁর চক্ষু দুইটী সর্ব্বদাই যেন পদ্ম পত্রের মত ভাসিত। তিনি যখন কাহারও সহিত কথা কহিতেন তখন দেখা যাইত মধ্যে মধ্যে আড়চোখে দৃষ্টি করিতেন। তিনি ডান হস্তের মধ্য ভাগটী মাথার উপর মধ্যে মধ্যে রাখতেন ও মেরুদণ্ড সোজা করিয়া বসিতেন। শ্রীম নির্জ্জনে একা থাকিতে বড় ভাল বাসিতেন, প্রায়ই দেখা যাইত তিনি ঘরে খিল দিয়া একা থাকিতেন। তিনি ঠাকুরের কথা কি তীর্থের কথা শুনিতে বড় ভাল বাসিতেন। যদি কেহ ঐ বিষয় কিছু বলিতেন তিনি তাহা আগ্রহের সহিত নিবিষ্ট মনে শ্রবণ করিতেন। আর মধ্যে মধ্যে তন্ন তন্ন করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া লইতেন। তিনি শুনিয়া বলিতেন, আমি এই সব যে শুনলুম এখন ধ্যান করলে সমস্ত দেখতে পাব, আমার তীর্থের ফল বা সেখানে যাবার ফল হয়ে যাবে'।

তাঁর নিকটে কোন সাধু যাইলে তিনি তাহাকে যথেষ্ট খাতির যত্ন ও সন্মান করিতেন। তাকে নিজের কাছে বসাইয়া কথা কহিতেন। আবার তার বিদায় কালে তাহাকে জলযোগ করাইয়া দিতেন। শ্রীম পরের দুঃখ দেখিলে সাধ্যমত টাকা পয়সা দিয়া সাহার্য্য করিতেন। এমন বহু ব্যাক্তিকে সাহার্য্য করিয়াছেন দেখাগিয়াছে। তাঁর শ্রীমুখে সর্ব্বদাই শ্রীগুরু শ্রীগুরু উচ্চারণ করিতে শুনিয়া ছিলাম। তিনি স্বীয় ডান হস্তের চারিটী আঙ্গুল জোড়া করিয়া বৃদ্ধ আঙ্গুলটী মধ্য অঙ্গুলের উপর নাড়িতে বহুবার দেখিয়াছি; বোধ হয় করজপ করিতেন। এইটী তিনি সকল কর্ম্মের মধ্যে বা যে অবস্থাতেই থাকতেন তাঁকে ঐরূপ করিতে দেখিয়াছি। (এই কয়েকটী সামান্য তাঁর চরিত্রের ক্রিয়াকলাপ দেখিয়াছিলাম)।

শ্রীরাখাল মহারাজের কথা

সাধনায় শক্তি

একদিন রাখালমহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) বৈকালে ৺বলরাম ভবনে (৫৭, রামকান্ত বোসের ষ্ট্রীট, বাগবাজার) বড় লম্বা হল ঘরে বসিয়া আছেন আর কয়েকজন ভক্ত বসিয়া আছেন।

রাখালমহারাজ।—(ভক্তদের)। বাবা 'সাধন ভজন করতে হয়, নইলে কি আর কিছু হয়। একি গাছের ফল যে টপ করে পেড়ে খেলুম আর সব হয়ে গেল। একবার সাধন ভজন করে দেখদিকিনি, শরীর থেকে আগুন ছুটে বেরুবে'। (এই কথাগুলি তিনি হাত মুঠো করে নাড়িয়া বার বার বলিতে লাগিলেন)।

বুনের আশাপূর্ণ

২৯-৩-১৯২১—১৬ই চৈত্র, মঙ্গলবার ষষ্ঠী ১৩২৭ সাল। বুনে ভোর বেলায় ৺বলরাম ভবনে গিয়া দেখে রাখালমহারাজ রাস্তার ধারে যে বারাণ্ডা আছে তথায় বেড়াইতেছেন। বুনে তাঁকে প্রণাম করিল এবং মন্ত্রের ও স্বপ্নের কথা সমস্ত জানাইল। রাখালমহারাজ—'বেশ ভাল স্বপ্ন দেখেছিস তা তোর হবে তারজন্য ভাবনা কেন? যা একখানা পাউরুটি কিনে আনদিকিনি। বেশ সকালে বেড়ান হবে, বেড়াতে বেড়াতে যা। বুনে বেড়াইতে বেড়াইতে শ্যামবাজারের মোড় হইতে পাউরুটি কিনিয়া আনিল।

বুনে আসিয়া দেখে রাখালমহারাজ লম্বা হল ঘরে তাকিয়া ঠেসান দিয়া শুইয়া একটী ভক্তের সহিত কথা কহিতেছেন। রাখালমহারাজ—'কিরে পাউরুটি এনেছিস'? কমল।—আজ্ঞে হাঁ, এনে সূর্য্যিমহারাজকে

দিয়েছি। তারপর বুনে মহারাজের কাছে বসিয়া মনে মনে ভাবিতেছে যে, মহারাজকে তামাক সেজে দিয়েছি; বাতাস করেছি, স্ব ইচ্ছায় পা টিপে দিয়েছি। কিন্তু মহারাজ আমায় এ পর্য্যন্ত নিজে বললেন না যে, আমার পা টিপে দে। কি আশ্চর্য্য, যেমনি ভাবা অমনি মহারাজ আমার দিকে দৃষ্টি করিয়া বলিলেন, 'ওরে পাটা টিপে দেত বড় কামড়াচ্ছে। মহারাজ যেই বলিলেন বুনে প্রান ভরিয়া তাঁর পদ সেবা করিতে লাগিল।

বুনি—(স্বগত)। আর একদিন স্ব ইচ্ছায় মহারাজের যেমনি পদ সেবা করতে যাই অমনি তিনি আমায় বলে উঠলেন, 'কিরে তুই যে এসে বড় আমার পা টিপছিস, তুই আমার চেলা হবি না কি—চেলা হবি বল? আমি বলেছিলুম, না মহারাজ আমি আপনারই চেলা হব। তিনি বলেছিলেন, 'দেখ ঠিক বলছিস ত, সত্যি ত, মিথ্যা নয়'? তিনি তিনবার ঐ কথা বলতে আমিও তিনবার বলেছিলুম, হ্যাঁ মহারাজ আমি আপনারই চেলা হব।

তারপর তিনি কয়েকজন ব্রাহ্মচারিকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'দেখ-দিকিনি এ কেমন আমার পা টিপছে এর আর টাকা পয়সা কিছু লাগবে না'। ইহার অর্থ যে কি এ পর্য্যন্ত বুঝতে পারলুম না, সকলকে জানাতে কেহ ঠিক উত্তর দিতে পারলেন না।

শ্রীরাখাল মহারাজের অসুখ

২৪-৩-১৯২২—১০ই চৈত্র, শুক্রবার একাদশী ১৩৩৮ সাল। রাখাল মহারাজ ৺বলরাম ভবনে বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হন। বুনি সে সময় ছিল না, পাটনায় গিয়ে গভর্ণমেণ্ট প্রিণ্টিং এ কাজে ভর্ত্তি হইয়াছিল। মহারাজের বিষয় যা শুনিয়াছিল এবং বইতে পড়িয়াছিল তাই একটু লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল।

মহারাজ।—'সহনং সর্ব্ব দুঃখনাং অপ্রতীকার পূর্ব্বকম'। ঔষধ সেবনে বলেছিলেন—'শিবই সত্য ঔষধ মিথ্যা'। তারপর শনিবার দিন সেবকগণকে ডাকিয়া আশীর্ব্বাদ করেন। তিনি দেহ রক্ষার তিন চারি দিন পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন—'কলিকাতা ভারি ঘিঞ্জি, ময়লা, ভুবনেশ্বরের বাতাস বিশুদ্ধ—সেইখানে আমায় নিয়ে চল। 'ব্রহ্ম সত্য জগত মিথ্যা। রামকৃষ্ণের কৃষ্ণটী চাই, ওঁ বিষ্ণু ওঁ বিষ্ণু, কৃষ্ণ এসেছ? আমাদের এ কৃষ্ণ কষ্ঠের নয়, এ গোপের কৃষ্ণ কমলে-কৃষ্ণ'।

মহারাজ।—'আমি ব্রজের রাখাল আমায় নুপুর পরিয়ে দে আমি কৃষ্ণের হাত ধরে নাচবো। কৃষ্ণ কৃষ্ণ আহা! পীত বসনে কৃষ্ণ! ব্রহ্ম সমুদ্র বিশ্বাসের বট পত্র একটী ধরে ভেসে যাচ্ছি। ঠাকুরের পা দুখানি কি সুন্দর! দেখদেখি একটী কচি ছেলে আমার গায়ে হাত বুলুচ্ছে—বলছে আয়'।

ঠাকুর বলিয়াছিলেন শুনতে পাই—"গঙ্গার উপর একটী পদ্ম দেখলুম তার ভিতর বাল-গোপাল মূর্ত্তি সখা রাখালের হাত ধরে নৃত্য করছেন"।

১৪-৪-১৯২২—১লা বৈশাখ, শুক্রবার তৃতীয়া ১৩২৯ সাল। রাত্রি ৮টা ৪৫ মিনিটে ৺বলরাম ভবনে রাখালমহারাজের দেহ পরম হয়।

শ্রীরাখাল মহারাজের চরিত্র

শ্রীরাখাল মহারাজের স্বভাবটী অতিশয় স্থির নম্র ও কোমল ছিল। মূর্ত্তিটী আনন্দ মাখান সর্ব্বদাই হাস্য বদন কৌতুক প্রিয় ও রসিকতায় ভরপুর ছিল। দেখিলে মনে হইত কি অপূর্ব্ব এক আনন্দে মগন রহিয়াছেন। কখন আপন মনে হাসিতেছেন কখন গভীর

চিন্তায় মগ্ন রহিয়াছেন। সমস্ত বদন মণ্ডলে এক জ্যোতিঃ বিরাজ করিতেছেন। তিনি প্রায়ই মুচকে হাসিয়া কথা কহিতেন, এবং সেই ঠাট্টা তামাসার ভিতর কত প্রকার গূঢ় তত্ত্ব ও উপদেশ থাকিত। তাঁর কথাগুলি অতিশয় মধু মাখন ছিল কথার কালে মনে হইত, ঠিক যেন ৫ বৎসরের বালক আধ আধ স্বরে কহিতেছেন।

মহারাজ সর্ব্বদাই কর জপ করিতেন, সকল কার্য্যের ভিতর দেখিতাম তিনি কর জপ করিতেছেন। তাঁর শ্রীমুখের জিহ্বা (জিভ্) বাহির করিয়া একবার ঠোটের বাঁদিকে আর একবার ঠোটের ডান দিকে ঘুরাইতেন। তাঁর শ্রীমুখে সর্ব্বদাই "জয় মা জগদম্বে, জয় মা করুণাময়ী, জয় মা আনন্দময়ী, জয় মা মহামায়ী" এইগুলি উচ্চারণ করিতে শুনিয়াছিলাম।

একদিন মহারাজ উদ্বোধনে উপর সিঁড়ি হইতে নীচে নামিতেছেন আর গোলাপ মা সেই সিঁড়ি ধরিয়া উপরে উঠিতেছেন। এমন সময়ে গোলাপ মা থতমত খাইয়া নাবিয়া পড়িলেন। ইহা দেখিয়া মহারাজ তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি গোলাপমা অমন করে নেবে গেলে কেন? গোলাপমা বলিলেন, না না ও কিছু নয়। তারপর তিনি আমাদের কাছে বলিলেন, আমি দেখলুম ঠিক ঠাকুর উপর দেখে নীচে নাবছেন। মহারাজের চলন, কথা, ঠাট্টা, তামাসা, সব হুবাহুব ঠাকুরের মত ছিল।

একদিন তিনি ৺ভুবনেশ্বর যাত্রাকালে ৺বলরাম ভবন হইতে গাড়ীতে উঠিতেছেন এমন সময় বুনে দেখিল তিনি বাঁ হস্তের মধ্য আঙ্গুলের কাছে ঘ্রান করিয়া তারপর গাড়ীতে উঠিলেন। (এই কয়েকটী সামান্য যা মহারাজের চরিত্র দেখিয়াছি, বোধ করি আরও কত তাঁর চরিত্রের ক্রিয়া কলপ ভক্তজন দেখিয়াছেন)।

শ্রীমা ঠাকুরাণকে দর্শন

৪-১০-১৯১৮—১৭ই আশ্বিন, শুক্রবার চতুর্দ্দশী পরে অমাবস্যা ১৩২৫ সাল। কমল ফকির বাবুর সহিত বাগবাজারে ১, মুখার্জ্জির লেন (উদ্বোধন আফিসে) গিয়া শ্রীমার দর্শন, পর্শন ও তাঁর প্রসাদ পায়। ঐদিন তথায় শ্রীযুত রামলাল দাদার দর্শন ও পাইয়াছিলাম। ইহার পূর্ব্বে দাদার সহিত বহুবার দেখা হয়।

৮-১০-১৯১৮-২১শে আশ্বিন, মঙ্গলবার ১৩২৫ সাল। বৈকালে কমল শ্রীম ও গিন্নীমা (শ্রীমরের স্ত্রী) উদ্বোধনে গিয়া শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করেন।

কমল।—(শ্রীশ্রীমাকে)। মা, আমায় মন্ত্র দিবেন? শ্রীশ্রীমা।—"বাবা, এখন মন্ত্র হবেনা অল্প বয়েস" ইত্যাদি। তারপর শ্রীশ্রীমা কমলকে হাত তুলিয়া একটী রসগোল্লা দিলেন, কমল তাঁর প্রসাদ ও আশীর্ব্বাদ লইয়া ফিরিল। ইহার পর ও ৪।৫ বার কমল মায়ের দর্শন পায়।

২০-৭-১৯২০—৪টা শ্রাবণ, মঙ্গলবার ষষ্ঠী ১৩২৭ সাল। উদ্বোধনে রাত্রি ১॥ টার সময় শ্রীশ্রীমার দেহ পরম হয়।

ওঁ তৎ সৎ

সমাপ্ত।